বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৪ সংখ্যা } বৈশাখ ১২৯২—মে ১৮৮৫। { ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
13A	13M	13Ju	16Jy	16Au	16S
৩০	৩২	৩২	৩১	৩১	৩০
সো	বু	র	বৃ	র	বু
ম	বৃ	সো	শু	সো	বৃ
বু	শু	ম	শ	ম	শু
বৃ	শ	বু	র	বু	শ
শু	র	বৃ	সো	বৃ	র
শ	সো	শু	ম	শু	সো
র	ম	শ	বু	শ	ম
পূঃ১৭	১৬	১৪	১২	১০	৯
অঃ ৩২ ও ৩১	২৯	২৬	২৪	২৩	

সঙ্কেত—১লা বৈশাখ সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী ও ইংরাজী ১৩ই এপ্রিল এই পঞ্জিকা হইতে বাহির হইবে। অন্যান্য দিন এইরূপে স্থির কর।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১২৯২ সাল।
ইং ১৮৮৫—৮৬।

১	৮	১৫	২২	২৯
২	৯	১৬	২৩	৩০
৩	১০	১৭	২৪	৩১
৪	১১	১৮	২৫	৩২
৫	১২	১৯	২৬	
৬	১৩	২০	২৭	
৭	১৪	২১	২৮	

বাঙ্গালা যে মাসে যত দিন এবং প্রতি মাসের ১লা তারিখে ইংরাজি যে দিন, তাহা উপরে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। ইংরাজী মাসের দিন নিম্নে দেখ। পূ—পূর্ণিমা; অ—[illegible]

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
16O	16N	16D	13J	12F	13M
৩০	৩০	২৯	৩০	২৯	৩১
শু	র	ম	বু	শু	
শ	সো	বু			
র	ম				
সো	বু				
ম	বৃ				
বু	শু	র			
বৃ	শ	সো			
পূঃ৮	৮	৭	৮		
অঃ২২	২২	২২	২৩	২[illegible]	

এপ্রিল মে জুন জুলাই [illegible]
৩০ ৩১ [illegible]
আ[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দুর্ভিক্ষে দান—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি বর্দ্ধমানের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী—খুলনা ৫ ও নিরুপমা দেবী—তেলিনীপাড়া ১ টাকা আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা যথাস্থানে প্রেরিত হইল।

স্ত্রী সায়ংসমিতি—বোম্বাইয়ে ডাক্তার পিটী নাম্নী যে স্ত্রী ডাক্তার আসিয়াছেন, তাঁহারই উদ্যোগে তত্রত্য অন্যতম জজ স্কট সাহেবের ভবনে দেশীয় রমণীগণকে লইয়া এক সায়ং-সমিতি হয়। জজ সাহেবের সহধর্ম্মিণী এতদুপলক্ষে বিশেষ উৎসাহ ও সৌজন্যের পরিচয় দেন।

[illegible]লিকা সভা—বোম্বাই-[illegible] "Parsee girls' [illegible]নামক সভা দ্বারা অনেক [illegible]ন করিতেছেন। এই সভার [illegible] বালিকা-বিদ্যালয় আছে, [illegible] প্রায় ৬০০ শত। সম্প্রতি [illegible]দের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য [illegible]সম্পন্ন হইয়াছে। এই সভার [illegible] টাকা জমিয়াছে, [illegible] হয়। বঙ্গীয় স্ত্রীসমাজ এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

দয়ার পুরস্কার—লণ্ডনে "Royal Humane Socity" রাজকীয় সহৃদয়তা সভা পৃথিবীর যে কোন স্থানে দয়াধর্ম্মের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিলে পুরস্কার দ্বারা দয়াশীল ব্যক্তির উৎসাহ বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন। আপনার প্রাণ দিয়া যে অন্যের প্রাণ রক্ষা করে, তাহার দয়াই যথার্থ; সে দয়ার উপযুক্ত পুরস্কার মনুষ্য দিতে পারে না। যাহাহউক এরূপ কার্য্যের সমাদর যত বাড়ে, জনসমাজের ততই মঙ্গল। লাহোরের এক কূপে এক ব্যক্তি পড়িয়া যায়, তাহার উদ্ধারার্থ আর এক ব্যক্তি নামিয়াও উঠিতে পারে নাই; উভয়েই মৃতকল্প। পঞ্জাবী এক কনষ্টেবল সাহস সহকারে এই উভয় ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছিল, এজন্য সভা হইতে একটী মেডাল পাইয়াছে।

গড্নের কীর্ত্তিস্তম্ভ—মৃত সেনা-পতি গর্ডনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ বিলাতে এক সভা হয়, তাহাতে অনেক বড় বড় লোক এবং স্বয়ং যুবরাজ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, সুয়েজ খালের নিকট পোর্ট সেড নামক

বন্দরে গর্ডনের নামে এক হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে। গর্ডন সর্ব্বজাতির হিতৈষী ছিলেন, ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার সম্মিলন-স্থান সেই জন্য তাঁহার কীর্ত্তিরক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনোনীত হইয়াছে। গর্ডনের ভগিনী কুমারী গর্ডনের ইচ্ছা এই টাকা দ্বারা গ্রেভস্যাণ্ড নামক স্থানে অনাথ বালকদিগের হিতার্থ কোন অনুষ্ঠান করা হয়।

ভারতবর্ষীয় বজেট—আগামী বর্ষে ভারতের রাজস্বে ৭২,০৯,০৪,০০০ টাকা আয় ও ৭১,৫৮,২৩,০০০ ব্যয় হইয়া ৫০,৮১,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবার সম্ভাবনা। যুদ্ধ ঘটনা হইলে এ গণনা কোন কার্য্যকর হইবে না।

বালকদিগের পেনী ভোজ—বিলাতে বালকদিগের উৎসাহকর কত ব্যাপার আছে। বালকেরা এক পেনী করিয়া দিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতে পারিবে এই জন্য এক সভা ১৮৮৩ সালে স্থাপিত হইয়াছে, তাহার ৩০টী কেন্দ্র এবং এক এক কেন্দ্রে ১০০ বালকের আহারের আয়োজন হয়। মহিলারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রন্ধন, খাদ্যভাণ্ডার ও সংগৃহীত অর্থের তত্ত্বাবধান করেন এবং কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও দান করেন বালকেরা এক পেনি দিয়া ১৮ রকমের উত্তম উত্তম খাদ্য পায়, অথচ তদ্দ্বারা ব্যয় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

নিষ্কর্ম্মাদিগের ভোজ—বিলাতে যাহারা নিরুপায় ও নিষ্কর্ম্মা লোক তাহাদিগের কর্ম্মকাজের উপায় করিবার জন্য একটী সভা হয়, রাজকুমারী লুই তাহাতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ইহাদিগের জীবিকার স্থায়ী উপায় পরে হইবে, আপাততঃ ইহাদিগকে একটী ভোজ দেওয়া হইয়াছে।

যুবরাজের আয়র্লণ্ড ভ্রমণ—যুবরাজ সস্ত্রীক আয়লণ্ড ভ্রমণ করিতে গিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছেন। আইরিসেরা তাঁহার প্রতি যথোচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিতেছে না। ডবলিনের নাগরিক সভা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। রাজকর্ম্মচারী ও বণিকেরা জুটিয়া তাঁহার মুখরক্ষার চেষ্টা পাইতেছেন। আইরিসেরা ইংরাজশাসনে সুদীর্ঘকাল যেরূপ কষ্ট পাইয়াছে, তাহাতে রাজভক্তিহীন হইবে, আশ্চর্য্য নহে।

নূতন সুড়ঙ্গ—টেম্‌স নদীর নীচে দিয়া যেরূপ সুড়ঙ্গ আছে, মার্সী নদীর নীচে দিয়া সেইরূপ একটি পথ হইয়াছে, তদ্দ্বারা রেলওয়ে যাতায়াত করে। এই পথ লিবরপুল ও বার্কেনহেডকে সংযুক্ত করিয়াছে। ইহা দ্বারা বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

শিক্ষার্থ রাজবৃত্তি—ইংলণ্ডে পূর্ব্ব কালীন রাজপ্রদত্ত বৃত্তি দ্বারা অনেকগুলি বিদ্যালয় চলিয়া থাকে, তাহাদিগের উন্নতি সাধনার্থ এক কমিসন নিযুক্ত হয়। ক্রাইষ্ট হসপিটাস নামক দাতব্য বিদ্যালয়টি এতদিন কেবল বালকদিগের বোর্ডিং স্কুল ছিল, তৎপরিবর্ত্তে এখন ইহার ফণ্ড হইতে বালক বালিকা উভয়েরই শিক্ষার সাহায্য করা হইবে। ৫০০ বালিকা ও ৭০০ বালক বোর্ডিঙে থাকিবে এবং ৪০০ বালিকা ও ৬০০ বালক বাহির হইতে বিদ্যালয়ে আসিবে। বালক বালিকায় ২২০০ জনের শিক্ষার সাহায্য হইবে।

রুস আফগান যুদ্ধ—গত ৩০শে মার্চ্চ কুস্ক নদীতীরে পাঞ্জে উপত্যকায় রুসদিগের সহিত আফগানদিগের প্রথম যুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে আফগানদিগের প্রায় ৯০০ সৈন্য হত ও তাহারা পরাজিত হইয়াছে। রুসদিগের অতি সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। রুস সেনাপতি কমারফ আরও অগ্রসর হইবার উদ্যোগে আছেন। প্রকাশ, রুস গবর্ণমেণ্টের অনুমতিতে এ যুদ্ধ হয় নাই, আফগানেরা রুসসীমা লঙ্ঘন করাতে এই প্রতিফল পাইয়াছে। রুসিয়ার অভিসন্ধি বুঝা ভার। লর্ড ডফরিণ রাওলপিণ্ডীতে আফগানস্থানের আমীরের সহিত সখ্য-বন্ধন দৃঢ়ীভূত করিয়া ভাল করিয়াছেন। মানুষের বুদ্ধিতে যত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়, তিনি তাহার ত্রুটি করিতেছেন না। বিলাতে জর্ম্মণির মধ্যস্থতায় রুস ইংরাজের মধ্যে বিবাদ মিটাইবারও চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু গতিক ভাল বোধ হয় না। জগদীশ্বরের ইচ্ছা না হইলে আর এ বিপদ নিবারণের উপায় নাই।

অনন্দ যশী বাই—আমেরিকায় কয়েক বৎসর চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

দুর্ভিক্ষ—একত বর্দ্ধমান ... গের দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র লোক 'হা অন্ন হা অন্ন' করিয়া মরিতেছে, আবার আসামের ডিব্রুগড় অঞ্চলে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের যে উপায় করিতেছেন তাহা যথেষ্ট নহে। ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য সভা প্রভৃতি দ্বারা অনেক কার্য্য হইতেছে। সাধারণের সাহায্য দিন দিন অধিক আবশ্যক হইতেছে।

নববর্ষ।

আবার আকাশ বিমল ভাসিল,
আবার চন্দ্রমা তপন হাসিল,
হীরক—উজ্জল তারকা দল;
স্বরগের ছবি গগনতল। ১
মলয় অনিল আবার বহিল,
সুষম কুসুমে কানন শোভিল,
যা দেখি সুন্দর, নবীনতর
সরসী সাগর নদী ভূধর। ২
আবার সুস্বরে বিহঙ্গ কূজিল,
সুধার উচ্ছ্বাসে ভুবন ভরিল,
জীবজন্তুগণ সুখে মাতো'রা,
ধরণী সুখের উৎসবে ভরা। ৩
পুরাতন সৃষ্টি আবার নূতন,
মৃত্যুর পরেতে আসিল জীবন,
মরি এ অদ্ভুত কৌশল যাঁর,
সেইত জীবন—শোভার সার। ৪
নববর্ষ দিনে এসোগো ভগিনী,
বন্দি তাঁর পদ করি জয়ধ্বনি,
মাতি মহোৎসবে প্রকৃতি সাথে,
হৃদয়ে বসায়ে হৃদয়নাথে। ৫
আবার নূতন জীবন প্রভাতে,
জীবনের ভার স'পি তাঁর হাতে,
চল তাঁর পথে করি ভ্রমণ,
পাব নব বল, নব-জীবন। ৬

নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করি। তাঁহার কৃপায় আর একবৎসর কাল অতিবাহন করিলাম, অতীত কালের সুখ সৌভাগ্যের জন্য তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করি। সম্মুখে যে নববর্ষের নূতন পথ প্রসারিত, নির্ব্বিঘ্নে তাহার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। সুখে দুঃখে আমরা কর্ত্তব্য সাধনে যাহাতে অটল ও দৃঢ়ব্রত হইয়া চলিতে পারি, তিনি আমাদিগকে এরূপ শুভবুদ্ধি ও স্বর্গীয় বল প্রদান করুন্।

নববর্ষের নূতন দিনে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ আমাদিগের সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন এবং বামাবোধিনীর উন্নতির জন্য তাঁহারা আমাদিগের প্রার্থনার সহিত তাঁহাদিগেরও শুভকামনা সংমিলিত করুন।

ভবিষ্যতের ভিত্তি অতীতের উপরে প্রতিষ্ঠিত, নববর্ষের আশাভরসা অতীত বর্ষের প্রত্যক্ষীভূত ফলের উপর নির্ভর করে। আমরা স্ত্রীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে গতবর্ষে যে ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিয়া ভবিষ্যতের পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হই।

স্ত্রী-শিক্ষা—ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ, অক্স্ফোর্ড ও লণ্ডন এই তিনটী বিশ্ববিদ্যালয়।

কেম্ব্রিজ ইতিপূর্ব্বেই উপাধি পরীক্ষার দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন এবং ইহার যে শুভফল ফলিয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা অনেক বার প্রকাশ করিয়াছি। নিউহাম কলেজের ছাত্রীগণ পুরুষদিগের উপর অনেক বার টেক্কা দিয়াছেন। গত বৎসর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীপরীক্ষার্থী গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ষে বর্ষে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক উপাধিলাভে সমর্থ হইতেছেন। এখানে গতবর্ষে প্রথম নারী 'এম, এ' হইয়াছেন। বিএ, এম বি অনেক স্ত্রীলোক হইয়াছেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে ডাক্তার উপাধিও কেহ কেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অধিক আহ্লাদের বিষয় এই লণ্ডনে শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফ্রান্স, ইটালী, সুইজর্লণ্ড, রুসিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশেও স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে—তুরস্ক যে এত অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন, সেখানেও বালিকাদিগের শিক্ষার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। আমেরিকার ত কথাই নাই, সেখানে শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের প্রভেদ অল্প। তথায় নারীগণ এখন রাজনীতি, নৌবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ও ব্যবসায়াদির প্রতি অধিক মনোযোগিনী। আসিয়ার মধ্যে জাপান যেমন অপরাপর বিষয়ে, সেইরূপ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও অনেকটা আদর্শস্থল। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ অবশ্যই এম এ, বিএ কন্যা প্রসব করিয়া সকল প্রেসিডেন্সীর শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়াছেন, কিন্তু মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার বড় কম হইতেছে না। গত বৎসর মান্দ্রাজে ৪৭ হাজারের অধিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে। তত্রত্য মেডিকাল কলেজে ১০জন ছাত্রী। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৩টী স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পুনাতে যে স্ত্রী-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক বয়স্কা স্ত্রীলোকও পাঠ করিয়া থাকেন। বোম্বাইয়ে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য যেমন পুরুষগণ, সেইরূপ স্ত্রীলোকেরাও একান্ত যত্নশীল। এ বিষয়ে পারসী রমণীগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধন্যবাদার্হ। বঙ্গদেশে একটী শুভ লক্ষণ দেখা যায়, প্রায় প্রত্যেক জেলায় এক একটী সম্মিলনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি পক্ষে বিশেষ সাহায্যবিধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের সমবেত চেষ্টার ফল যে সমগ্র সমাজের পক্ষে পরম শুভকর, অচিরকালে ইহা প্রত্যক্ষ হইবে। ভারতবর্ষের কুর্গ ও কোলদিগের ন্যায় বর্ব্বর জাতির মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচারিত হইতেছে, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

স্ত্রী-সমিতি—ইউরোপ ও আমেরিকা এ বিষয়ে আদর্শস্থানীয়। ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রচার বিষয়ে ইহাঁদিগের অনেক স্ত্রীসভা আছে, আবার নানা ব্যবসায়ের স্ত্রীলোকগণ সম্মিলিত হইয়া আপনা-

দিগের অবস্থা ও কার্য্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। লণ্ডনে স্ত্রীব্যবসায়ীর সমিতি, শিক্ষয়িত্রী সমিতি, ফ্রান্সে স্ত্রী চিত্রকর ও ভাস্কর সমিতি, সম্পাদিকা সমিতি এইরূপ নূতন অনেক সভা স্থাপনের বিষয় আমরা পাঠ করিয়াছি কিন্তু আমেরিকায় একটী স্ত্রীসভা এ সকল গুলি অপেক্ষা বৃহদায়তন ও সমধিক কার্য্যক্ষম। ইহার নাম "Women's National Relief Association" স্ত্রীলোকের জাতীয় সহকারী সভা। এই সভার অনেকগুলি বিভাগ আছে, ইহা হইতে স্ত্রীলোকের অনেকগুলি কার্য্যক্ষেত্র খোলা হইয়াছে এবং দেশীয় সকল রমণী সম্মিলিত হইয়া জাতীয় উন্নতির সহকারিতা করিতেছেন। ভারতবর্ষে পুরুষগণই যখন একমত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম, তখন অন্তঃপুরনিরুদ্ধা রমণীগণ কিরূপে তাহাতে সমর্থ হইবেন? তথাপি আমরা কয়েকস্থানে শুভ দৃষ্টান্ত দেখিতেছি—বঙ্গমহিলাসমাজ প্রায় ৫ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে স্বজাতির কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত আছেন। পুনার আর্য্যনারী সমাজ এবং আরও দুই একটী সভাও ভারত অঙ্গনাগণের কার্য্যক্ষেত্র প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে। ভারতের জাতীয় জীবনে স্ত্রীলোকের হস্ত না পড়িলে ইহা পূর্ণাঙ্গরূপে কখনই সংগঠিত হইতে পারিবে না।

ন্যাসন্যাল ইণ্ডিয়ান সভার যত্নে ইংরাজ ও বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা হইবার উপক্রম হইতেছিল, কিন্তু ইলবার্ট বিলের গোলযোগে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আনন্দের বিষয়, গতবর্ষে মহাত্মা ইলবার্টের সহধর্ম্মিণী এবং উদারহৃদয়া লেডী ডফরিণ পুনরায় এই যোগবন্ধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

স্ত্রী-পাঠ্য পত্রিকা ও পুস্তক—আমাদিগের বামাবোধিনী পত্রিকা ২২ বৎসর কাল দেশীয় ভগিনীগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। ঈশ্বর প্রসাদে ও গ্রাহক গ্রাহিকাগণের অনুগ্রহে এক্ষণে ইহার অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নিয়মিতরূপে চলিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। কিন্তু যে বঙ্গদেশে অন্যূন তিন কোটী স্ত্রীলোকের বাস, সেখানকার স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য বামাবোধিনীর ৩ সহস্র খণ্ড অদ্যাপি প্রচারিত দেখিবার কি আশা করা যায় না? আমাদিগের সহযোগিনী আরও কয়েকখানি পত্রিকা এই কালের মধ্যে উৎপন্ন ও বিলুপ্ত হইয়াছেন, একমাত্র পরিচারিকা পুনর্জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। এ দেশে স্ত্রীপাঠ্য পত্রিকার প্রতি সাধারণের আদর অল্প; ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। বোম্বাইয়ে "স্ত্রীবোধ" নামে একখানি পত্রিকা কোন পারসী রমণী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে, এ সংবাদে আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম। এ দেশে স্ত্রীজাতির উপযোগী পাঠ্য পুস্তকের নিতান্ত অভাব। জাতীয় ভারত

সভা, বঙ্গমহিলা সমাজ, বামাবোধিনী কার্য্যালয় প্রভৃতি হইতে এই অভাব পূরণের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু নাটক নবেলে সাধারণের যেরূপ রুচি, তাহাতে সুরুচিকর পুস্তক কয়জন স্পর্শ করিবে? অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া এ কার্য্যে ব্রতী হইতে না পারিলে আর কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

স্ত্রীলোকের কৃতকার্য্যতা—মাদাগাস্কারের মহারাণী রাণা ভেলোনা রাজ্য শাসনে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমেরিকা ও বিলাতের কয়েকটী রমণী যন্ত্র উদ্ভাবন ও কয়লার খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। পণ্ডিতা রমাবাই বিলাতে গিয়া চেলটেনহামের বিদ্যালয়ে উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন। অন্যতর মহারাষ্ট্রীয় রমণী আনন্দ বাই যশী আমেরিকায় ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। মুক্তিফৌজে মেজর টকারের পত্নী প্রভৃতি কয়েকটী স্ত্রীলোক বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজে কয়েকটী শিক্ষিতা মহিলার যত্নে একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের কার্য্য অতি উৎকৃষ্টরূপে চলিতেছে। শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার, মাতঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ঘোষাল প্রশংসিতরূপে 'ভারতী' সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

বদান্যতা—মহারাণী স্বর্ণময়ী এ বিষয়ে অদ্বিতীয়া। পতধর্মে ছাত্রী আবাসের জন্য তিনি যে দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার একটী স্থায়ী কীর্ত্তি রক্ষিত হইবে। আমেরিকার বিবি আর এল ষ্টুয়ার্ট একটী অনাথাশ্রয়ের জন্য লক্ষাধিক টাকা দিয়াছেন। বোষ্টন নগরের বিবি সা নানা প্রকার দাতব্য কার্য্যে বৎসরে অন্যূন ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। লণ্ডনে স্ত্রীলোকদিগের শিল্পাদি শিক্ষার্থ বোর্ডিং স্কুল করিবার জন্য এক রমণী ৪ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। টিকারীর মহারাণী ৺রাজরূপ কুয়ার তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসালয় ও ইংরাজী স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ৬০ হাজার টাকার গবর্ণমেণ্ট কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন।

বিধবাবিবাহ—মান্দ্রাজে ইহার জন্য বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে এবং বিধবাবিবাহ সভা হইতে কয়েকটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বোম্বাইয়ে ইতিপূর্ব্ব হইতেই এ সংস্কার অবাধে চলিতেছে। বঙ্গদেশে নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণের ঐকান্তিক যত্ন ও উৎসাহে বিধবাবিবাহের পুনরুন্নতি লক্ষিত হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেও বিধবাবিবাহে উৎসাহদানার্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার—এদেশীয় ইতর প্রকৃতির কয়েকটী ইংরাজ কয়েকজন অসহায়া কুলী রমণীর প্রতি যেরূপ বীভৎস অত্যাচার করিয়াছেন,

তাহা অশ্রাব্য ও হৃদয়বিদারক। এ অত্যাচারের উপযুক্ত রাজশাসন না হওয়া আরও শোচনীয়। 'অবলার পক্ষ' ঈশ্বরের পক্ষ মনে করিয়া রাজপুরুষগণ যেন আপনাদিগের ধর্ম্ম পালন করেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

সতীমণ্ডপ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সৌরভ কুমারী।

বহুকাল পূর্ব্বে জেলা হুগলী এবং পরগণা ভুরশুটের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া রেল-ওয়ে ষ্টেশনের সন্নিহিত এক ক্ষুদ্র পল্লীতে কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঠিক্ এই সময়ে বারাকপুরে জব্ চার্ণক নামক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় মহাত্মার আবাস ছিল। প্রস্তাব-শীর্ষোক্তা সৌরভ কৃষ্ণকুমারের কন্যা। এ দেশে হত-ভাগিনী কুলীনকন্যার অবস্থার বিষয়ে বোধ করি নূতন বলিবার কিছুই নাই। যাহাহউক অনেক কষ্টে, অনেক ব্যয়ে, বারাকপুরের এক ব্রাহ্মণের সহিত সামাজিক নিয়মমতে সৌরভ কুমারীর বিবাহ হইল। পাত্রটি যেমন মূর্খ, তেমনি কুচরিত্র, আবার ঠিক তেমনি কদাকার। তাহার পৈতৃক সম্পত্তি অধিক ছিল না, কিন্তু অসংখ্য শ্বশুর প্রদত্ত অপরিমেয় অর্থ সময়ে সময়ে ধনীর ন্যায় ব্যবহার করিত। পাঠক পাঠিকাদিগের বোধ হয় জানা আছে, কুলীন ব্রাহ্মণেরা যদৃচ্ছা বিবাহ করিতে পারে, এবং সময়ে সময়ে কাহাকেওবা শতাধিক বিবাহ করিতে দেখা যায়। আজি কালি শিক্ষার গুণে এই দৃষ্টান্তের সংখ্যা ন্যূন হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে ইহা নিত্য ঘটনা ছিল বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ টাকা লইয়া শ্বশুর বাড়ী গমন করা, কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বড় ভয়ঙ্কর ও ঘৃণিত প্রথা ছিল। সৌরভ কুমারীর স্বামী এই কুপ্রথার দাস ছিলেন; টাকা না পাইলে কোন শ্বশুরালয়েই তাঁহার শ্রীচরণের ধূলি পড়িত না। টাকা তাঁহার জপমালা ছিল; সুরাপায়ী, ব্যভিচারী এবং অব্যবস্থিতচিত্ত লোকের সততই যে টাকার অভাব, ইহাত নূতন কথা নয়। যাহা হউক, দরিদ্রতা হেতু কৃষ্ণকুমার আপন জামাতার বাসনা পূর্ণ করিতে অক্ষম হওয়ায়, বিবাহের পর হইতে সৌরভ

কুমারীর সহিত তাঁহার স্বামীর মিলন পর্য্যন্ত হইল না। সৌরভ পিতৃগৃহেই থাকেন এবং পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, ইত্যাদির সেবা শুশ্রূষা করিয়া সন্তোষ লাভ করেন। ক্রমে তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ বৎসর অতিক্রম করিয়া উঠিল; এ দিকে স্বামী মাদক সেবন ও ব্যভিচারে বিবিধ প্রকারের রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া শয্যাশায়ী হইলে, অবশেষে বসন্ত রোগে চক্ষু দুইটী অন্ধ হইয়া গেল। শ্বশুরদিগের পূর্ব্ব হইতেই জামাতার প্রতি অদ্ভুত বিদ্বেষ ছিল; সুতরাং এখন কেহই সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন না। নিকটেও এমন কেহ ছিল না যে, মুখে জল দিয়া ব্রাহ্মণের পিপাসা শান্তি করে, বন্ধুরাও অসময় দেখিয়া প্রস্থান করিল। ক্রমে এই সংবাদ কৃষ্ণকুমারের কর্ণগোচর হইলে, তিনি জামাতার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ এবং অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষের নাম ধরিয়া, সাধুজন-বিগর্হিত বাক্যে আপনার ক্রোধাগ্নির আহুতি দিতে লাগিলেন। কিন্তু সৌরভ কুমারীর পতিভক্তি এতই প্রবলা যে, নিশাবসানে পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া, পদব্রজে বারাকপুরে (অনুসন্ধান দ্বারা) স্বামিভবনে উপস্থিত হইলেন। তখন স্বামীর সর্ব্ব শরীরে বসন্ত-ক্ষতমধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়াছে এবং চক্ষু দুইটী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া এবং গৃহসঞ্চিত যৎসামান্য তণ্ডুল দ্বারা ক্ষুধার শান্তি করিয়া, পবিত্র মনে স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। সতীর আন্তরিক পতিভক্তি ও পরিচর্য্যাগুণে স্বামী সুস্থ হইল, কিন্তু চক্ষু আর খুলিল না, এবং অর্থোপায়ের কোন সম্ভাবনা রহিল না। তখন গৃহে বসিয়া উভয়ের উদর পূর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য দেখিয়া, সতী সৌরভকুমারী জীর্ণ স্বামীর হস্তে একগাছি যষ্টি দিলেন এবং সেই যষ্টির এক পার্শ্ব নিজে ধরিয়া পথে পথে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষালব্ধ চাউল, সতী নিজ হস্তে পাক করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতেন এবং তাঁহার ভোজনাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট দ্বারা নিজের ক্ষুধা তৃপ্ত করিতেন। কিন্তু স্বামীর শরীর আর রহিল না, ক্রমে তাঁহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিল ও মৃত্যু হইল।

এই সময়ে সহমরণ প্রথার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রামের ভদ্রাভদ্র লোকেরা সতী সৌরভ কুমারীর সহমরণোদ্যোগের সংবাদ পাইয়া ভাগীরথী তীরে চিতা জ্বালিল এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি কুণ্ড সম্মুখে আনিয়া দিল। কেহ সৌরভের পদতলে অলক্ত, হস্তে কঙ্কণ, কেহ গলায় মালা, ভালে সিন্দুর, কেহ বা বাহুতে সহকারপত্রের বলয় পরাইলেন। ক্রমে চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; সৌরভকুমারী তাহা সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে জন্

চার্লক (গবর্ণর) সহমরণের সমাচার শ্রবণ করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে ঝটিতি তথায় উপনীত হইলেন, এবং বন্দুকে গুলি প্রয়োগে সহমরণের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণদিগকে নিহত ও সতীকে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল উদ্যম ব্যর্থ হইল; সতী অগ্নিকুণ্ডে তন্মুহূর্ত্তেই লম্ফ দিয়া পতিতা হইলেন। অসংখ্য ঢাক ঢোলের গগনস্পর্শী বাদ্য সে স্থানকে মাতাইয়া তুলিল, এবং বালকের "জয় সতী, জয় সতী" রবে পৃথিবী প্রকম্পিতা হইয়া উঠিল। সাহেব দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন "পতিত হিন্দু জাতির মহত্ত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।" *

বিষম ভ্রান্তি।

আহারের কিছুকাল পরেই শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া থাকে। তখন নিদ্রেচ্ছা বলবতী হয়—কার্য্যে বড় ঔৎসুক্য থাকে না। ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণের গুরুতা ও লঘুতানুসারে এইরূপ অবসন্নতারও তারতম্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে আমরা যে অন্ন আহার করি, তাহাতে একপ্রকার মাদক দ্রব্য আছে এবং আহারের কিছু কাল পরে যে অনুৎসাহের আবির্ভাব হয়, অন্নের এই মাদকতা গুণই তাহার একমাত্র কারণ। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে এই কারণের অসারতা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। যদি আমাদের আহার্য্য অন্নের মাদকতা গুণই এই আলস্যের একমাত্র কারণ হয়, তবে স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে সেই কারণ কোনক্রমেই কার্য্যকর হইতে পারে না। অথচ আমরা স্তন্যপায়ী শিশুকেও আহারের পরক্ষণে নিদ্রাতুর দেখিতে পাই। কেবল স্তন্যপায়ী শিশু নহে, তৃণাহারী পশু কিংবা মাংসভোজী জন্তুগণও উল্লিখিত মীমাংসার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। তবে ইহার প্রকৃত কারণ কি? শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার কার্য্য মনুষ্যদেহে অহর্নিশ সম্পাদিত হইতেছে, স্নায়বীয় শক্তিই † তাহার একমাত্র কারণ। হস্তোত্তোলন করিবার জন্য ইচ্ছা জন্মিল, স্নায়বীয় শক্তিবলে হস্তের পেশী উত্তেজিত হইয়া কার্য্য সমাধা করিল। স্নায়বীয় শক্তির

* অতঃপর সতীমণ্ডপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইবে।—লেখক।

† মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ মজ্জা হইতে যে শ্বেতবর্ণ সূক্ষ্ম শিরা সকল শরীরের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের নাম স্নায়ু ও তাহাদিগের শক্তিকে স্নায়বীয় শক্তি বলে।

অনুগামী হইয়া নাসিকা নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। স্নায়বীয় শক্তি বলে মন তাহার নিজ চক্রমধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কার্য্য করিতেছে। এ দিকে স্নায়বীয় শক্তির শাসনে ভুক্ত বস্তুর পরিপাক, হৃদয়ের স্পন্দন, রক্ত প্রস্তুতি, রক্ত শোধন এবং রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি আমার অজ্ঞাতসারে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই স্নায়বীয় শক্তি শরীরমধ্যে যথাপরিমিত থাকিলেই অঙ্গগুলি নিয়মিতরূপে স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। যদি যথাপরিমিত না থাকে, তবে শরীরের যে অঙ্গে কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা, এই শক্তিও সেই দিকে প্রধাবিত হয়, এবং অন্যান্য অঙ্গগুলি যে পর্য্যন্ত এই শক্তি দ্বারা পুনরুত্তেজিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতে অবসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হয়। আহারের অব্যবহিতপূর্ব্বে অর্থাৎ যখন আমরা ক্ষুধিত হইয়া থাকি, তখন স্নায়বীয় শক্তি যথা পরিমাণে শরীরে থাকে না। ইহার কারণ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তবে এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে যেমন কার্য্য করিতে করিতে কার্য্যলিপ্ত অঙ্গগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তি সঞ্চালিত হইতে হইতে ইহারও হ্রাসতা জন্মে। এই দ্বিবিধ ক্ষতি পূরণ করিবার যে প্রাকৃতিক ইচ্ছা, তাহাই ক্ষুধা। আমরা ক্ষুধাতৃপ্তি জন্য যাহা খাইয়া থাকি, তাহা রক্তরূপে পরিণত হইয়া ক্ষয়িত অঙ্গগুলির সংস্কার সাধন করে এবং ব্যয়িত স্নায়বীয় শক্তিও পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেয়। আহারের পূর্ব্বক্ষণে যৎকিঞ্চিৎ যে স্নায়বীয় শক্তি থাকে, তাহা আহারের পরক্ষণে পাকস্থলীর সমীপে উপস্থিত হইয়া পরিপাক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে আরম্ভ করে। কাজেই ইন্দ্রিয় কিংবা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি স্নায়বীয় শক্তি বিহীন হইয়া অবসন্ন হইতে থাকে এবং কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করে। আহারের পর তাহারা পুনর্ব্বার ভুক্ত পদার্থজাত স্নায়বীয় শক্তির বল পাইয়া জাগরিত হইয়া থাকে। প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া যে আমরা একটু স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া থাকি, এবং নবোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, রাত্রি-কালীন সঞ্চিত স্নায়বীয় শক্তিই তাহার একমাত্র কারণ। যাঁহারা অধিক রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া, কিংবা অন্য কোন অনিয়মে এই শক্তির অধিকাংশ বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, তাঁহারা প্রভাতে গাত্রোত্থানের পর সেইরূপ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিতে পারেন না। দিবাহারের চারি ঘণ্টা পরে আমরা সেইরূপ স্ফূর্ত্তি, কিংবা নবোদ্যম অনুভব করিতে পারি না; তাহার কারণ এই যে আমরা দিবাহারের পরে অধিক ক্ষণ বিশ্রাম করি না। যাই ভুক্ত দ্রব্য হইতে স্নায়বীয় শক্তি উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে, অমনি তাহা ব্যয়িত হয়, সঞ্চিত হইতে পারে না। কারণ

দিবাভাগে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত স্নায়বীয় শক্তির অধিক প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়।

স্নায়বীয় শক্তির এইরূপ কার্য্য প্রণালীর অজ্ঞতা নিবন্ধন আমাদের দেশীয় রমণীগণ স্বস্ব শিশু সন্তানদিগের ভয়ানক অহিতের কারণ হইয়া পড়েন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে দৈনিক ব্যয়ের পর পরিপাক কার্য্য সমাধা জন্য যৎসামান্য স্নায়বীয় শক্তি অবশিষ্ট থাকে। যদি অধিক পরিমাণে পাকস্থলী ভারাক্রান্ত করা হয়, তবে এই যৎকিঞ্চিৎ শক্তি তাহা পরিপাক করিয়া উঠিতে পারেনা। কাজে কাজেই উদরাময় কিংবা অন্ত্রনালীর কোন রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গদেশীয় অশিক্ষিত রমণীগণ মনে করেন যে শিশুগুলি অধিক পরিমাণে সুখাদ্য জিনিশ গলাধঃকরণ করিতে পারিলেই শীঘ্র শীঘ্র পরিপুষ্ট হইবে। পাকস্থলী স্থিতিস্থাপকতা গুণবলে এককালে অনেকগুলি জিনিশের স্থান সমাবেশ করিতে পারিলেও স্নায়বীয় শক্তি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য ভিন্ন অধিকতর পদার্থ জীর্ণ করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং অতিভোজন নিবন্ধন পীড়া হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদিও কোন শিশু ভাগ্যবলে আশু রোগ হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, কিন্তু ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণাধিক্য হেতু অল্প পরিমিত স্নায়বীয় শক্তি ধীরে ধীরে পরিপাক কার্য্য করিতে আরম্ভ করে, এ দিকে অন্যান্য অঙ্গগুলি শক্তিবিহীন হইয়া আলস্যের আশ্রিত হয়। এইরূপ একদিন দুদিন করিয়া শিশু যখন মানুষ হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, তখন দুঃখের সহিত দেখিতে পায় যে বাল্যসখা আলস্য তাহার সহগামী হইয়াছে। বঙ্গ ললনাদিগের এই বিষয় ভ্রান্তি আমাদিগের জাতীয় কার্য্যানুৎসাহের অন্যতর কারণ। বঙ্গদেশীয় জননীগণ যদি শিশুকে এক এক বারে অধিক পরিমাণে জিনিস উদরস্থ করিতে বাধ্য না করেন, অল্প অল্প পরিমাণে বার বার খাওয়ান, তাহা হইলে পাকস্থলীর আর কোন অসুখ হয় না— আলস্যও ততদূর প্রশ্রয় পাইতে পারে না। যে পরিমাণে স্নায়বীয় শক্তি আহার কালে শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইতে অল্প পরিমিত পদার্থ পাকস্থলীগত হইলে অনায়াসেই আহার জীর্ণ হইতে পারে, অথচ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর অল্প পরিমাণে আহার দ্বারা পূর্ব্ব ক্ষতি অনায়াসে পূর্ণ হইতে পারে।

এখন এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে শিশুদিগকে বার বার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। যদি বার বার উষ্ণাহার দেওয়া ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে উহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য স্বীকার্য্য, হয়ত অনেক পরিবারে তাহা সম্পন্ন হওয়া দুরূহ। কিন্তু অগ্নিভিন্নত অনেক খাদ্য দ্রব্য আছে যাহা এক সময়ে প্রস্তুত করিয়া রাখা

যাইতে পারে এবং শিশু ক্ষুধিত হইলে তাহা প্রদান করিলেই যথেষ্ট। কিন্তু অনেক জননীর বিশ্বাস যে যদি শিশুকে মুড়ির মত লঘুপাক জিনিশ খাইতে দেওয়া যায়, তাহাতে তাহার পীড়া হইবে, অথচ বাসী মিঠাই প্রভৃতিতে তাহাদিগের কোন অনিষ্ট নাই। কেবলমাত্র অজ্ঞতাই সর্ব্বপ্রকার অন্ধ বিশ্বাসের মূল। যাহাহউক বঙ্গাঙ্গনা মাত্রেরই এই সত্যটী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। তাঁহারা একটু সাবধান হইলে অনেক শিশু হয় ত মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পায়। কেহ কেহ উদরের রোগে যে শৈশবকাল হইতে কষ্ট পায়, তাহাহইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারে। আমাদের জাতীয় অলসতাও কথঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীভূত হওয়া সম্ভব।

ভোজন কৌতুক।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জলবায়ুর বিভিন্নতা হেতু লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আহার দ্রব্য ও পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। মহা হিমপ্রধান লাপলণ্ড দেশের সর্ব্ব সাধারণে বৎসরের বেশি ভাগ কেবল তিমি মাছের পোঁটা সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবন ধারণ করে, এবম্বিধ খাদ্য অন্য কোন দেশবাসী আহার করিলে, হয় ত অচিরে কালগ্রাসে পতিত হইবে, নয় ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে থাকিবে। পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধেও এইরূপ বৈষম্য দেখা যায়। আমরা যে প্রকার বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকি লাপলণ্ডবাসীদিগের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডস্থ লোকেরাও তাহা সহজে ব্যবহার করিতে পারেন না। প্রত্যুত, লাপলণ্ডবাসিগণের পরিধেয়াদি ভারত-বাসীদিগের কথা দূরে থাকুক, ইংলণ্ড-বাসীরাও কখনও পরিধান করিতে সক্ষম হন কি না সন্দেহ। অতএব এ স্থলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, জলবায়ুর ভেদে, অশন বসনাদির বিভিন্নতা, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক কোন্ কোন্ দেশে কি প্রকার ভোজন প্রণালী প্রচলিত।

সাধারণতঃ আমাদিগের দেশে এক বাটীর যতগুলি পুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলে প্রায়ই এক সঙ্গে, আর যতগুলি স্ত্রীলোক আছেন তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারত-বর্ষ কাশ্মীরে ভোজনের প্রথা স্বতন্ত্র। একদা এক কাশ্মীরী পণ্ডিতের (ব্রাহ্মণের) বাটীতে আমাদিগের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ব্যঞ্জনাদি

এমন কি অন্ন পর্য্যন্ত মাংসে প্রস্তুত। পণ্ডিতজী একখানি বৃহৎ বস্ত্র খণ্ডে আমাদিগের ৫।৬ জনের অন্ন ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া দিলেন। আমরা আহারাদি করিয়া নিমন্ত্রক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাশয়! আপনাদিগের দেশে কি এই প্রকারে লোক খাওয়ান হয়?" তাহাতে তিনি উত্তর দিলেন যে "আপনা আপনির মধ্যে প্রায়ই এই রকম।" উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ কি অন্য জাতি সকলে "চৌকা" অর্থাৎ উননের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ডকে অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। উক্তপ্রদেশের লোকেরা ভোজনকালে এমন কি আপনাদিগের আত্মীয়বর্গকেও উহার ভিতর প্রবেশ করিতে দেন না। কিন্তু আবার তথাকার লোকদিগকে দেখিতে পাই অন্ন ভোজন করিতে করিতে বাম হস্তে পানীয় জল পাত্র ধরিয়া চুমুক দিয়া জল পান করেন। ইহাতে পাত্র উচ্ছিষ্ট হইল বলিয়া উহাঁরা মনে করেন না।

নরম্যানেরা যখন ইংলণ্ড জয় করেন, তাহারা অনতিবিলম্বে জানিতে পারিলেন যে, স্যাক্‌সন্‌দিগের ও তাঁহাদিগের নিজের আচার ব্যবহার—বিশেষতঃ ভোজন-প্রথা অনেক পৃথক্। আহারান্তে স্যাক্সনেরা গামছায় হস্ত মুছিত; নরম্যানদিগের চক্ষে উহা মন্দ লাগিত। মালদ্বীপবাসীরা সকলে একা একা আহার করিয়া থাকে। আহারের সময় তাহারা বাটীর কোণে এক প্রচ্ছন্ন স্থানে গমন করে, জানালার পর্দ্দা টানিয়া দেয়, যেন কেহ না দেখিতে পায়। আমাদিগের দেশে যেমন "ডাইনের নজরের" অমূলক ভয় অদ্যাপিও স্থানে স্থানে আছে; পোয়াতিরা আপনাদিগের প্রাণের বাছাদিগকে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে খাইতে দেন না পাছে তাহার "নজর" লাগে; অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এ প্রকার আশঙ্কা অতিশয় প্রবল বোধ হয়। এই ভয়েও উহারা ঐরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে আহার করিয়া থাকে। ব্রেজিলের আদিম নিবাসিগণ ভোজন-কালে জল পান করে না এবং জলপান-কালে ভোজন করে না। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জবাসীরা অত্যন্ত সঙ্গপ্রিয়। তাহাদিগের মধ্যে যখন কেহ সহ-ভোজী না পায়, সে পথি মধ্যে কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া লইয়া যায় ও একত্রে দুজনে আহার করে। যতই ক্ষুধা হউক না কেন, এখানকার লোকে কখনও আতিথ্য সৎকার না করিয়া জলস্পর্শ করে না। পাঠিকা দেখুন, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও কেমন সুচারু আতিথ্য সৎকারের নিয়ম। আমাদিগের দেশে পূজনীয়া প্রৌঢ়ারাও এ পুণ্য কার্য্যের বড় আদর করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় নব্য সম্প্রদায়ের মহিলাগণ ইহার হতাদর করেন। কোন এক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, স্ত্রীলোক

অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবেক, স্বামীকে প্রণাম করিবেক, গো সেবা করিবেক, ঘর বাড়ী পরিষ্কার রাখিবেক, স্নানাদি নিত্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ঈশ্বরের পূজা করিবেক. অতিথিসৎকার করিয়া স্বীয় স্বামী সন্তান প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে তৃপ্তি পূর্ব্বক খাওয়াইয়া পরে আপনি-আহার করিবেক। এই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম ; ইহাই তাঁহার মুক্তি।" প্রাচীনা মহিলাদিগের জীবনে এই ছবি আজিও উজ্জ্বল দেখা যায়।

নম্রপ্রকৃতি ওটাহিটির লোকেরা পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ৪।৬ হাত অন্তরে বসিয়া পরস্পরের দিকে পেছন ফিরিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভোজন করে। নিউক্যাসেল কাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ হইলে,-নিমন্ত্রয়িতা নিজে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের খাইবার সময় গান গাইয়া থাকেন। চীনদেশে শিষ্টাচার দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যদৃচ্ছা আমোদ প্রমোদে পান ভোজন করিবেন বলিয়া গৃহস্বামী বাটী হইতে বাহির হইয়া যান।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে সৌহৃদ্য প্রদর্শন প্রথা বড় ভয়ানক। তাহারা কোন এক বন্ধুকে কোন প্রকার পানীয় দ্রব্য গ্রহণে জিদ করিবার সময় তাহার কাণ ধরিয়া টানে। যতক্ষণ না বন্ধু মুখ খুলে, ততক্ষণ তাহাকে এইরূপ যন্ত্রণা দিতে থাকে, তার পর হাত তালি দেয় ও তাহাকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। কামাস্কাটকা দেশীয়েরা কাহাকে বন্ধুত্বে বরণ করিবার সময় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠায়। নিমন্ত্রিত ও নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা উভয়ে একটি ঘরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বিবস্ত্র হয়। যখন নববন্ধু খাইতে থাকে, গৃহস্বামী তাহার নিকট ক্রমাগত অগ্নি আলোড়ন করিতে থাকে। ভক্ষ্য দ্রব্য ও উত্তাপ উভয়েরই আধিক্য অতিথিকে সহ্য করিতে হয়! দশ বারো বার বমন করে, তবুও তাহার নিষ্কৃতি নাই। অবশেষে সে কাপড় ও কুকুর উপঢৌকন দিয়া রক্ষা পায়, নতুবা যতক্ষণ না নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রাণ সংশয় হয়, ততক্ষণ গৃহস্থ উল্লিখিতরূপে অগ্নি দ্বারা তাহাকে বিষম যন্ত্রণা দিতে বিরত হয় না। একেই বলে সাংঘাতিক বরণ! আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে যে বর বা নূতন জামাতাকে ঠাট্টা করিবার ভয়ানক উপায় সকল অবলম্বিত হইত, তাহা ইহার সহিত তুলনায় বড় কম নহে। কামাস্কাটকাবাসীরা এই অগ্নি পরীক্ষার এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, যে ব্যক্তি এই প্রকার বন্ধুর নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম, সে যথার্থ বন্ধুত্বে বরণীয়। প্রাচীন কালে ফরাসীদেশে রাজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার পরেই, টেবিলে খাইতে বসিতেন, রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত লোকেরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া খাদ্য পরিবেশন করিতেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

ভারতবর্ষের ললনাকুল চিরকালই জ্ঞানহীনা ছিলেন, এবং তদনুরূপ অবস্থাতেই তাঁহারা যাবজ্জীবন থাকিবেন, অথবা থাকা তাঁহাদের উচিত,—এখনও অনেকে এই মত প্রচার করিয়া বেড়ান। অধিক কি, এ দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের অনেকেই নারী-জাতিকে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, বিষয়কর্ম্মাদির স্বাধীনতা, বিচার-ক্ষমতা, পরিণয়-স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান অধিকার প্রদানে পরাঙ্মুখ। হিন্দু-জাতির প্রধান ধর্ম্ম-গ্রন্থ বেদ-শাস্ত্র-শ্রবণে স্ত্রীলোকের কিছু মাত্রও অধিকার নাই, এ কথা আমাদের দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারদের মধ্যেই এক জন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন *। কিন্তু, এটী একটী বড় কৌতুকেরই স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কেন না, যাঁহাদিগকে অতি সামান্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাঁহারা তদপেক্ষাও গুরুতর কার্য্যের অধিকারিণী ছিলেন। যে রমণীবৃন্দকে উক্ত প্রকার নিষেধ-বচন দ্বারা বেদ-শ্রবণে অনধিকারিণী সপ্রমাণ করা হইয়াছে, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহারাই আবার বিশ্বামিত্র ও তৎপুত্রগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, দেবদত্ত, গৃৎসমদ, ত্রসদস্যু, ঋষভ, মেধাতিথি, কণ্ব, পরাশর, অগস্ত্য, দীর্ঘতমাঃ, আঙ্গিরস, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, গর্গ, নারদ, বৈবস্বত মনু, উশনাঃ, জমদগ্নি, দেবল, প্রজাপতি, অম্বরীষ, হিরণ্যগর্ভ, অঘমর্ষণ, প্রভৃতি ভূরি ভূরি ঋষিগণের সহিত বেদের কোন কোন অংশ রচনা করিয়াছেন; এবং তাঁহাদের রচিত বেদাংশ সকল পাঠে কত মুনি ঋষি পরম পুরুষার্থ লাভ করিয়াছেন। এই উপাদেয় তত্ত্ব জানিতে পারিলে, বামাকুল-হিতৈষী কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন? আর যাঁহাদিগকে আমাদের দেশের প্রবল পুরুষেরা 'অবলা' বলিয়া থাকেন, সেই "অবলাদের" ইহাতে কত দূর আনন্দ উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। এই জন্যই বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় মহিলাকুলের বিদ্যাশিক্ষা, গ্রন্থ-প্রণয়ন, শ্লোক-রচনা, নানাবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা, উদ্বাহ, স্বাধীনতা, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি বিদ্যা-বিষয়ক, সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, বহু পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে আমরা যত দূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ক্রমান্বয়ে

* "স্ত্রী-শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।" স্ত্রীলোক, শূদ্র ও ভাট, অগ্রদানী প্রভৃতি পতিত ব্রাহ্মণের বেদ শ্রুতিগোচর হওয়া উচিত নয়।

প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। যে সকল শ্রদ্ধেয় রমণীর বিবরণ অদ্য লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে এবং ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে, তাঁহাদের জীবনী প্রকটিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু, এই উপলক্ষে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমাদের সঙ্কলিত বিবরণ প্রকৃত জীবনচরিত নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহে। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সুদুর্লভ, তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের নাম, যশ ও কীর্ত্তি এ দেশে প্রচার করা দূরে থাকুক, যুগ যুগে বিলোপ করিবারই চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং এত কাল পরে তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া কিরূপে সম্ভব? তবে এই মাত্র বলিতে পারি, সবিশেষ ও গূঢ় অনুসন্ধানে যতদূর যথার্থ বিবরণ অবগত হইতে পারা যায়, আমরা তাহার সংগ্রহে ত্রুটি করিব না। সহস্র অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, এই বিবরণ যে সহৃদয় ব্যক্তিগণের আদরণীয় হইবে, তাহা অবশ্য আশা করিতে পারি। আমাদের অনুসন্ধান-কার্য্যে যে যে পুস্তকের ও যে যে সদাশয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করিতেছি ও করিব, প্রস্তাব-সংগ্রহ শেষ হইলে, তাহা আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিব।

১। রোমশা।

বেদে যে রমণীরত্নের বৃত্তান্ত সর্ব্বপ্রথমে বিবৃত দেখা যায়, যিনি বেদশাস্ত্রের মন্ত্র (শ্লোক) রচনা করাতে, প্রবল পুরুষের নিকটে অবলাদলের প্রভুত্ব সুদৃঢ় ও প্রবলতর হইয়াছে, এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গৌরব বর্দ্ধিত ও মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে,—সেই রমণী শিরোমণি "রোমশা" নামে বেদ সংহিতা-মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রকৃত নাম কি ছিল, জানিবার উপায় নাই। তাঁহার গাত্রে বহু লোম জন্মিয়াছিল বলিয়াই, ঐ নামে তিনি পরিচিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, তিনি যে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ অনুবাকের ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম (১২৬) সূক্তের ৭ সপ্তম ঋক্ প্রণয়ন করেন, *

---

* ঋক, সূক্ত, অনুবাক ও মণ্ডল কাহাকে বলে, সহজ করিয়া না বলিলে, অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, এ স্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে মূল বেদ পদার্থটা কি, বলা আবশ্যক। যখন লেখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কত পূর্ব্বে যে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সাহেবেরা বেদের সময়-সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করুন না কেন, বেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমাদের দেশের কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিত সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবলম্বিত এই প্রবন্ধ শেষ করিয়া, বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগকে আমরা তাহা উপহার দিব। সে যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় বেদ শাস্ত্র ঋষিগণের ও তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরায় মুখে মুখে, অভ্যস্ত হইয়াছিল। এই জন্যই বেদ-বিদ্যার অন্য এক নাম শ্রুতি অর্থাৎ শ্রবণ-পরম্পরায় আগত শাস্ত্র। এখন যেমন আমরা ৪ চারি বেদ বলিয়া জানিতেছি, ঐরূপ সময়ে এবং তাহার বহু পরেও বেদ ঐরূপে বিভক্ত ছিল না। তখন পদ্য ও গদ্য এই দুই মাত্র ভাগ ছিল। তাহাও সুশৃঙ্খলা-ক্রমে বিন্যস্ত থাকিত না। পদ্য ও গদ্যকে তান-মান-লয় ও স্বর সংযোগে পাঠ করাতে, তাহার আর একটী ভাগ হয়। তাহার নাম

তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। কেননা, পাঠিকা মহাশয়ারা ঐ বেদ-মন্ত্রের মধ্যেই তাঁহার নামের উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। রোমশা বিবাহার্থ উৎসুক হইয়া, কোন মনোনীত পুরুষকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া, তাঁহাকেই স্বামী উদ্দেশে যে বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহাই বেদ-বাক্য হইয়াছে। রোমশার বিরচিত সেই মূল বেদ-বাক্যও তাহার ভাষ্য টীকাতে দিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ * নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

হে স্বামিন্! "আমাকে স্পর্শ (গ্রহণ) করুন। আমার দেহ অল্প-লোম-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিবেন না। আমি গন্ধার নামক প্রদেশের (অর্থাৎ কান্দাহারের) মেষের ন্যায় বহু-রোম-যুক্তা।" *

এই বাক্য দ্বারা যে কয়েকটী বিষয় জানা যাইতেছে, তাহা এই,—

প্রথমতঃ—বৈদিক কালে স্ত্রীগণ স্ব স্ব পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার অধিকারিণী ছিলেন; নচেৎ স্বয়ং কি কারণে ঐরূপ প্রার্থনা করিবেন? ঋগ্বেদ-সংহিতার স্থলান্তরেও এ বিষয়ের প্রমাণ আছে। † এই প্রথা হইতে স্মৃতি ও

গান। এইরূপ ভাবে বহুকাল গত হইলে পর, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সমস্ত শ্রুতি সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করেন। বেদকে ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ) করাতেই, তাঁহার বেদব্যাস (বেদ-বিভাগ-কর্ত্তা) আখ্যা হইয়াছে। তাবৎ পদ্যভাগকে ঋক্, গদ্যভাগকে যজুঃ, এবং পদ্য ও গদ্য ভাগকে সুরে গীত করিয়া সাম এই তিন সংহিতা হয়। অথর্ব্ব ঐ তিনের সমষ্টি এইরূপে বেদকে ৪ চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ঐরূপে বিভক্ত ঋগ্বেদের প্রত্যেক কবিতা বা শ্লোকের নাম ঋক্। এইরূপ কয়েকটী ঋক লইয়া এক একটী সুক্ত হয়। আবার ২, ৩, ৪ বা তদধিক সুক্ত লইয়া একটী অনুবাক হয়। কয়েকটী অনুবাক লইয়া এক একটী মণ্ডল হয়। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা এইরূপ ১০ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। মণ্ডলকে পরিচ্ছেদ, অনুবাক্‌কে অধ্যায়, সুক্তকে প্রকরণ এবং ঋক্‌কে শ্লোক বা কবিতা বলিয়া বুঝিলেও কোন ক্ষতি নাই।

* "উপোপ মে পরা মৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ
সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গান্ধারীণমিবাবিকা॥"

—[ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১৮ অনুবাক, ১২৬ সুক্ত, ৭ ঋক।]

"ভো পতে। 'মে' মাং 'উপোপ' * * * উপেত্য পরামৃশ, সম্যক্ স্পৃশ * *। পরামর্শাভাবশঙ্কাং নিবারয়তি—'মে' মদীয়ানি রোমাণি 'দভ্রাণি মা মন্যথাঃ' মা বুধ্যস্ব। অদভ্রত্বমেব বিশদয়তি—'অহং রোমশা' বহুরোমযুক্তা 'অস্মি'। 'গন্ধারীণাম্ অবিকা ইব' (অহং রোমশা) গন্ধারা দেশাঃ, তেষাং সম্বন্ধিনী অবিজাতিরিব। তদ্দেশস্থাঃ অবয়ো মেষা যথা রোমশাঃ, তথাহমস্মি।"

* বেদ-ব্যাখ্যাকার সায়নাচার্য্য মহোদয়ের ব্যাখ্যা অনুসারেই আমরা পূর্ব্বোপর অনুবাদ করিব। কিন্তু আচার্য্য মহাশয়, কোন কোন স্থলে এক পদের ও এক একটী ঋকের দুইটী করিয়া অর্থ করিয়াছেন। আচার্য্যের সন্দেহ হওয়াতেই, ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই। বলা বাহুল্য যে, একটী বিষয়ের দুই অর্থ হওয়া টীকাকার কর্ত্তৃক সম্ভাবিত বটে, কিন্তু গ্রন্থকার এক অর্থেই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। আচার্য্যের যে ব্যাখ্যা সবিশেষ সঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি

† "কিয়তি যোষা মর্য্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্য্যেণ। ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎ সুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ।"—[ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ মণ্ডল, ২৭ সুক্ত, ১২ ঋক্।] কত নারী মিত্র-

পুরাণের সময়ে স্বয়ংবরা ও পতিংবরা প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং স্বয়ংবরা ও পতিংবরা-প্রথা বেদেরই অনুমোদিত, তাহার আর সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ—বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, নচরাচর তাঁহাদের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইত না, ইহাও উক্ত বাক্য দ্বারাই সূচিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ—মনুসংহিতায় যে অধিক লোম-যুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিতে নাই † বলিয়া নিষেধ-বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা বেদ-সম্মত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তদ্বিরুদ্ধ এবং অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

২। লোপামুদ্রা।

অতঃপর আমরা লোপামুদ্রার নিকটে উপস্থিত হইতেছি। তিনি অগস্ত্য মুনির পত্নী। কাশীখণ্ড পুরাণে তাঁহারই পাতিব্রত্যের বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে। আমরা তাঁহার বৈদিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার পুরাণোক্ত আখ্যায়িকা উল্লেখ করিতেছি। তিনি প্রথমাবস্থা হইতেই বহু বৎসর তপস্যায় স্বীয় দেহ ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ছায়ার ন্যায় স্বীয় ভর্ত্তার অনুগতা ছিলেন। স্বামী ভোজন করিলে, তিনি ভোজন করিতেন; স্বামী নিদ্রিত হইলে পর, তবে নিদ্রা যাইতেন; অথচ পতির গাত্রোত্থান করিবার পূর্ব্বেই, গাত্রোত্থান করিতেন। পতিই তাঁহার একমাত্র জ্ঞান ও ধ্যানের বিষয় ছিলেন। স্বামী কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলে, তিনি কোন কালেই পতির প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন না। গৃহ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও, স্বামীর আদেশ পাইবা মাত্র তৎক্ষণেই তাঁহার সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে কদাচ কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হন নাই। স্বামীর আহারান্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটী অতি প্রশংসনীয় গুণ ছিল। তিনি এই একটী অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, দেবতা, অতিথি, গো, গৃহাগত দরিদ্র ব্যক্তি ও পরিবারস্থ অন্য সকলের ভোজন সম্পন্ন না হইলে, কোন কালেই ভোজন করিবেন না। সুখের বিষয় যে, আজীবন এই মহৎ ব্রত পরিপালনে লোপামুদ্রাকে কেহ কখন বিমুখ দেখেন নাই। তিনি উৎসবাদি-উপলক্ষে সমারোহ-কার্য্য-ক্ষেত্রে গতিবিধি করিতেন বটে, কিন্তু অগস্ত্যের বিনা অনুজ্ঞায় তাহা

প্রণয়াভিলাষী ঐশ্বর্য্যকোশলী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হন। যে স্ত্রী সুন্দরী, তিনিই ভাগ্যবতী। তিনি জনগণের মধ্য হইতে স্বয়ং প্রীতিপাত্রকে মনোনীত করেন।

† 'নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাং।'—মনুসংহিতা।

এই মত ফলিত জ্যোতিষেও (Astrology) পরিগৃহীত হইয়াছে।

কোন মতেই সম্পাদিত হইত না। তিনি ঋগ্বেদ-সংহিতার ১ম মণ্ডলের একোনাশীত্যধিক শততম (১৭৯) সূক্তের ১ম ও ২য় দ্বিতীয় মন্ত্র*রচনা করিয়াছেন। তাহার অনুবাদ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

লোপামুদ্রা স্বীয় স্বামী অগস্ত্যকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"যে উষা-কালে দেহ শীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ উষাকাল, দিবা ও রাত্রি—বহুবৎসর কাল ব্যাপিয়া—আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগত আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে বৃদ্ধাবস্থায় আমার শরীরের শোভাও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে; তথাপি আপনি কৃপা-পরবশ হইয়া, আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না। সাংসারিক নিয়মানুসারে শ্রী-ধন-সুখ-ধর্ম্মাদির প্রবর্দ্ধক পতি নিজ পত্নীর অনুগামী হইয়া থাকেন।" ১।

"পূর্ব্বকালে যে সকল পুরাতন মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারা দেবগণের সহিত সত্য কথা বলিতেন; যাঁহারা দেব-বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাঁহারাও ঊর্দ্ধরেতাঃ ছিলেন না। তাঁহারাও ব্রহ্মচর্য্যাদির শেষ অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন নাই। তপঃশালিনী মহিষীরা ধর্ম্ম-ধনাদির প্রবর্দ্ধক পতির সহিত চিরকালই সম্মিলিত থাকেন।" ২।

অতঃপর অগস্ত্য, নিজ-বনিতা লোপামুদ্রাকে কহিতে লাগিলেন,††—

*"পূর্ব্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা
বস্তোরুষসো জরয়ন্তীঃ।
মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনূনাং অপ্যূ নু
পত্নীর্বৃষণো জগম্যুঃ ॥১ঋক্॥"

"হে অগস্ত্য! 'অহং' লোপামুদ্রা 'পূর্ব্বীঃ শরদঃ' পুরাতনান্ অসংখ্যাতান্ সংবৎসরান্, 'দোষা' রাত্রীঃ 'বস্তোঃ' অহানি, তথা দেহং 'জরয়ন্তীঃ উষসঃ' উষঃকালাংশ্চ * * অদ্যতনকালপর্য্যন্তং বহুসংবৎসরং কাং সেবাং শুশ্রূষয়া 'শশ্রমাণা' শ্রান্তা অভূবং। ইদানীং তু 'জরিমা' জরা 'তনূনাং' অঙ্গানাং 'শ্রিয়ং' সৌন্দর্য্যং 'মিনাতি' হিনস্তি। এবমপি নাদ্যুগৃহ্লাসীত্যর্থঃ। 'অপ্যূ নু' (অপি সংভাবনায়াং, উ অবধারণে, নু বিতর্কে) ইদানীমপি কিং সংভাবনীয়ং। লোকে হি 'পত্নীঃ' স্ত্রিয়ঃ 'বৃষণঃ' 'জগম্যুঃ' গচ্ছেয়ুঃ।"

"যে চিদ্ধি পূর্ব্ব ঋতসাপ আসন্
সাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি।
তে চিদবাসুর্নহ্যন্তমাপুঃ সমূ নু
পত্নীর্বৃষভি র্জগম্যুঃ ॥২ঋক্॥"

—[ঋগ্বেদসংহিতা, ১ মণ্ডল, ২৩ অনুবাক, ১৭৯ সূক্ত, ১,২ ঋক।]

"হে পতে! অগস্ত্য! 'যে চিদ্ধি' যেঽপি তু 'পূর্ব্বে' পুরাতনা, 'ঋতসাপঃ' সত্যস্পর্শয়িতারঃ ব্যাপ্নুবানা মহর্ষয়ঃ 'আসন্,' 'তে দেবেভিঃ' দেবৈঃ 'সাকং' সহ 'ঋতানি' সত্যবাক্যানি, 'অবদন্' বদন্তি। যে মহত্তপো যজ্ঞং বা নাম্বতিষ্ঠন্তি, যে চ দেববাক্যানি দেবস্তুতিরূপাণি বদন্তি, 'তে চিৎ' তে অপি, 'চিদবাসুঃ' অবক্ষিপন্তি রেতঃ * *। 'তে নহ্যন্তমাপুঃ' ন হি ব্রহ্মচর্য্যাদেঃ অন্তং প্রাপ্নুবন্। * * তথা 'পত্নীঃ' পত্ন্যশ্চ তপস্যমানা 'বৃষভিঃ' ভোগবর্ষকৈঃ পতিভিঃ সহ 'সমূ নু জগম্যুঃ' সংগচ্ছেরন্।

††"ন মৃষা শ্রান্তং যদবন্তি দেবা বিশ্ব
ইৎস্পৃধো অভ্যশ্নবাব।
জয়াবেদত্র শতনীথমাজিং যৎ
সম্যঞ্চা মিথুনাবভ্যজাব ॥ঐ.৩ ঋক্॥

"হে পতি! ত্বয়া ময়া 'ন মৃষা শ্রান্তং' ব্যর্থং নৈব পিশ্রমাবাভ্যাং। 'যৎ' যস্মাৎ, 'দেবা অবন্তি' রক্ষন্তি তপোভিঃ প্রীতা দেবাঃ। 'বিশ্বা' সর্ব্বাঃ 'স্পৃধো অভ্যশ্নবাব', অভিতো ব্যাপ্নুয়াব। অত্রাস্মিন্ সংসারে 'শতনীথং' অপরিমিত-ভোগসাধনম্

"দেখ, তুমি এবং আমি—আমরা উভয়ে তপঃ-শ্রম দ্বারা শ্রান্ত হইয়াছি, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কারণ, দেবগণ আমাদের তপস্যায় প্রীত হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা তপঃ-প্রভাবে সমস্ত বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। অপরিমিত-ভোগ-প্রাপ্তি সাধনকে এই জগতে আমরা উভয়ে জয়লাভ করিলাম। যেহেতু, সম্যকরূপে সম্মিলিত তুমি ও আমি সংগ্রামে জয় করিয়াছি।" (ক্রমশঃ)

বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা

শিক্ষা-বিভাগের ১৮৮৩-৮৪ সালের কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে. ইহাতে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষারও উন্নতির পরিচয় লাভ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। পূর্ব্ব বৎসরে বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৯৮ ছিল, এ বৎসর তাহা বাড়িয়া ১৭৮৫ হইয়াছে এবং পূর্ব্ববৎসর ছাত্রীসংখ্যা ৫৮৬২২ ছিল এবৎসর তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ৬৫৮১৩ হইয়াছে। বৎসর বৎসর শিক্ষাবিভাগীয় রিপোর্টে এইরূপ বিদ্যালয় ও ছাত্রী-সংখ্যার উন্নতির বিষয় পাঠ করিয়া স্ত্রীশিক্ষাহিতৈষী মাত্রেরই হৃদয়ে আশা ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে এই উন্নতি উচ্চ শিক্ষার অঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। ৬৫,৮১৩ জন ছাত্রীর মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নহে, তাহারা পাঠশালায় বালকদিগের সহিত পাঠ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের শিক্ষার গুণ ও পরিমাণ যে সামান্য তাহা বলা বাহুল্য।

গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চশ্রেণীর যে ২ টী বালিকা-বিদ্যালয় আছে, এ পর্য্যন্ত আর তাহার সংখ্যাবৃদ্ধি হইল না। তাহাদের ছাত্রী সংখ্যারও বিশেষ উন্নতি নাই। বেথুন বিদ্যালয়ে ১১৫ স্থলে ১১৭ টী ছাত্রী হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৫ টী মাত্র কলেজ শ্রেণীভুক্ত। ঢাকার ইডেন বালিকাবিদ্যালয়ে পূর্ব্ব বৎসর ১৯১ টী ছাত্রী ছিল, এ বৎসর তাহা কমিয়া ১৫৭ অঙ্কে নামিয়াছে। এই অধোগতির কারণ কি, উল্লিখিত হয় নাই। স্ত্রীলোকদিগের উপাধিপরীক্ষা চন্দ্রমুখী ও কাদম্বিনীতেই স্থগিত হইয়াছে। উচ্চ পরীক্ষার মধ্যে বেথুন স্কুল হইতে দুইটী ছাত্রী এফ এ পরীক্ষার

'আজিং' প্রাপ্তিং পরস্পরং জয়াব, যদ্বলক্ষণং সূচিত-সংগ্রামং বা জয়াব'। 'যৎ' যস্মাৎ, 'সম্যঞ্চা' সম্যক্ পরস্পরং সংসৃষ্টৌ প্রজয়ন্তৌ "মিথুনা" সন্তৌ 'অভ্যজয়াব'।"

উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইডেন বিদ্যালয়ে প্রাইমারী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার উত্তীর্ণা ছাত্রীগণকে বড় উত্থিত হইতে দেখা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার জন্য কয়েকটী ছাত্রী প্রস্তুত হইতেছেন, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই ইহাদিগের বিদ্যালয় ছাড়িবার সম্ভাবনা।

মিউনিসিপালিটী কয়েক স্থানের বিদ্যালয়ের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে সাহায্য-দান করিতেছেন। ইহা একটী আশার কথা বটে। চেষ্টা করিলে ইহাঁরা গবর্ণমেণ্টের স্থানীয় হইয়া উচ্চশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাল সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩১১ হইতে ১৭০৩ হইয়াছে, এ সংবাদ অবশ্য আনন্দকর। কিন্তু প্রাইবেট বা স্বাধীন বালিকাবিদ্যালয় ৮৫ হইতে ৭৬ সংখ্যায় নামিয়াছে, ইহা বড় দুঃখের কথা। দেশীয় লোকে যেমন দিন দিন শিক্ষিত ও বিদ্যানুরাগী হইতেছেন, সেইরূপ তাঁহারা আপনারা কোথায় স্ত্রীশিক্ষার সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করিয়া বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবেন, না ফলে তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইতেছে। ডিরেক্টর সাহেব বলিয়াছেন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন পক্ষে খৃষ্টীয় মিসন সকলেরই যে কিছু চেষ্টা দেখা যায়, দেশীয় সাধারণের মধ্যে এজন্য অতি অল্প উৎসাহ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহা সত্য হইলে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের লজ্জা রাখিবার স্থান নাই। খৃষ্টীয় মিসনরীদিগের হস্তে দেশের স্ত্রীশিক্ষার ভার দিয়া কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব? এ বিষয়ে তাঁহারা যে পরিশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হইব। কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত অভাব পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর নহে। কারণ অনেক স্থলে তাঁহাদিগের যে শিক্ষা-প্রণালী দেখা যায়, তাহা অসম্পূর্ণ ও দোষাবহ। আর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মাশ্রিত করাই তাহাদিগের অধিকতর লক্ষ্য, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইবার নহে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে অধিক চেষ্টাপর হইবেন, এ আশা করা বিফল। এডুকেশন কমিশন এ সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন,—বালিকা বিদ্যালয়ে অধিক পরিমাণে সাহায্য করা, বালিকাদিগের পাঠনা ও পরীক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা, বালিকাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ছাত্রীবৃত্তি বৃদ্ধি করা ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল গুলিই ব্যয়সাধ্য। শিক্ষার জন্যে ব্যয়ের কথা হইলে গবর্ণমেণ্টের হস্ত অমনি সঙ্কুচিত হইয়া যায়। স্ত্রীশিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় স্বীকার করা তাঁহাদিগের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না।

এই কারণে আমরা দেখিতে পাই ইনস্পেক্টর, ডিরেক্টর, লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর সকলেই বালিকা দিগের পাঠশালায় যে শিক্ষা হইতেছে, তাহাই বড় উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। ফল কথা বোধ হয়, তাহাতে ব্যয় নাই, অথচ রিপোর্টে ছাত্রী সংখ্যার শ্রীবৃদ্ধি প্রদর্শিত হইতে পারে। স্বতন্ত্র বালিকা বিদ্যালয় ও পাঠ্য পুস্তকাদির ব্যবস্থা করিলে বালকদিগের সহিত বালিকাদিগের প্রতিযোগিতা হইবে না, সুতরাং শিক্ষার উৎসাহ থাকিবে না, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের এই প্রধান আশঙ্কা। কিন্তু বেথুন বিদ্যালয়ের বালিকারা স্বতন্ত্র পাঠ করে বলিয়া কি উন্নতি প্রদর্শনে অক্ষম হইয়াছে? পাঠশালে শিক্ষার কতটা উন্নতি হইবে, মিশ্র শ্রেণী নিয়াপত্তিতে কত বয়স পর্য্যন্তই বা চলিতে পারিবে? দেশীয় কৃতবিদ্যগণ গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে না ভুলিয়া উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার উপায় সর্ব্বতো ভাবে চিন্তা করুন, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

ইনস্পেকট্রেস্ বিবী মনোমোহিনী হুইলার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কয়েক বৎসর যেরূপ রিপোর্ট দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার স্পষ্টভাষিতার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। জেনানা মিসন স্কুল সকলে নাম মাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহার মতে তথায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দান কমান কর্ত্তব্য। মিসন বালিকা বিদ্যালয় সকলে পারিতোষিকের দিন সকল বালিকা আসিয়া থাকে, পড়ার দিনে তাহাদিগের খোঁজ নাই। পারিতোষিকও অবিচারে সকলকে দেওয়া হয়। বালিকাবিদ্যালয় সকলে উচ্চ শিক্ষা দূরে থাকুক, সামান্যরূপ অক্ষর পরিচয়ের অপেক্ষা বড় অধিক শিক্ষা হয় না। গত বর্ষে কলিকাতা, হুগলী ও ২৪ পরগণার অন্তঃপুর ও বিদ্যালয়ে ৩০২৪ জন ছাত্রী ছিল, তন্মধ্যে ১১৯২ অবগণ্ড শিশু, তাহারা পরীক্ষা দিতেই জানে না। অবশিষ্ট ১৮৩২ জন পরীক্ষা দেন, তাহাদের শতকরা ৯ জন মাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহাদের শিক্ষার সীমা বোধোদয়ের বড় উপরে নহে। ইহাদের প্রথম শিক্ষা ভাল হয় না বলিয়া উত্তরকালের শিক্ষাও নাম মাত্র হইয়া থাকে।

শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা যখন বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ব্যয় স্বীকারে কাতর এবং 'গাছের কলা ও ঘাটের জলে' ষষ্ঠী মাকাল পূজার ন্যায় স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য সম্পন্ন করিতে চান, তখন ইহার জন্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের আর কত অনুরাগ ও উৎসাহ হইবে? ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেবকে তাঁহার অধীনস্থ এক সব-ইনস্পেক্টর লিখিয়াছেন "মহাশয়, সত্য সত্য বলিতেছি, আমি বালিকাবিদ্যালয় সকলের বিরোধী; স্ত্রীলোকের মন অত্যন্ত গর্ব্বিত, এবং একটু লেখাপড়া শিখিলেও

তাহারা আমাদের জন্য যে কাজ করে, তাহা করিতে অক্ষম হইবে।" ছোটলাট সাহেব শিক্ষাবিভাগের একজন তত্ত্বাবধায়কের এইরূপ মন্তব্য পড়িয়া অবশ্য হাসিয়াছেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ সংস্কারাপন্ন লোক অধিক আছেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কেইবা বিশ্বাস করিতে পারে? লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের কয়েকটী সারগর্ভ কথা আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলাম। "স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে (ঘর সংসারের) কাজের বাহির হইয়া যায়, এ অভিযোগ নূতন নহে। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানেই এই অভিযোগ। কিন্তু সর্ব্বত্র সমীচীন অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অবিদ্যামন্ত্রে দীক্ষিত নারীগণ অপেক্ষা শিক্ষিত স্ত্রীলোকেরাই সংসারের দায়িত্ব গভীরতর রূপে অনুভব করেন এবং বালক বালিকা ও পরিজনগণের উপর শুভকর শাসন বিস্তার করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি ও চরিত্র মার্জ্জিত হইয়া ইউরোপে যে ফল ফলিয়াছে, বঙ্গদেশে তাহা হইবে না কেন?" লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আর একটী কথা বলিয়াছেন যে হয়ত কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যৎ সময়ে কোন কোন বঙ্গনারী বিদ্যাজনিত সুখে প্রলুব্ধ হইয়া সংসারের কার্য্যে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বামীদিগের কষ্টের কারণ হইতে পারেন, কিন্তু তখন ইউরোপীয় স্বামীদিগের ন্যায় তাহাদের অবস্থা হইবে। স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা ইউরোপীয় জাতীয় জীবনে যেরূপ তেজস্বিতা ও বৈচিত্র দেখা যায়, বঙ্গীয় জাতীয় জীবনেও তাহা লক্ষিত হইবে।

আমরা মনে করিতে পারি না যে শিক্ষিতদিগের মধ্যে বাস্তবিক স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী লোক আছেন। অবশ্য স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে অনেক মতভেদ হইতে পারে এবং এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবার অনেক বিষয় আছে, কিন্তু শিক্ষার জন্য কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা যদি জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় কামনা করি, তাহা হইলে আমাদিগের সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ নারীজাতিকে অজ্ঞানান্ধকারে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবজ্ঞার সামগ্রী করিয়া রাখিলে কখনই আমাদিগের আশা পূর্ণ হইবে না। নারীদিগকে শিক্ষিত, চিন্তাশীল, কার্য্যক্ষম ও সকল বিষয়ে সঙ্গের সঙ্গিনী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবে সমাজ পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার কর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হইবে।

অদ্ভুত বিবরণ।

বানরের হস্তে সর্পের মৃত্যু।

মেডিকাল টাইমস পত্রে একটী বানর ও গোখুরা সাপের যুদ্ধের আশ্চর্য্য বিবরণ বর্ণিত আছে। পাটনা নগরের নিকট এক বৃহৎ বট বৃক্ষে এক বানরের বাসা ছিল। সে এক দিন ঐ বৃক্ষ আরোহণ করিতে যাইতেছে, এমত সময়ে দেখিল শিকড়ের নিকট বৃহদাকার সর্প। সে যত বার বৃক্ষ আরোহণ করিতে যায়, দেখিল সর্প ততবার ফণা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে আইসে। বানর যত বার পশ্চাৎ দিকে সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল, সর্প ততবার সরিয়া সরিয়া গাছ ঘেঁসিয়া আসিতে লাগিল, সুতরাং বানর আর বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিল না। বানর ইহা দেখিয়া দ্রুত গতিতে ঘুরিতে লাগিল, একবার গাছের এ পাশ একবার ও পাশ করিয়া যেন নাচিয়া ২ বেড়াইতে লাগিল এবং এক একবার যেন ছোঁ মারিয়া ধরিবার জন্য সর্পের দিকে আসিতে লাগিল। দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ যোঝাযুঝি। অবশেষে বোধ হইল সর্প ক্লান্ত হইয়াছে, সে ভূমির উপর সটান শয়ন করিল। বানর এক্ষণে অবসর মতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, আর সতর্কভাবে সর্পের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া যখন এমন স্থানে আসিল যে একলাফে সর্পকে ধরিতে পারে, তখন সর্পের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং সে ফণা তুলিবার পূর্ব্বেই দুই হাতে তাহার গলা কসিয়া ধরিল। সর্প তৎক্ষণাৎ লাঙ্গুল বেষ্টনে তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিল। বানর কিছু মাত্র ভীত না হইয়া সাপের ঘাড় দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রহিল এবং নিকটে ভাঙ্গা ইটের চাই ছিল, তাহাতে সাপের মস্তকটী রগড়াইতে লাগিল। সে এরূপ সুস্থিরভাবে ও অধ্যবসায় সহকারে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল, যে সর্পের মস্তকের আর চিহ্নমাত্র রহিল না, তাহা দলিত মাংস খণ্ডে পরিণত হইল। তখন কপিবর আস্তে আস্তে শরীর হইতে লাঙ্গুল বন্ধন খুলিয়া বৃক্ষ আরোহণ করিল ও এক লম্ফে বাসায় গিয়া উপনীত হইল। এই ঘটনায় বানরের আশ্চর্য্য বুদ্ধিশক্তির প্রমাণ কেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়! সর্পের কোথায় বিষদন্ত আছে, তাহার আঘাতের ফল কি, ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়া বানর সর্পের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া মাথাটী নষ্ট করিল। বানরের ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বেরও প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। আর একটী কথা শুনা যায় যে সর্পের চক্ষে একপ্রকার তাড়িত আছে, সর্প তাহার শিকারের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া

তাহাকে তাড়িয়া ও অবসন্ন করিয়া ফেলে, বানরের উপর সে ভেল্‌কী খাটিল না। বোধ হয় পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জীবেরাই তাড়িতাকৃষ্ট হইয়া থাকে, বৃহৎ জীবেরা সেরূপ হয় না। সর্পের উপর বানরদিগের যে অত্যন্ত রাগ ও দ্বেষ, তাহারও পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যায়।

কোন পরিব্রাজক বর্ণনা করিয়াছেন, নর্ম্মদা নদীতীরে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, তাহাতে অনেক বানরের বাস। ইহার নিকটে অনেক সর্প বিচরণ করিয়া থাকে। বানরেরা এইরূপ প্রতিবাসী যে পছন্দ করে না, বলা বাহুল্য। উহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ উপায় অনুসন্ধান করিয়া থাকে। সর্প যখন নিদ্রা যায়, বানর তখন আস্তে আস্তে তাহার নিকটস্থ হইয়া ঘাড়টী দৃঢ় করিয়া ধরে এবং অনতিদূরস্থ শিলাখণ্ডে ক্রমাগত ঘর্ষণ করিয়া মস্তকটী নষ্ট করিয়া ফেলে। বানর যখন এই কার্য্য করে, তখন তাহার মুখের গাম্ভীর্য্য ও দন্তপাটি বিকাশ দেখিয়া বোধ হয় যেন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গুরুতর রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সর্পের মস্তক চূর্ণ হইলে বানর-শিশুদিগের নিকটে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়; তাহারা কিচিমিচি ধ্বনি সহকারে তাহাকে লইয়া পরস্পর লোফালোফি করে এবং এই রূপে খেলিয়া বেড়ায়।

দেশ ভ্রমণ।

বোম্বাই এলিফেণ্টা দ্বীপ।

বেলা অনুমান ৯ম ঘটিকার সময় বাসায় ফিরিলাম। আজ হস্তিদ্বীপে (Elephanta Isle) যাইতে হইবে, তাই তিনটী বাঙ্গালী আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া এপোলো বন্দরে পঁহুছিলাম। সাড়ে তিন টাকায় একখানা নৌকা ভাড়া করা হইল এবং খাদ্যাদি লইয়া বেলা অনুমান সাড়ে ১০ ঘটিকার সময় সকলে নৌকায় উঠিলাম। সমুদ্রে বাতাস ছিল না সুতরাং মাঝীরা পালের সাহায্য পাইল না, ধীরে ধীরে নৌকা চলিতে লাগিল—বেলা প্রায় সাড়ে ৪ ঘটিকার সময় হস্তিদ্বীপে পঁহুছিলাম। জোয়ার ভাটায় সমুদ্রের জলের হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সকল সময়ে নৌকা যথাস্থানে পঁহুছিতে পারে না; এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বোম্বাই অঞ্চলের কোন সম্ভ্রান্ত ধনী বড় বড় প্রস্তর ফেলিয়া সমুদ্র হইতে দ্বীপ পর্য্যন্ত একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন।

আমরা পঁহুছিবামাত্র কতকগুলি লোক পাহাড়ে উঠাইবার জন্য এক

প্রকার বাহন লইয়া আমাদিগের সমীপস্থ হইল। কিন্তু তাহাতে না উঠিয়া আমরা পদব্রজে উঠিতে লাগিলাম। উঠিবার জন্য পাথরের সিঁড়ি রহিয়াছে, সুতরাং গুহা পর্যান্ত উঠিতে বিশেষ কোন কষ্ট পাইতে হয় না। উপরে উঠিয়া এক খানা ছোট ঘর দেখিতে পাইলাম। আমরা পহুঁছিবা মাত্র এক জন বৃদ্ধ সাহেব বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে চারি আনা মূল্যের এক এক খানা টিকেট দিলেন এবং এক খানা পুস্তক সঙ্গে লইয়া আমাদিগকে গুহা দেখাইতে লইয়া গেলেন। সাহেবের নিকট যে পুস্তক ছিল, তাহাতে ফটোগ্রাফ সহ গুহার ইতিহাস অনেকটা বিবৃত ছিল। কোন সাহেব এই গুহা দেখিয়া বিলাতে যাইয়া ঐ পুস্তক লেখেন। গুহার সমস্ত ইতিহাস জানিতে পারিলাম না, আর যত দূর জানা গিয়াছে সমস্ত লিখিতে গেলেও প্রবন্ধ অত্যন্ত বড় হইয়া পড়ে, সুতরাং এ স্থলে কেবল সংক্ষেপে গুহার আকৃতি সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইবে।

গুহার প্রবেশদ্বারটী বেশ বড়। প্রস্তরময় পাহাড়ের এক পার্শ্ব হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা ক্রমে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিলেই প্রথমতঃ খুব একটি বড় ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তর খুদিয়া ইহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঘরটি উচ্চে অনুমান দশ হাত হইবে। দীর্ঘে প্রস্থে বেশ বড়। প্রায় আমাদিগের কলিকাতার সেনেট ঘরের মত। ইহার চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তর দেয়ালে খোদিত রহিয়াছে। প্রবেশ করিলেই সম্মুখে খুব বড় প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট একটি প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। দুর্গা প্রতিমার যেমন দক্ষিণে ও বামে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শোভা পায়, ইহারও দুই পার্শ্বে সেইরূপ কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। আমি ঐ প্রতিমার দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য উহার কটিদেশে পা দিয়া দাঁড়াইলাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার চিবুক স্পর্শ করিতে পারিলাম না। কটিদেশ হইতে চিবুক পর্য্যন্ত যাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫ বা ৫॥ হাত হইবে, তাহার সমস্ত শরীর কত বড় হইতে পারে তাহা পাঠিকাগণ অনুমান করিয়া লইবেন। যে ঘরের কথা উল্লেখ করা হইল, এইটি গুহার "হল ঘর"। ইহারই মধ্যে খুব বড় বড় প্রস্তরস্তম্ভ রহিয়াছে। এ ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বে আর দুই খানা ঘর আছে, তাহাতে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। এই ঘর দুটির সম্মুখেই একটি ছোট প্রাঙ্গণ, ইহার উপরে আকাশ, তিন দিকে পাহাড় ও এক দিকে হল ঘর। হল ঘরের বাম পার্শ্বেও এইরূপ ঘর ও প্রাঙ্গণ আছে। এই প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বস্থ একটি গৃহ সুন্দর ও অতি স্বচ্ছ জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। পাহাড়ের ফাটা স্থান দিয়া এই

জল তথায় সঞ্চিত হয়। এ সকল গৃহে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে তাহাদের প্রায় সকলগুলি অঙ্গহীন—কাহার হাত নাই, কাহার পা নাই, কাহারও মস্তক নাই। পাঠিকাগণ জ্ঞাত আছেন দিল্লির বাদশাহ আরঙ্গজীবের সময় মুসলমানদের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, এই সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুর উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ পাইলে আর কিছুতেই ছাড়িত না। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এই সময়ে আবার পর্ত্তুগিজগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে থাকে। ইহারাও মুসলমানদের ন্যায় হিন্দু-দেবতার বিদ্বেষী ছিল। অনেকে অনুমান করেন এই দ্বীপ-গহ্বরের প্রতিমূর্ত্তির অঙ্গ-বৈকল্য ইহাদেরই কোন না কোন শ্রেণীর দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এ গহ্বরে একটি হস্তীর অতি সুন্দর ও বড় প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সেই হস্তী (Elephant) হইতেই ইহার নাম হস্তি-দ্বীপ (Elephanta Isle), এখন এই হস্তী দ্বীপ হইতে বোম্বাই চিত্রশালিকায় নীত হইয়াছে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় উঠিলাম। সে সময়ে বায়ু বিলক্ষণ তেজে বহিতেছিল। সুতরাং মাঝারী গোচের একখানা পাল তুলিয়া দিলেই বিলক্ষণ বেগে নৌকা সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বায়ু আমাদিগের ঠিক্ অনুকূল ছিল না সুতরাং নৌকা প্রথমতঃ বহিঃসমুদ্রের দিকে চালিত হইল। কতক দূর যাইয়া দেখিলাম তিন চারি স্থানে আলোগৃহের (Light-house) আলো হঠাৎ চমকিয়া দৃষ্টি বহির্ভূত হইতেছে। প্রতি আলোগৃহের আলোকই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে সবেগে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে। যখন যে দিকে যায়, তখন মাত্র ক্ষণকালের জন্য সে দিকের লোক উহা দেখিতে পায়। ঐ আলোক প্রতি মিনিটে তিন চারি বার স্তম্ভকে বেষ্টন করিয়া আইসে, সুতরাং প্রতি মিনিটে উহার আলোক তিন চারি বার দপ্ দপ্ করিয়া জলিতে দেখা যায়। পাঠিকাগণের অনেকেই বাতী ঘর বা আলো ঘরের কথা পড়িয়াছেন সুতরাং এস্থলে আমরা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা উল্লেখ করিলাম না। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী আলোগৃহগুলি আকারে ছোট। ইহাদের কাহার চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণ আলো ঘুরিতেছে, কাহার চতুর্দ্দিকে লাল আলো ঘুরিতেছে, আবার কোনটির চতুর্দ্দিকে সাদা আলোক, দেখিতে বড় সুন্দর। সমুদ্রের যে যে অংশে জল খুব অল্প, সেই সেই স্থানেই এইরূপ আলোগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। আলো গৃহের আলো দেখিয়াই জাহাজ অথবা ষ্টিমারের লোকেরা সতর্ক হইয়া থাকে, কারণ অল্প জলে জাহাজের বিপদের সম্ভাবনা।

বায়ু বিলক্ষণ বেগে বহিতেছিল, সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে

বোম্বাই ও এলিফান্টা হইতে অনেক দূরে নীত হইলাম। তখন একটু রাত্রি হইয়াছে, আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে, বায়ুতাড়নে সমুদ্র বক্ষে বড় বড় ঢেউ খেলিতে লাগিল. তাহারই উপর নৌকা হেলিয়া দুলিয়া খেলিতে খেলিতে চলিতে লাগিল। চারি দিকে জল, স্থল কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল সুদূরে আলোস্তম্ভের আলো এবং বোম্বাই নগরের সমুদ্র পার্শ্বস্থ অস্পষ্ট দীপমালা। ভীষণ, গম্ভীর অথচ সুন্দর সেই দৃশ্যটি দেখিয়া মন মোহিত হইল, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ এক দৃষ্টে সবেগে সন্তাড়িত সেই ঊর্ম্মিমালার উপর চাহিয়া রহিলাম— ভয়ে বিস্ময়ে আনন্দে মন মগ্ন হইয়া গেল।

নূতন সংবাদ।

১। ইব্রাহিম নামে বোম্বাইয়ের এক সদাগর কচ্ছে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। চিকিৎসালয়ে ৩৫০০০ এবং বালিকা বিদ্যালয়ে ১০০০০ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন। কচ্ছ-বাসীরা এই দুই কার্য্যের জন্য ভূমি প্রদান করিবে।

২। গত ১৯এ বৈশাখ সিটি কলেজ গৃহে মধ্যবাঙ্গালা সম্মিলনীর ৩য় বার্ষিক অধিবেশন ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে বিবী ময়ে, বিবী গ্রাণ্ট ও সাহেব ও বিবী মাক্‌ডোনালড প্রভৃতি কয়েকটী ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীও উপস্থিত ছিলেন। এ বৎসর ৪৭৮ জন স্ত্রীলোক এই সভার অধীনে পরীক্ষার্থিনী হইয়াছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃতে কয়েকটী মহিলা বিশেষ পরীক্ষা দান করেন।

৩। কনষ্টাণ্টিনোপলে বড়ই আশ্চর্য্য কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক তুরস্করমণী তত্রত্য রাজস্ব-মন্ত্রীর কার্য্যালয়ে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করেন এবং তাঁহার নিকট তাঁহাদিগের স্বামীদিগের প্রাপ্য বেতন পাইবার দাওয়া করেন। তাঁহারা এত উৎপাত ও গোলযোগ করেন, যে পুলিস সৈন্য তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু হারিয়া যায়। মন্ত্রিবর বেগতিক দেখিয়া এক গুপ্ত দ্বার দিয়া পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। তুরস্কে আজিও বীররমণী আছে!

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৷৹ আনা। ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় কতকগুলি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তক খানি প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ন্যায় যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প আছে। গ্রন্থখানি নাস্তিক ও সংশয়বাদীদিগের আপত্তি খণ্ডনের পক্ষে যেরূপ সুশাণিত অস্ত্র, ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস বর্দ্ধনের পক্ষেও সেইরূপ উৎকৃষ্ট সহায় হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু যে চিন্তাশীল, সুবক্তা ও সুলেখক, তাঁহার এই গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

২। উপক্রমণিকা—শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ।৵৹ আনা। ভারতসমুদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহিমা প্রদর্শন এই উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান কালের সভ্যজগতের আরাধ্য খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে অনেকাংশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট ঋণী, লেখক তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার পুরাতত্ত্বানুসন্ধান বিশেষ প্রশংসনীয়। গ্রন্থকার সাধারণের নিকট বিশেষ উৎসাহ পাইবার যোগ্য, তাহা পাইলে তিনি যে মহৎ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন।

৩। দ্বাদশনারী—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। ইহাতে দ্বাদশটী আর্য্য মহিলার জীবনবৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে। যে কয়েকটী রমণীর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে, সকল গুলির চরিত্র আদর্শস্থানীয় না হইলেও তাঁহাদিগের জীবনের অনেক মহত্ত্ব আছে, সন্দেহ নাই। বঙ্গমহিলাগণ এই পুস্তক খানি পাঠে এ দেশীয় রমণীগণের শৌর্য্য, বীর্য্য, রাজনৈতিক বুদ্ধি, শাসনক্ষমতা, দেশহিতৈষিতা ও দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণের অনেক দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারিবেন।

৪। রবিচ্ছায়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৸৹ আনা। সুকণ্ঠ বিহঙ্গের সঙ্গীতালাপ শুনিয়া কাহার না প্রাণ আকুল হয় ও আনন্দে উথলিয়া উঠে? রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গীতের সেইরূপ শক্তি আছে। তিনি প্রাণের ভাব প্রাণের ভাষাতে কবিত্বরসে সিক্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে যেমন প্রাণস্পর্শী ব্রহ্মসঙ্গীত সকল আছে, সেইরূপ নির্দ্দোষ প্রণয় ও স্বভাবলীলা সম্বন্ধীয় সুন্দর গীতি সকল প্রকটিত হইয়াছে। এই সুভাব সঙ্গীতময় পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্যসংসারে অতি আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বামাগণের রচনা।

অনন্তমহাশূন্যের প্রতি।

হে অনন্ত তুমি কিহে প্রতিবিম্ব তাঁহারি!
রবির সুতীক্ষ্ণ জ্যোতি, শশীর বিমল ভাতি,
প্রকাশে অপূর্ব্ব ভাব গগনেতে যাঁহারি!
লতা গুল্ম পাদপেতে, অগণন জীবাদিতে,
অপার মহিমা যাঁর প্রকাশিত রয়েছে!
ফুলে যাঁর অনুপম, ফলে যাঁর মনোরম,
অতুল সৌন্দর্য্য ভাব বিকশিত হয়েছে!
অগণন গ্রহ তারা, মহাবেগে ভ্রমি তারা,
যাঁর মহাশক্তি সদা বিশ্বময় ঘোষিছে!
ভূমণ্ডল স্তরে স্তরে, অপরূপ রূপ ধরে,
যাঁহার মঙ্গল গুণ দিবানিশি গাইছে!
পুষ্পরেণু মধুমক্ষি, স্নায়ু শিরা জীব-অক্ষি,
অনিবার প্রচারিছে সুকৌশল যাঁহার!
মস্তিষ্কের সুগঠন, শ্বাস রক্ত সঞ্চালন,
অচিন্ত্য গভীর জ্ঞান করে যাঁর প্রচার।
অনল অনিল বারি, ঘোষে সদা গুণ যাঁরি,
গর্ভবাসে শিশু থাকি বলে দেয় যাঁহারে!
মাতৃস্তন-দুগ্ধে যাঁর, ঘোষে জ্ঞান অনিবার,
মাতৃস্নেহ ভাবে যাঁর প্রেম ভাব প্রচারে!
মহাসিন্ধু নদ নদী, বলে যাঁরে নিরবধি,
অব্যক্ত ভাষাতে,—"তব হে অচিন্ত্য মহিমা!"
অন্তরের ভাবরাশি, বলে যাঁরে দিবানিশি,—
"তোমারি তোমারি দেব অতুলিত গরিমা!"
নানাবিধ আকর্ষণ, জড় রাজ্যে নিয়োজন,
কৌশলেতে করিলেন যে নিপুণ বিধাতা!
প্রাণ রাজ্যে যেই জন, প্রাণাধার হয়ে রন,
এত শক্তি যাঁর বলে ধরেন প্রকৃতি মাতা!
ধরিয়ে মোহন তান, অপার মহিমা গান,
গাইছে প্রকৃতি সতী দিবারাতি যাঁহারি!
হে অনন্ত তুমি কিহে প্রতিবিম্ব তাঁহারি!

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৫ সংখ্যা। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯২—জুন ১৮৮৫। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

১। রুষ ইংরাজ যুদ্ধ—আফ্গানস্থান লইয়া ইংরাজ ও রুষে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় তাহা এক প্রকার দূর হইয়াছে। উভয় জাতিই শান্তিপ্রয়াসী হইয়া আফগানস্থানের সীমা আপোষে মিটাইয়া লইতেছেন। হিরাট নগরে ইংরাজেরা প্রবেশানুমতি পাইয়াছেন, তাঁহারা তত্রত্য দুর্গকে দৃঢ়রূপে নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের উদ্যোগে ইতিমধ্যে অনেক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি গবর্ণমেণ্ট মিতব্যয়িতা দ্বারা এই ব্যয় পূরণ করিবেন।

২। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা—বি এ পরীক্ষার্থী ৪২৮ মধ্যে ৩০৭ উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৫২ জন অনরে পাশ হইয়াছেন।

৩। স্ত্রীদালাল—আজি কালি কলিকাতায় দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা বিবাহের অধিকাংশ ঘটকালী করে, তাহারা অন্তঃপুরে গিয়া অল্প দামের কাপড় বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া আইসে, স্ত্রী মিঠাইওয়ালীও হইয়াছে। জিনিষ বন্ধকাদির দালালী করিয়াও কতকগুলি স্ত্রীলোক বেশ দুটাকা উপার্জ্জন করিতেছে। গহনা বিক্রয়ের দালালীও ইহারা আরম্ভ করিয়াছে। অন্তঃপুরিকাগণ এইরূপ দালাল পাইয়া অনেক সময় মনের অভিলাষ সহজে পূর্ণ করিতে পারিয়া বড় সুখী হইয়া থাকেন বটে,

কিন্তু তাঁহাদিগকে একটু বিশেষ সতর্কতা শিক্ষা করিতে হইবে। ইহাদিগের চক্রে পড়িয়া অনেক স্ত্রীলোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। সোণার গহনা কিনিয়া পরে অনেকে দেখেন তাহা পিত্তলের বা নানা ধাতুমিশ্রিত। যাকে তাকে বিশ্বাস করিয়া গৃহলক্ষ্মীগণ অর্থের অপব্যয় না করেন ও প্রতারিত না হন, ইহা আমাদিগের সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

৪। কৌলীন্য কণ্টক—বরিশালের এক প্রাপ্তবয়স্কা রমণীর সহিত এক শিশুর বিবাহ হওয়াতে স্ত্রীলোকটী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহেও এইরূপ দুর্ঘটনা মধ্যে মধ্যে হয়। কৌলীন্য কুপ্রথা আজিও কি নির্ম্মূল হইবে না?

৫। আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি—একটী ৪ বৎসরের বালিকা সমগ্র কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়াছে।

৬। স্ত্রীবাগ্মী—ফিলাডেলফিয়া স্ত্রীবিদ্যালয়ের বিবী ডাক্তার লংসোর পট্‌স ইংলণ্ডীয় রমণীদিগের নিকট বক্তৃতা করিতেছেন এবং মার্কিন দেশীয় স্বাধীনতার ভাবে সকলকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৭। স্ত্রীকর্ম্মচারী—জাপানী রমণীগণ তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সেরেস্তায় কেরাণীগিরি করিয়া থাকেন, টেলিগ্রাফ আফিসের দ্বারও তাঁহাদিগের জন্য উন্মুক্ত হইতেছে।

৮। আমেরিকায় অধ্যবসায়—একটী বিখ্যাত ফরাসী রমণীর গ্রন্থ আমেরিকায় পৌঁছিবার ২২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা ইংরাজীতে অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। অনুবাদ কার্য্যে ৫৯ জন লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি বড় ছোট নয়, ৩৫০ পৃষ্ঠা পরিমিত। নিউইয়র্কের এক পুস্তক প্রকাশক ইহার উদ্যোগী।

৮। রিপণ হাঁসপাতাল—অল্পদিন হইল লর্ড ডফরিণ সিমলাতে এই হাঁসপাতাল গৃহ খুলিয়াছেন। ইহা ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয়েরই জন্য।

৯। আয়র্লণ্ডে যুবরাজ—যুবরাজ আয়র্লণ্ডে অবস্থিতি কালে ইহার অনেক হিতকর কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন তিনি দরিদ্রদিগের বাসগৃহের উন্নতি সাধনের প্রস্তাব করিয়াছেন, শিল্পবিদ্যালয় খুলিয়াছেন এবং প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকিয়া লোক সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। যুবরাজপত্নী ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের "Doctor of Music" সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদা উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন। যে দুই জন কুমারী বিদুষী তাঁহাকে ডাক্তারের পরিচ্ছদ পরাইয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে নিজাবাসে আহ্বান করিয়া কিছু কিছু প্রীতি উপহার দিয়াছেন। ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয় স্ত্রীলোকদিগকে উপাধিদানের প্রথম

দৃষ্টান্ত দেখান, একণে যুবরাণীকে সম্মান করিয়া গুণগ্রাহিতার আরও পরিচয় দিয়াছেন।

১০। রাজকুমারী ক্রিশ্চিয়ান—ভারতেশ্বরীর তৃতীয়া কন্যা গত ১৫ই এপ্রিল লণ্ডন হাঁসপাতালের দরিদ্র পীড়িত বালকদিগকে দেখিতে যান। তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেক রুগ্ন শিশুর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাকে কিছু নূতন খেলনা দেন এবং সহাস্যে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লন। কি অপূর্ব্ব সহৃদয়তা, কি রাজোচিত দয়া; এই হৃদয়বতী রাজকন্যা তাঁহার পরলোকগতা ভগিনী রাজকুমারী আলিসের একখানি জীবনী লিখিয়া তাঁহার উন্নত ধর্ম্মভাব ও স্ত্রীশোভন গুণরাশি অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এই পুস্তখানির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না।

১১। মাঞ্চেষ্টার শিক্ষা সমিতি—মাঞ্চেষ্টারের বালিকা কলেজে এতদুপলক্ষে প্রায় সহস্র লোক সমবেত হন এবং অনেকগুলি পুরুষ ও রমণী নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কুমারী গ্রে, কুমারী বৃলী, কুমারী বেকার, কুমারী মেটলাণ্ড, কুমারী সিবেক, কুমারী ক্রিমান, কুমারী কুক ও কুমারী বুথো ব্যায়ামচর্চ্চা, পাঠ্য বিষয়ের কাঠিন্য, মিতব্যয়িতা, পাকবিদ্যা, প্রথম শিক্ষোপযোগী পাঠশালায় শিল্পশিক্ষার আবশ্যকতা, কিণ্ডার গার্টেন ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১২। বিদ্রোহ শান্তি—কানাডার বিদ্রোহিদলপতি রিড ধৃত হওয়াতে বিদ্রোহের শান্তি হইয়াছে। কানাডা প্রথমে ফরাসী উপনিবেশ ছিল, পরে ইংরাজেরা ইহা জয় করিয়াছেন।

১৩। গুইকুমার পত্নীর মৃত্যু—বরদার বর্ত্তমান গুইকুমার মারহাট্টা রমণীর পরিবর্ত্তে কাবেরী নদী তীরস্থ মান্দ্রাজীদিগের মধ্য হইতে এক গুণবতী শিক্ষিতা রমণীকে বিবাহ করেন। দুঃখের বিষয় বক্ষ্মাকাশে অল্পবয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। গুইকুমার ইঁহার স্মরণার্থ নানাবিধ হিতকর কার্য্যে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪। মহারাষ্ট্রীয় রমণীর সাহসিকতা—রুষ ইংরাজ যুদ্ধাশঙ্কায় আমাদিগের বঙ্গনারীগণ কতদূর সাহসে বুক বাঁধিয়াছেন জানি না। কিন্তু মহারাষ্ট্রী রমণী গুইকুমার মাতা বিধবা যমুনা বাই রাজপ্রতিনিধিকে কি পত্র লিখিয়াছেন দেখুন ;—

"মহারাষ্ট্রীয় রমণীগণের অশ্বারোহণনিপুণতা এবং যোদ্ধৃগণশালিতা আপনি অজ্ঞাত নহেন। আমি আপনার নিকট যে সাহায্যদানের প্রস্তাব করিতেছি, আপনার ইঙ্গিত মাত্র তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছি। ভরসা করি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন; তাহা হইলে অস্ত্রধারণক্ষম রমণীগণ যুদ্ধকালে ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের (পুরুষ) সৈন্যদলের পার্শ্বে থাকিয়া কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে, সকলে জানিতে পারিবে এবং ভারত ও ইংলণ্ডের রমণীরা আমাদিগের নিকট একটী অপূর্ব্ব আদর্শলাভ করিবে।"

ধন্যা বীরাঙ্গনা যমুনা বাই, তোমার ওজস্বিনী ভাষাতে ভারতনারীকুলের মুখ উজ্জ্বল এবং ইংরাজবীরদিগেরও চিত্ত চমকিত করিয়াছে!

১৫। রেবরণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণ বন্দ্যো—মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১১ই মে ৭২ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন অকপট ভারতহিতৈষী ছিলেন, দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠানে কায়-মনোবাক্যে যোগ দিতেন, বৃদ্ধ বয়সেও যুবার ন্যায় উদ্যমে কার্য্য করিয়াছেন। ইনি ১১টী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং স্ত্রীজাতির শিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেক সহায়তা করিয়াছেন। সকলেই দুঃখ করিতেছে, বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ লোক শীঘ্র হইবে না।

স্ত্রী-পর্য্যায়।

স্ত্রীলোকের নাম কত দেশে কতরূপে অভিহিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের মূল অনুসন্ধান করিলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতিমধ্যে স্ত্রীলোকদের অবস্থা ও কার্য্য কিরূপ ছিল এবং পুরুষজাতি তাহাদিগকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। ইংরাজেরা স্ত্রীলোককে (Woman) বলেন,তাহার অর্থ বস্ত্র-বয়নকারী মনুষ্য, অর্থাৎ আদিম সময়ে স্যাক্সন জাতির মধ্যে বস্ত্রবয়নই স্ত্রীলোকের প্রধান কার্য্য ছিল। ইংরাজদিগের বড় সম্মানের নাম যে "লেডী" (Lady) মান্যা মহিলার প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তাহারও অর্থ রুটীরক্ষাকারিণী বই আর কিছুই নয়। ইহাদ্বারা বোধ হয় পূর্ব্বকালে ইংরাজজাতির নিকট স্ত্রীলোক যত সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহের উপায় বলিয়া গণ্য ছিলেন, তত পূজার পদার্থ ছিলেন না। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্ত্রীপর্য্যায়ক শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক শিক্ষা লাভ হয়, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বপ্রথমে হিন্দু স্ত্রীবাচক শব্দ সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সংস্কৃত অভিধানে স্ত্রীপর্য্যায়ে অর্দ্ধ শতের অধিক নাম আছে, পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা নিম্নে তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রদান করিলাম।

১। অবলা (১), স্ত্রী (২), বধূ (৩), ভীরু (৪), যোষা বা জোষা (৫), যোষিৎ যোষীৎ, জোষিৎ বা জোষীৎ (৬), যোষিতা বা জোষিতা (৭), প্রতীপ-দর্শিনী (৮), বনিতা (৯)।

২। কামিনী (১০), ভামিনী (১১),

রমণী (১২), ভাবিনী (১৩), বিলাসিনী (১৪), বামা (১৫), রামা (১৬), সুন্দরী (১৭), প্রিয়া (১৮), সুতনু (১৯), তন্বঙ্গী (২০), নতাঙ্গী (২১), সুভ্রূ (২২), তন্বী (২৩), অঙ্গনা (২৪), শর্ব্বরী (২৫), সুনেত্রা (২৬), সুনয়না (২৭), কুরঙ্গনয়না (২৮), মৃগাক্ষি (২৯), শ্যামা (৩০), অক্ষিতভ্রু (৩১), ললনা (৩২), ললিতা (৩৩), বাসিতা (৩৪), কান্তা (৩৫), বামদৃক্ (৩৬), মত্তকাশিনী (৩৭), বিনীতা (৩৮), চারুবর্দ্ধনা (৩৯), সিন্দূরভালিকা (৪০), সীমন্তিনী (৪১); বরারোহা (৪২), প্রমদা (৪৩), সীমন্তিনী (৪৪)।

৩। ধনি (৪৫) ধনী (৪৬), পুরন্ধ্রী (৪৭), গৃহিণী (৪৮), গৃহশ্রী (৪৯), গৃহলক্ষ্মী (৫০)।

৪। মহিলা (৫১), মহেলা, (৫২), মহেলিকা (৫৩); ধনী (৫৪), ধনিকা (৫৫), বরা (৫৬), বরবর্ণিনী (৫৭), নারী (৫৮)।

উপরে স্ত্রীলোকের যে অষ্টোত্তর পঞ্চাশৎ নাম প্রদত্ত হইল, অর্থ বিবেচনায় তাহা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমগুলি স্ত্রীলোকের হীনাবস্থাসূচক, দ্বিতীয়, শারীরিক সৌন্দর্য্যবোধক, তৃতীয়, গৃহকার্য্যপটুতা-জ্ঞাপক, ৪ র্থ শ্রেষ্ঠতা বাচক। আর্য্যগণ এই চারি ভাবেই যে স্ত্রীলোকদিগকে দর্শন করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা দুর্ব্বল বলিয়া সময়। সময় স্ত্রীলোককে উপেক্ষা ও ঘৃণা করিয়াছেন, তাহাদিগের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নানাপ্রকার আদরের নামে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়াছেন, গৃহকার্য্যও সহায় জানিয়া গার্হস্থ্য কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভার তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, আবার এক এক সময় তাহাদিগের মহত্ব অনুভব করিয়া দেবীস্বরূপে তাহাদিগকে পূজা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঘৃণা এবং পূজা সাময়িক, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি অনুরাগ ও চাটুবাদ যে নিত্যধর্ম্ম ছিল, তাহা উপরি-উক্ত নাম তালিকা প্রতিপন্ন করিতেছে, কারণ নামের অধিকাংশই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য-ব্যঞ্জক।

প্রথম শ্রেণীর নাম স্ত্রীজাতির হীনতা-সূচক। অবলা অর্থ বলহীনা, স্ত্রী—স্তনকারিণী; বধূ যাহাকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহন করা যায়; ভীরু—ভয়যুক্তা; যোষা জোষা ইত্যাদি—সেবা বা তুষ্টিকারিণী। প্রতীপদর্শিনী—যিনি বিপরীত দেখেন; ইহার আর একটী ভাল অর্থও কেহ কেহ করেন অর্থাৎ যিনি অমঙ্গল দেখাইয়া দেন। রক্তা অর্থ অনুরক্তা।

দ্বিতীয় শ্রেণী দৈহিক সৌন্দর্য্য-বোধক। কামিনী, কান্তা, রমণী, বামা কম ও রমধাতু হইতে, অর্থ যাহারা মনোরঞ্জন করে। বামার অর্থও সুন্দরী; ইহা হীনার্থেও ব্যবহৃত হয়, বামাবোধিনীর বামাও আমরা প্রথমার্থেই গ্রহণ করিয়াছি। ভাবিনী—হাবভাব বিশিষ্টা, ভামিনী—দীপ্তিশীলা। সুন্দরী শ্রীযুক্তা,

তন্বী, শর্ব্বরী অঙ্গনা, সুন্দর তনু বা প্রশস্ত অঙ্গবিশিষ্টা। ললনা, ললিতা—কটাক্ষাদি ভঙ্গীবিশিষ্টা, বাসিতা সৌরভযুক্তা, বামদৃক্ যাহার দৃষ্টি সুন্দর, মত্তকাশিনী—উত্তম শ্রীমতী, প্রমদা—হর্ষদায়িনী, বরারোহা—পরমাসুন্দরী, সীমন্তিনী—সীমন্ত বা সিঁতিবিশিষ্টা, সিন্দূরতালিকা—যাহার কপালে সিন্দুর। শ্যামা স্ত্রী সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা আছেঃ—

শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে চ শীতলা,
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা।

তপ্ত কাঞ্চনের আভাবিশিষ্টা যে স্ত্রীলোক শীতকালে উষ্ণদেহ ও গ্রীষ্মকালে শীতল হয়, তাহাকে শ্যামা বলে।

তৃতীয় শ্রেণীর নাম সকল গৃহকার্য্য বাচক। জনি বা জনী—জন্মদায়িনী, পুরন্ধ্রী—অন্তঃপুরের কর্ত্রী। গৃহিণী গৃহশ্রী প্রভৃতি গুণবাচক নাম গৃহকার্য্যে দক্ষতা হেতু।

চতুর্থ শ্রেণীর স্ত্রী নাম আর্য্যজাতির উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক। মহ অর্থ পূজা, মহিলা প্রভৃতির অর্থ পূজার পাত্রী। "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" যেখানে স্ত্রীলোকের পূজা হয়, তাহা দেবতাদিগের মনোরম স্থান, ইহা এই ব্যাখ্যায় সমর্থন করিতেছে। ধনী, ধনিকা—ধন বা উৎকৃষ্ট গুণ বিশিষ্টা। বরা—শ্রেষ্ঠা এবং নারী-স্ত্রী নর বা শ্রেষ্ঠ জীব। "বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ" বুদ্ধিজীবী জীবের মধ্যে নর সর্ব্বপ্রধান।

যে যে নামের অর্থ সহজে বোধগম্য হয়, তাহার আর ব্যাখ্যা করা হইল না। এস্থলে একটী কথা বক্তব্য, কোন নাম প্রথমে যে অর্থে ব্যবহৃত হউক, বস্তুর গুণানুসারে কালে তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতে পারে। আমাদিগের ভগিনীগণ এরূপ গুণশালিনী হউন, যে তাঁহাদিগের সকল নামই তাঁহাদিগের উন্নত ভাবের পরিচায়ক হউক, কেহ যেন নিকৃষ্টভাবে তাঁহাদিগের নাম ব্যবহার করিতে না পারে।

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

বৈদিক কাল।

(গত বারের পর)

৩। বিশ্ববারা।

গতসংখ্যক বামাবোধিনীতে রোমশা ও লোপামুদ্রার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে; এক্ষণে আর একটী অলৌকিক কামিনীর বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে। এবারে

যাঁহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, তিনি স্বীয় ধর্ম্ম ভাব জন্য বেদ-সংহিতা মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। বিগত সংখ্যার প্রকাশিত দুইটী নারী অপেক্ষাও যে তিনি অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার প্রণীত বেদ ভাগ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। চিত্তের প্রশস্ততা, ধর্ম্ম বিশ্বাসের উচ্চতা এবং চরিত্রের নির্ম্মলতা জন্য তিনি আজও পর্য্যন্ত সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নামের অর্থেই ইহা সূচিত হয়। সেই পূজনীয় বরণীয় রমণীর নাম বিশ্ববারা। 'বিশ্ববারা' শব্দের অর্থ, সমগ্র পাপরূপ শত্রু নিবারিণী সুতরাং লোমশার ন্যায় এই বামারও যথার্থ আখ্যা অপরিজ্ঞাত। তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্মভূমি কোন্ স্থান, কোথায় ও কাহার নিকট তাঁহার বিদ্যাধ্যয়ন হইয়াছিল, তাঁহার পিতা মাতার নাম কি, তাঁহার ভ্রাতা বা ভগিনী, পুত্র বা কন্যা ছিল কি না,—কোন্ ভাগ্যবান্ পুরুষের গৃহলক্ষ্মী হইয়া, তিনি ভর্ত্তৃকুলের মহিমা অক্ষয় করিয়াছিলেন,—জীবনবৃত্তসংক্রান্ত এই সমস্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা যথোচিত অনুসন্ধান করিয়াও, প্রাপ্ত হই নাই; সুতরাং সে গুলি জানিবার প্রত্যাশা কেহ করিবেন না। এই মাত্র নিঃসংশয়িত রূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, অত্রি মুনির গোত্রে তাঁহার জন্ম হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার ৫ পঞ্চম মণ্ডলের ২ দ্বিতীয় অনুবাকের ২৮ অষ্টাবিংশ সূক্তটীর আদ্যন্ত সমস্তই তাঁহার রচিত। এই সূক্তে ৬টী ঋক্ (কবিতা) আছে। প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত (১—৬) উপর্য্যুপরি ঐ কয়েকটী ঋকের * বাঙ্গলা

---

* ঋগ্বেদ-সংহিতার ৫ পঞ্চম মণ্ডলের, ২ দ্বিতীয় অনুবাকের ২৮ অষ্টাবিংশ সূক্তের ১,২,৩,-৪,৫ ও ৬ ঋক্ ব্যাখ্যার সহিত নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"সমিদ্ধো অগ্নি দিবি শোচিরশ্রেৎ
প্রত্যঙ্ঙুষসমুর্বিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভি
র্দেবাঁ ঈড়ানা হবিষা ঘৃতাচী ॥১ঋক্ ॥

'সমিদ্ধঃ' সম্যক্ দীপ্তঃ, 'অগ্নিঃ' 'দিবি' দ্যোতমানে অন্তরীক্ষে, 'শোচিঃ' তেজঃ 'অশ্রেৎ' শ্রয়তি। তথা 'উষসং প্রত্যঙ্' উষসমভিমুখঃ সন্, 'উর্বিয়া' উরু বিস্তীর্ণং 'বিভাতি' বিশেষেণ ভ্রাজতে। 'নমোভিঃ' স্তোত্রৈঃ, 'দেবান্' ইন্দ্রাদীন্, 'ঈড়ানা' স্তুবতী, 'হবিষা' পুরোডাশাদি-লক্ষণেন যুক্তা, 'ঘৃতাচী' ঘৃতচ্যা স্রুচা সহিতা, 'বিশ্ববারা' (সর্ব্বমপি পাপরূপং শত্রুং বারয়তি এতৎ নামিকা), 'প্রাচী' প্রাঙ্মুখী সতী, 'এতি'—এবম্ভূতং অগ্নিং প্রতিগচ্ছতি।

"সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবি-
ষ্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং সমিধস্যাতিথ্য-
মগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ ॥ ২ ঋক্ ॥

হে অগ্নে! 'সমিধ্যমানঃ' সম্যক্ ইধ্যমানঃ ত্বং, 'অমৃতস্য' উদকস্য, 'রাজসি' ঈশিষে। তথা 'হবিষ্কৃণ্বন্তং' পুরোডাশাদি-হবিষ্কর্ত্তারং যজমানং, 'স্বস্তয়ে' অবিনাশায়, 'সচসে' সেবসে। কিঞ্চ 'যম্' যজমানং, ইনক্ষি' গচ্ছসি, 'সঃ' যজমানঃ 'বিশ্বং' সমস্তং 'দ্রবিণং' পশ্বাদি-লক্ষণং ধনং, 'ধত্তে' ধারয়তি। অপিচ হে 'অগ্নে' 'আতিথ্যং' অতিথিরূপস্য তব যজং হবিঃ, 'ইৎপুরঃ' তব পুরস্তাদেব, 'নিধত্তে চ' স্থাপয়তি চ।

"অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব
দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুয়মমা কৃণুষ শত্রূয়ত-
মভিতিষ্ঠা মহাংসি ॥ ৩ ঋক্ ॥

অনুবাদ এ স্থলে লিখিত হইতেছে; পাঠিকা মহাশয়ারা পাঠ করিয়া দেখুন, সে গুলি কিরূপ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ও অত্যুৎকৃষ্ট পুণ্যজনক বিষয় অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে।

"উত্তমরূপ প্রদীপ্ত অগ্নি অন্তরীক্ষে তেজ আশ্রয় (বিস্তার) করিতেছেন এবং উষার অভিমুখী হইয়া বিলক্ষণ দীপ্তি পাইতেছেন। দেবগণের স্তুতিকারিণী, ঘৃতপাত্রবিশিষ্ট বিশ্ববারা পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া যজ্ঞোপযুক্ত ঘৃত দ্বারা অগ্নিকে প্রতিগমন করিতেছেন অর্থাৎ অগ্নির নিকট যাইতেছেন। ১।"

"হে অগ্নি! তুমি উত্তম রূপ প্রদীপ্ত হইয়া, অমৃতে শোভা পাইতেছ এবং যজ্ঞধারী যজমানকে (ইন্দ্রাদি দেবতাকে) অবিনাশের নিমিত্ত সেবা করিতেছ। তুমি যাহাকে (যে যজমানকে) প্রাপ্ত হও; তিনি (সেই যজমান) পশুধন-রত্নাদি ধারণ করেন। হে অগ্নি! যজমান, তোমার যজ্ঞের ঘৃত তোমার অগ্রেই স্থাপন করেন; কারণ তুমি অতিথি-রূপী। ২।"

"হে অগ্নি! প্রভূত সৌভাগ্যের জন্য শত্রুকে সহ্য কর। তোমার তেজ উত্তম হউক। হে অগ্নি! দম্পতীর কর্ম্মকে সুনিয়মে সম্পন্ন কর। —এবং তোমার শত্রু সকলের তেজ আক্রমণ কর। ৩।"

"হে অগ্নি! প্রবৃদ্ধ ও প্রকৃষ্টরূপ তেজো-বিশিষ্ট তোমার দীপ্তিকে আমি (যজমান) বন্দনা করি। তুমি ধনবান্ এবং ইচ্ছা ও ধর্ম্মাদির প্রবর্দ্ধক। তুমি যজ্ঞে বিরাজ করিতেছ। ৪।"

"যজমান কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে প্রসারিত, উত্তম-যজ্ঞবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি ঔজ্জ্বল্যশালী

হে 'অগ্নে!' ত্বং 'মহতে' প্রভূতায়, 'সৌভগায়' অস্মাকং শোভনধনত্বায়, 'শর্দ্ধ' শত্রুং সহস্ব। তথা 'তব' সম্বন্ধীনি, 'দ্যুম্নানি' ধনানি, তেজাংসি বা, 'উত্তমানি' উৎকৃষ্টানি, 'সন্তু' ভবন্তু। কিঞ্চ হে অগ্নে! 'জাস্পত্যং' (জায়া চ, পতিশ্চ জায়াপতী, তয়োঃ কর্ম্ম জাম্পত্যং তৎ) 'সুযমং' সুষ্ঠু নিয়মেন উপেতং, অন্যোন্য-সংসৃষ্টং ইত্যর্থঃ, 'সমাকৃণুষ' সম্যক্ কুরুষ। অপিচ 'শত্রুয়তাং' শত্রুমাত্মনঃ ইচ্ছতাং সপত্নানাং, 'মহাংসি' তেজাংসি, 'অভিতিষ্ঠ' আক্রমস্ব।

"সমিদ্ধস্য প্রমহসো হেগ্নে বন্দে তব শ্রিয়ং।

বৃষভো দ্যুম্নবাঁ অসি সমধ্বরে-
ষ্বিধ্যসে॥ ৪ ঋক॥

হে 'অগ্নে!' 'সমিদ্ধস্য' প্রবৃদ্ধস্য, 'প্রমহসঃ' প্রকৃষ্টতেজসঃ, 'তব' সম্বন্ধিনীং 'শ্রিয়ং' দীপ্তিং, 'বন্দে' অহং যজমানঃ স্তৌমি। 'বৃষভঃ' কামানাং বর্ষিতা; ত্বং, 'দ্যুম্নবান্ অসি' ধনবান্ ভবসি, 'অধ্বরেষু' যজ্ঞেষু, 'সমিধ্যসে' সম্যক্ দীপ্যসে।

"সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্যক্ষি স্বধ্বর।

ত্বং হি হব্যবাড়সি॥ ৫ ঋক্॥

হে 'আহুত!' যজমানৈরাসমন্তাদাহূত। হে 'স্বধ্বর!' শোভন-যজ্ঞোপেত!, হে 'অগ্নে!' 'সমিদ্ধঃ' সম্যক্ দীপ্তঃ ত্বং, 'দেবান্' দ্যোতমানান্ ইন্দ্রাদীন্, 'যক্ষি' যজস্ব। 'হি' যস্মাৎ, হে অগ্নে! 'ত্বং' 'হব্যবাড়সি' হবিষাং বোঢ়া ভবসি. অতঃ কারণাৎ দেবান্ যজস্ব, ইতি সম্বন্ধঃ॥

"আ জুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রয়ত্যধ্বরে।

বৃণীধ্বং হব্যবাহনং॥ ৬ষ্ঠ ঋক॥"

হে ঋত্বিজঃ! যূয়ং, 'অধ্বরে' অস্মদীয়ে যাগে, 'প্রয়তি' প্রবৃত্তে সতি, 'হব্যবাহনং' হবিষাং বাঢ়ারং এতন্নামকং অগ্নিং, 'আজুহোত' আ সমন্তাৎ জুহোত। তথা 'দুবস্যত' পরিচরত, 'বৃণীধ্বং' সম্ভজধ্বং চ হব্যবাহনং।

হইয়া, দেব সকলকে যজন কর, যেহেতু তুমি ঘৃতাদির বাহক। ৫।"

"হে পুরোহিতবর্গ! তোমরা যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে পর, 'হব্যবাহন' নামক (ঘৃতবাহক) অগ্নির চতুর্দ্দিকে হোম কর, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ কর এবং সম্যক্ প্রকারে তাঁহার ভজনা কর। ৬।"*

এই বিবরণ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে—

(১) অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করা, তৎকালের একটী প্রচলিত প্রথা ছিল।

(২) তৃতীয় ঋকে যে শত্রু শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা দ্বারা বিশ্ববারা দেবীর বিপক্ষ সূচিত হইতেছে না। অগ্নি দেবতার বৈরীকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ পদ এ স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে। অগ্নি পূজ্যতম দেবতা; সুতরাং দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি নাস্তিক তাহার আর সংশয় নাই। বেদের সময়েও যে বেদ-মতের অবমাননাকারী, ধর্ম্ম-বিরোধী লোক বর্ত্তমান ছিল, উপনিষৎ-শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান। সে যাহা হউক, অগ্নির উপাসক যে ব্যক্তিরা নয়, তাহাদিগকেই উদ্দেশ করিয়া, এস্থলে শত্রু পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত স্থলে অগ্নির আরাধনার বিষয় কীর্ত্তিত হইলেও, উহা দ্বারা ধর্ম্মসম্পর্কীয় সদ্বিষয়ক তত্ত্ব চিন্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এ স্থলে প্রসঙ্গাধীন একটী বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হওয়ায়, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতে হইল। বৈদিক সময়ের অগ্নি শব্দে কেবল কাষ্ঠ তৃণ তৈলাদির দাহক পদার্থকেই বুঝায়, এমন নয়; অগ্নির যে প্রভা, তেজঃ ও ঔজ্জ্বল্য আছে, তদ্দ্বারা নিরঞ্জন জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরকেও বুঝায়, এইরূপ অনেকেই কহেন এবং প্রত্যয় করেন। দেশ দেশান্তর বিখ্যাত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি মহোদয়েরা এই মতাবলম্বী। তাঁহাদের এই মতে দোষার্পণ করিয়া, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বেদশাস্ত্র হিন্দুজাতির তাদৃশ সভ্যাবস্থা সময়ের গ্রন্থ নহে। এই আপত্তি বিনা আয়াসে খণ্ডিত হইয়া যায়। কেন না, বৈদিক লোকেরা গ্রাম ও নগরে বসতি ও রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপনানন্তর রাজ্য শাসন করিতেন*; স্বর্ণাভরণ, বর্ম্ম ও অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ পুরঃসর তৎসমস্ত ব্যবহার করিতেন, রথারোহণে যাতায়াত করিতেন, বস্ত্রবয়ন ও সূচী কার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন†। এতদ্ব্যতীত সে কালে ঋণ, দেনাদায়, মহাজন, পান্থশালা, চিকিৎসা ও ঔষধ

* (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়) তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই (২,৬,৯) 'হব্যবাহন' অগ্নির স্তব করার কর্ত্তব্যতা বিষয় উল্লিখিত আছে।

* ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১১৩ সূক্ত, ১০ ঋক দেখ।

† ঐ ১ মণ্ডল, ৩১ সূক্ত, ১৫ ঋক।

ইত্যাদি বিষয়েরও নির্দ্দেশ আছে ‡. আর স্ত্রীগণ যে বিদ্যাশিক্ষার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আর কি প্রমাণ দিতে হইবে ? ইহা এই "প্রাচীন আর্য্য-রমণীগণ" প্রস্তাবে সুব্যক্ত। তাঁহারা পাণিগ্রহণ কালে যৌতুক লাভ করিতে সক্ষম ছিলেন। রামাদিগের প্রতি স্থলবিশেষে সুবিচারও দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, দৌহিত্র দ্বারা মাতামহের ধনাধিকার। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যজ্ঞসভায় গতিবিধি করিতে পাইতেন, পুরুষের ন্যায় দেবারাধনায় ও যজ্ঞীয় কর্ম্ম সম্পাদনেও অধিকারিণী ছিলেন ইত্যাদি। এই সকল রীতি অসভ্য অবস্থার বা আদিম সময়ের লক্ষণ হইতে পারে না। এতদ্ব্যতিরিক্ত ঋগ্বেদ-সংহিতায় ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে প্রমাণও বিদ্যমান। তাই বলিয়া দুই দেবতা তিন দেবতার স্তবেরও অভাব নাই। ফলতঃ, দয়ানন্দ স্বামী যে অর্থ করেন, অনেক স্থলে তাহা অসঙ্গত নয়।

সরলা ও সুশীলা।

বৈশাখ মাসের শেষাবস্থায় একদিন অপরাহ্নে সরলা নামে একটি বালিকা সুশীলা নাম্নী আর একটী বালিকাকে ডাকিয়া লইয়া গ্রামের মধ্যস্থিত একটী অনতিদীর্ঘ অথচ সুন্দর সরোবরের ঘাটের দিকে উভয়ে গমন করিল। সুশীলার বয়ঃক্রম ও শিক্ষা সরলার হইতে অধিক; সুতরাং সরলাকে জ্ঞানোপদেশ দিতে সুশীলার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। উভয়ে ঘাটের উপরি উপবেশন করিয়া বায়ু সেবন করিতে করিতে অনেক বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন; আমরা তাহাদের কতকগুলি কথা পাঠিকাদিগের অবগতি জন্য এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

স। যাহাদের পাণ্ডু রোগ বা নেবা আছে, তাহাদিগের নিকট মধুর আস্বাদন তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডুরোগকে ইংরাজীতে জণ্ডীশ কহে; জণ্ডীশ হইলে এরূপ কেন হয়, বলিতে পার ?

সু। নেবা হইলে রোগীর সর্ব্বশরীরে এক প্রকার তিক্ত রসের আবির্ভাব হয়, এই রসের অন্য নাম পিত্তরস। রোগীর জিহ্বায় এই রস প্রচুর পরিমাণে একত্রিত হয়; মধুপান করিলেই জিহ্বাস্থ সমগ্র স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া উহার সহিত পিত্তরস মিশ্রিত করিয়া ফেলে, সুতরাং পাণ্ডুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট মধু তিক্ত বলিয়া বোধ হয়।

‡ ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১১৬ সূক্ত, ১১ ঋক।

স। সর্পের গাত্রে জল দিলে সর্প পলাইয়া যায় কেন?

সু। সর্পের শরীরে সামান্য মাত্র শোণিত থাকে, এবং সেই শোণিতে শৈত্যের প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সুতরাং অধিকতর শৈত্য লাগিলে ইহারা কাতর হইয়া পড়ে, তাই পলাইয়া যায়।

স। শোকে মনুষ্য শীঘ্র শীর্ণ ও বুড়ো হইয়া পড়ে কেন?

সু। জীবশরীরের সর্ব্বত্র এক প্রকার প্রাকৃতিক তৈল থাকে, তজ্জন্য আমাদের দেহের স্নিগ্ধতা, চাকচিক্য, পুষ্টি ও পারিপাট্য সম্পাদিত হয়। শোকে শরীর উগ্র ও শুষ্ক হয়, যে হেতু ঐ তৈলের পরিমাণ তৎকালে কম হইয়া পড়ে, তজ্জন্যই মনুষ্যদের শীর্ণ ও বিশুষ্ক হইতে থাকে।

স। নখ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?

সু। নরদেহের স্কন্ধ দেশ হইতে কর-পজের শেষ পর্য্যন্ত এক প্রকার অতি তরল চর্ব্বি ক্রীড়া করে, ঐ চর্ব্বির গমন শক্তি অত্যন্ত দ্রুত এবং উহার শৈত্য-রক্ষণকারী ক্ষমতাও অদ্ভুত। এই চর্ব্বি অঙ্গুলীর শেষাংশে প্রায়ই অধিক পরিমাণে অবস্থান করে, যেহেতু ইহাই তাহার শেষ সীমা। বহির্দ্দেশস্থ বায়ু কর্তৃক ঐ চর্ব্বি শুষ্ক হইলে অঙ্গুলির শেষভাগে উহা জমিয়া কঠিন হয় এবং তাহাই নৈসর্গিক কারণে প্রশস্ত ও নখাকারে পরিণত হয়।

স। কতকগুলি ব্যক্তি কথা কহিবার সময় জিহ্বার জড়তা প্রকাশ করে কেন, এবং কি জন্য যুক্তবর্ণ, দীর্ঘ পদ অথবা কঠিন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হয়?

সু। জিহ্বায় জলীয় ভাগ অধিক থাকিলে অনেক সময়ে রসনেন্দ্রিয় অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য মস্তিষ্কও জড় হইতে দেখা যায়। বালকেরা যে আধ আধ কথা কয় তাহার কারণ এই। আমরা যখন কথা কহি, তখন জিহ্বার স্থান বিশেষের কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শিরা ফুলিয়া উঠে, এবং তাহা কর্তৃক বায়ু আনীত হইয়া বাক্য গুলিকে সুস্পষ্ট রূপে উচ্চারিত করে; যাহাদের রসনায় জলীয় ভাগ অধিক, তাহাদের সেই শিরা আর্দ্রতা বশতঃ ফুলে না ও জড় হইয়া পড়ে।

স। সন্তান প্রসূত হইয়াই কাঁদে কেন?

সু। অকস্মাৎ অন্ধকার হইতে আলোক এবং উত্তাপ হইতে শৈত্য উপস্থিত হওয়ায় সন্তানকে কাঁদিতে দেখা যায়। গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইবার সময়ে, সন্তানের শরীরস্থ শিরা ও পেসী সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সুতরাং সন্তানকে কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয়। বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বহির্দেশস্থ বায়ু গায়ে না লাগিলে সঙ্কুচিত শিরা সমূহ পূর্ব্ববৎ প্রশস্ত হয় না।

স। কোথা হইতে, কি প্রকারে এবং

কোন্ পদার্থের মিশ্রণে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়? স্ত্র। দুগ্ধ শোণিতের রূপান্তর মাত্র। শোণিতই পরিপাক হইয়া সাদাবর্ণ হয় এবং তাহাই স্ত্রীলোকের স্তনে জমিয়া শিশুর আহার যোগাইয়া থাকে। এ কথা আর এক সময়ে বিশেষ করিয়া বলিব।

(ক্রমশঃ)

গর্ভস্থ শিশুর অবস্থা।

নরদেহতত্ত্ব আলোচনা করা অপেক্ষা বোধ হয় জগতে আর কোন সুখকর বিষয় নাই। যে মনুষ্যজাতি কল্পনা-বলে ঈশ্বরকে করতল-গত করিতে চায়, বাহুবলে হিমালয়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে যায়, বুদ্ধিবলে উল্কারাশির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধায় এবং রোগের উপশম জন্য প্রাণীর পরম শত্রু বিষধরের বিষ খায়, সে মনুষ্যজাতির শরীর খানি কেমন, তাহা একবার ভাল করিয়া দেখিলে ভ্রমরাশি ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। এই অত্যদ্ভুত জীবের চৌদ্দপুয়া শরীর খানির ভিতরে কি কি পদার্থ আছে, এই কলেবরের ভিতরে কি কি কল আছে, একবার তত্ত্ব করিয়া দেখিলে ভাল হয় না? প্রথম দৃষ্টিতে যাহাকে কিয়দংশ মাংস, কথঞ্চিৎ রক্ত ও যৎকিঞ্চিৎ অস্থির সমষ্টি মাত্র বলিয়া বোধ হয়, তাহার ভিতরে কি ঐন্দ্রজালিক পদার্থ সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা সকলেরই জানা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে কেবল গর্ভমধ্যে শিশুর অবস্থা সম্বন্ধে গুটি কতক কথা বলিব। গর্ভই শিশুর প্রথম আধার ও আশ্রয়, সুতরাং শিশুর বিষয় বলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই গর্ভের বিবরণ বলা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। অন্য প্রস্তাবে অপরাপর কথা বলিব।

স্ত্রীজাতিকে প্রায় গর্ভের দশম মাস পূর্ণ না হইতে হইতে প্রসব করিতে দেখা যায়। কোন কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে দশম মাসের অধিক কাল গর্ভ ধারণ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ "দশ মাস দশ দিন মাতা ধরিল জঠরে" ইত্যাদি যে বচন প্রচলিত আছে, তাহাতেই গর্ভ ধারণের সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নরদেহতত্ত্ব যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন "দশ মাস দশ দিনের অধিক কাল প্রায়ই গর্ভধারণ করিতে হয় না।" যাহা হউক, গর্ভমধ্যে শিশু সন্তান যে দশটি দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গর্ভের প্রথম মাসে উদর পার্শ্বস্থ কুক্ষিদেশের কোন স্থানে বিন্দু বিন্দু শোণিত রাশি একত্রিত হইয়া মাকাল ফলের ন্যায় একটি বৃত্তাকার রক্তপিণ্ড সৃষ্টি করে, উহা দেখিতে গভীর লোহিত বর্ণের নহে, অলক্ত-সিক্ত জলের

ন্যায় লাল। ঐ বৃত্তের মধ্য স্থানটী দেখিতে শুভ্রবর্ণ হয়, এবং বোধ হয় যেন কিঞ্চিৎ জল কোন পাত্রে অবস্থিত রহিয়াছে। জলটি নির্ম্মল নহে; স্বচ্ছ সরোবরে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হইলে সরোবরস্থ নীর যে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, গর্ভস্থ ঐ জলের বর্ণ ঠিক তদ্রূপ। ঐ জলের উপরিভাগের কোন পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের একটি গোলাকার রেখা দেখা যায়। এই অবস্থা ঠিক গর্ভের সর্ব্ব-প্রথমাবস্থা বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। প্রথম মাসের শেষে শুভ্র অংশ আরও প্রশস্ত হয় এবং গোলাকার কৃষ্ণরেখা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পরিণত হইয়া উঠে। বর্ত্তুলাকার রক্তপিণ্ড এই সময়ে চতুষ্কোণীয় রূপ ধারণ করে এবং ইহার মধ্যে একটি সাদা রেখা ঈষৎ গোলাকারে ভিতরে ক্রমে ক্রমে প্রশস্ত হইতে থাকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাসে ঐ রেখা আরও কিছু প্রশস্ত হয়। দ্বিতীয় মাসে শিশুর আকারের সূত্রপাত হইতেছে দেখা যায়, মাথার ও পায়ের কিছু কিছু ভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্তকের উপরিভাগ ও পদ হইতে গণ্ডদেশ রক্তাক্ত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মাসে দুই হাত, দুইটি অন্ধ চক্ষুর রেখা এবং দুইটি পা ভালরূপে দৃষ্ট হয়; বাম হস্তের স্কন্ধদেশ ও পদ যুগলের অঙ্গুলির স্থান রক্তাক্ত থাকে। চতুর্থ মাসেও ঐ অবস্থা; কেবল বাম পায়ের সামান্য অঙ্গুলি ও চক্ষুর রেখা ভালরূপে দেখা যায়। পঞ্চম মাসে শিশুকে রাঠোরী মেষশাবক বলিয়া ভ্রম জন্মে, সমগ্র শরীর রোম-বিচ্ছিন্ন থাকে। মুখটি উর্দ্ধদিকে এবং শরীরের নিম্নভাগ উচ্চাসনোপরি অধিষ্ঠিত হয়, এই সময়ে শুভ্ররেখা ক্ষীণাকার হইয়া উঠে। ষষ্ঠ মাসে ডাইন দিকে মুখ এবং মস্তকের অর্দ্ধাংশ রক্ত-রাশিতে মগ্ন থাকে। সপ্তম মাসে হাত এবং পা বেশ সুস্পষ্ট দৃষ্ট হয়, মুখটি দেখিলে গম্ভীর প্রকৃতির লোক ধ্যানে নিমগ্ন বলিয়া অনুমান করা যায়, এখন মাথায় কিছু কিছু চুল জন্মিতে থাকে। অষ্টম মাসে ছেলেটির পূর্ব্বদিকে মুখ এবং পশ্চিম দিকে পা এইরূপ ভাবে শরীর অবস্থিত হয়; ঘাড়ে ও কাণের পার্শ্বে পাদ্রী সাহেবের ন্যায় পাতলা পাতলা দুই চারি গাছি চুল দৃষ্ট হইয়া থাকে। নবম মাসে মাথা নিম্নে এবং পা উপরে এইভাবে সর্ব্ব শরীর যেন ঝুলে, এই সময়ে রক্তপিণ্ড ঠিক বিলাতী রোইটানী কোম্পানির গিল্টি ফ্রেমের আয়নার মত আকার ধারণ করে। প্রসবের সময়ে আকার খুব প্রশস্ত হয়, ছেলে কিন্তু ঐ ভাবে থাকে।

নিউগিনি ও আণ্ডামান্।

এই দ্বীপ পৃথিবীর পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে, মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বদিকে ও অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে। ইহার পরিমাণ ফল ২০০,০০০ বর্গ মাইল। ইহা পর্ব্বত ও বনে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে এমত পর্ব্বতও আছে যে, তাহার শিখর দেশে অদ্যাপি কেহ আরোহণ করিতে পারে নাই। ওএন্ ষ্টান্‌লি পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। নারিকেল, তাল ও ইক্ষু এই দ্বীপে বহুল পরিমাণে জন্মে। ইহার দক্ষিণভাগে ওলন্দাজদিগের উপনিবেশ আছে; সুতরাং এ স্থলে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে এখানকার জলবায়ু ইউরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যোপযোগী। উপনিবেশিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখানে কাফির উত্তম চাষ হইতে পারে। আদিম নিবাসীদিগের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

পাঠিকা! গত কলিকাতা প্রদর্শিনীর ভারতবিভাগে দুই একটি বৃহৎ উলঙ্গ মৃন্ময় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন কি? ঐগুলি বঙ্গ উপসাগরস্থ আণ্ডামান্ দ্বীপবাসীদিগের প্রতিকৃতি। উহাদিগের প্রতিকৃতি তুলিয়া লইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উহাদিগকে আলিপুরের পশুশালায় আনয়ন করেন। আমরা এই অসভ্য দ্বীপবাসীদিগকে দেখিবার জন্য আলিপুরের বাগানে গিয়াছিলাম। উহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রাদি কিছুমাত্র নাই; কটি দেশের সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে এক এক খণ্ড বৃক্ষের বল্কল বাঁধিয়া রাখে। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের দেশে উহাদিগকে আনাইয়া স্ত্রীলোকটীকে ঘাগরা ও পুরুষটীকে পা জামা পরাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাদিগের মস্তক, চিবুক শ্মশ্রুর কেশ অতিশয় কুঞ্চিত। গাত্রের বর্ণ অতিশয় কৃষ্ণ, ও আকৃতি খর্ব্ব। বিদেশীয় বা অপরিচিত ব্যক্তিগণের প্রতি ইহারা প্রথমতঃ সখ্যভাবাপন্ন হয় না। আমরা অবগত হইয়াছিলাম যে, ইহারা পশুশালায় আসিয়া প্রথমতঃ যষ্টি কিম্বা কোন অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা দর্শকবৃন্দকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত। তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের চেষ্টায় এই উগ্রতা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হয়। আমরা যখন উহাদিগকে দেখিলাম, তখন উহারা পাইপে তামাক খাইতে, বিলাতী দিয়াশলাই ধরাইতে ও "পাইস" "পাইস" করিয়া লোকের নিকট পয়সা ভিক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এই প্রকারে উহাদিগের অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল। ইহারা অতি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে বাস করে। এই কুটীর এ প্রকার ভাবে নির্ম্মিত যে তাহাতে একটু শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদিও বৃক্ষপত্রে কুটীর নির্ম্মিত, কিন্তু অতিশয় বৃষ্টি হইলেও এক বিন্দু জলও উহার ভিতর পতিত হয় না।

উপরে আণ্ডামানবাসিগণ সম্বন্ধে যাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল, তাহার প্রায় অধিকাংশই নিউগিনিবাসী সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। ইহাদিগেরও চুল কোঁকড়ান; ইহারাও অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি প্রথমে খড়্গহস্ত হয়। কিন্তু ইহারা আণ্ডামানীদিগের মত উলঙ্গ অবস্থায় থাকে কি না তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; বোধ হয় কোন না কোন পরিধেয় ব্যবহার করিয়া থাকে, কারণ ওলন্দাজদিগের উপনিবেশ এই দ্বীপে আছে, ইংরাজেরাও ইহাদিগের মধ্যে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমুৎসুক আছেন, এমন কি অনেককে খৃষ্টিয়ানও করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইহারা ঘর বাড়ী ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারে, আণ্ডামানবাসীরা তাহার কিছুই পারে না; এরূপ স্থলে কোন না কোন প্রকার পরিধেয় ব্যবহার করাই সম্ভবপর।

এই উভয় জাতিই নরমাংসাশী। দ্বীপদ্বয়ের উৎপন্ন দ্রব্যজাত প্রায় একই প্রকার। ওলন্দাজ ও অপর অপর ইউরোপীয় জাতির যত্নে নিউগিনির লোকসমূহের যেমন এখন অনেক ভাবের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, ইংরাজদিগের আনুকূল্য তেমনি আণ্ডামানবাসী-দিগেরও মানসিক উন্নতির কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। আণ্ডামানবাসী-দিগের এই বিশ্বাস যে, দেবতাদিগের দ্বারা শুভ অনিষ্টের সম্ভাবনা। নিউ-গিনির লোক এবিষয়ে কিছু উন্নত বলিয়া বোধ হয়। এখানকার লোকের ধারণা যে, তাহাদিগের দেশ দেবদেবীর রম্য বিলাসভূমি। 'কনিতু' নামে সূর্য্য দেব সর্ব্বদেবতার প্রধান, যাহার কৃপা ব্যতীত ক্ষেত্রে বীজ জন্মায় না (ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, রৌদ্র ভিন্ন উদ্ভিজ্জাদি কোন প্রকারে জন্মায় না।) ইহাদিগের বায়ু, বরুণ, ইন্দ্রাদি দেবতা-গণও আছে। এই সকল দেবতা আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থিতি করেন, কিন্তু কখন কখন ইহাদিগের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরের তুঙ্গতম বেদিতে অধিরোহণ করিয়া জনসমাজে অবতীর্ণ হন। দেবালয় প্রতিষ্ঠাকালে মহা মহোৎ-সব হয় ও তাহাতে নৃত্যগীত ভোজ হইয়া থাকে। দেব দেবী পূজা না করিয়া ইহারা কোনও কার্য্যে অগ্রসর হয় না; এমন কি, তত্রত্য লোকের এই বিশ্বাস পাপ করিয়া এই পূজার বলে তাহা হইতে তাহারা অনায়াসে মুক্তিলাভ করে; দেবতাদিগের ক্রোধ নিবারণও পূজা দ্বারা হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের পরকাল ও স্বর্গের সুখ সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস ইহাদিগেরও প্রায় সেইরূপ। আমোদ নৃত্যাদিতে ইহাদিগের পার-মার্থিক সুখ পরিণত।

নারি! তোমার উপর পৃথিবীর ভাবী মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। লোকে যত সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিতেছে তত তোমাদ্বারা উপকৃত

হইতেছে। অসভ্য দেশে তোমার অবস্থা অতি শোচনীয়; সুতরাং তথায় তুমি অনেক বিপদের কারণ বলিয়া পরিচিতা আছ। এই যে নিউগিনি দ্বীপ; ইহার স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ কলহ ও রণপ্রিয়; এখানকার পুরুষজাতি ইহার বিপরীত, তাহারা নির্ব্বিরোধী। এখানে স্ত্রীলোক পুরুষদিগকে বিবাদে উত্তেজিত ও তাহাদিগকে শিথিলযত্ন হইতে দেখিলে ভীরু কাপুরুষ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তিরস্কার করিয়া থাকে। পূর্ব্বে একটি সামান্য কথায় মারামারি ও হত্যাকাণ্ড হইত, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে প্রাণ নষ্ট করিত, তদনুসারে সে প্রতিপত্তি লাভ করিত, নরমাংস ভোজে রণজয় সংঘোষিত হইত; কিন্তু এখন আর সেরূপ নাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের যত্নে অসভ্যজাতীয় লোকদিগের অনেক উন্নতি হইয়াছে, আরও হইবার সম্ভাবনা।

মায়ের প্রকৃত গুরুত্ব কিসে?

একশেষ দ্বন্দ্ব সমাসে "পিতরৌ" পদ না হইয়া "মাতরৌ" পদ হইয়া থাকে। বৈয়াকরণ পণ্ডিত এই পদের পোষকতায় টীকা করিয়াছেন যে "গর্ভধারণ পোষণাভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী" অর্থাৎ গর্ভ ধারণ ও পোষণ করেন বলিয়া মাতা পিতা হইতেও গরীয়সী। উল্লিখিত বাক্য রচয়িতা কোন্ অর্থে "পোষণ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আজ আমরা তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় ভূমিষ্ঠ শিশুকে স্তন্য দানে রক্ষা করেন বলিয়াই ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে আমরা বলিতে পারি যে বৈয়াকরণ টীকাকার, শিশুর প্রতি মাতার কর্ত্তব্যতার ঠিক পরিমাণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাই কিসে মায়ের প্রকৃত গুরুত্ব, তাহা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হন নাই। মাতা অতি কষ্টে জরায়ুমধ্যে প্রথম ডিম্বাকার রক্ত কোষ পিণ্ড, অবশেষে গর্ভের উন্নতাবস্থায় সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট এক নবকুমারকে স্বকীয় শোণিত দানে রক্ষা করিলেন, আবার যথাকালে যখন শিশু ভূতলে অবতীর্ণ হইল, তখন স্তন্য ও গাভী দুগ্ধ প্রদানে তাহাকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন, কেবল এই করিয়াই কি মাতা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন? কেবল ইহাতেই কি মাতার প্রকৃত গুরুত্ব? সর্ব্বস্রষ্টা ও রক্ষাকর্ত্তা পরম কারুণিক পরমেশ্বর সন্তান সম্বন্ধে যে দায়িত্ব জননীর শিরে অর্পণ করিয়াছেন,তাহা কেবল কি "গর্ভ ধারণ ও পোষণেই" পর্য্যবসিত হইতে পারে? না, তাহা পারে না। কেন পারে না?

আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাহারই যথাযথ মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইব। যে কারণেই হউক সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ পিতার স্নেহাপেক্ষা অধিকতর। কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায় যে পিতা সন্তানের বড় ধার ধারেন না। সন্তানের জন্মের পর তিনি পশ্বাদির মত সন্তান সহ জননীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সভ্য জাতির মধ্যে ঠিক ওরূপ কিছু না দেখিতে পাইলেও, পিতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিশুর উন্নতি সাধন জন্য ততটা সময় ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না। মাতৃহারা শিশুগণ ইহার স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে মাতৃহারা শিশুর যদি মাতৃ-অভাব পূর্ণ না হয়, মাতৃ স্থানে উপবেশন করিয়া যদি কোন রমণী তাহার জীবনের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ না করে, তাহা হইলে হয় ত তাহাকে অচিরেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। ঈশ্বর কৃপায় কেহ কেহ এই দুর্দ্দৈব সীমান্তে উপনীত না হইলেও পদে পদে বিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ফলতঃ যদি জননীজাতির হৃদয় নীরস পাথরের মত কঠিন হইত, এবং পুরুষগণ যেমন তেমনিই থাকিত, তবে ঈশ্বরের মানব সৃষ্টি রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে জননীর আত্যন্তিক অপত্য-স্নেহ এবং জনকের অপেক্ষাকৃত স্নেহাভাব প্রাকৃতিক নহে, উহা বিশেষ বিশেষ রূপে সমাজ গঠনের ফল মাত্র। আজ জনকগণ গৃহে প্রবেশ করিয়া জননীদিগের সহিত কার্য্য পরিবর্ত্তন করুন, দুই এক পুরুষের মধ্যেই পুরুষ ও নারীর প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আমরা দেখাইতে পারি যে এইরূপ কার্য্য পরিবর্ত্তন কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইলেও সর্ব্বতোভাবে তাহা অসম্ভব, বারান্তরে এই বিষয় সমালোচিত হইবে। কথঞ্চিৎরূপে কার্য্য পরিবর্ত্তিত হইলেই যে স্নেহের ন্যূনাধিক্য হইবে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। কুকি, ভিল ও গারো প্রভৃতি যে যে জাতির রমণীগণ মাঠে শস্যাদি রোপণ এবং সংগ্রহ করিয়া থাকে ও অর্জ্জিত পদার্থগুলি বাজারে লইয়া যাইয়া বিনিময় করে এবং পুরুষগণ অধিক সময় গৃহে থাকিয়া শিশুসন্তানের লালন পালন করে এবং গৃহের কিয়ৎ পরিমাণ কার্য্য করিতেও বাধ্য হয়, সেই সমস্ত জাতির মধ্যে জননীর সন্তানস্নেহের বিশেষ কোন ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না। এদিকে যে যে সভ্য জাতির অবলাগণ রুচিবিকৃতি বশতঃ "হাস্যজনক কার্য্যবিভাগ সূত্র" অবলম্বন করিয়া, স্বভাবের গলা টিপিতে টিপিতে সন্তানের লালন পালনের ভার অপর এক রমণীর হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন, তাঁহারাও জনকদিগের হইতে অধিকতর সন্তান-স্নেহের পরিচয় দিয়া থাকেন। এমন কি স্ত্রীজাতীয় পশুপক্ষীগুলিও পুরুষাপেক্ষা অধিকতর সন্তান-স্নেহের পরিচয় দিয়া থাকে।

ইহাদ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইতেছে যে জননীজাতির সন্তান-স্নেহাধিক্য প্রকৃতি-সম্ভূত এবং স্বভাবের সৃষ্টিকর্ত্তা অনন্তজ্ঞানী মহাপুরুষ জীবজাতি রক্ষার্থই এইরূপ বিধান করিয়াছেন। জননী যদি শিশুকে গর্ভে ধারণ এবং ভূমিষ্ঠ শিশুর শরীর পোষণ করেন, তাহা হইলেই কি শিশু সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া জাতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? না, তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ বলেন মানুষের যথাযথভাবে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই সুখ স্বাস্থ্যের নিদান-ভূত। তাঁহারা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উন্নতিসমূহকে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে জাতির লোকসমূহ এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে উদাসীন থাকিবে, সেই জাতি জীবনযুদ্ধে অচিরেই পরাস্ত হইবে। কেবল আংশিক উন্নতিসাধনে কোন ব্যক্তি, কিংবা কোন জাতি স্থায়ী ফললাভ করিতে পারে না। আমরা সময়ান্তরে এই বিষয়ের অবতারণা করিব। এখন দেখা যাউক, মা এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির কোন্ অঙ্ক অভিনয় করিতে বাধ্য? এই প্রশ্নের বিচার করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেখা উচিত যে উন্নতি শব্দের অর্থ কি? আজ যে ভাব আছে, কাল তাহা উৎকর্ষের দিকে পরিবর্ত্তিত হইলেই উন্নতির এক সোপান অতিক্রান্ত হইল অর্থাৎ আজি যাহা আছি, কল্য যেন তাহা অপেক্ষা ভাল হই, এইরূপে জীব নর প্রত্যেক দিকে এক এক সোপান অতিক্রম করিতে হইবে। অবশেষে শীর্ষস্থানে উপনীত হইলে উন্নতি কার্য্য সমাধা হইল। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধিই যখন পার্থিব জীবনের আরম্ভ, ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধিই যখন পরিবর্ত্তন, তখন সেই পরিবর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষের দিকেই হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু অজ্ঞ নিরাশ্রয় শিশু কি উৎকর্ষাপকর্ষের কোন তারতম্য করিতে পারে? অথবা শিশুর কি এইরূপ কোন শক্তি আছে, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে স্বাধীনভাবে চলিতে পারে? না, জননীর বিবেকই শিশুর বিবেক, জননীই শিশুর আদিগুরু। শিশুর হস্ত ধরিয়া জননী যেরূপ তাহার প্রত্যেক পদ বিক্ষেপ সাবধানে চালনা করেন, সেইরূপ শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্যও তিনি দায়ী। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সোপানশ্রেণীর কোন্ সোপানে কিরূপে পদ বিক্ষেপ করিতে হইবে, এমন কি কোন সোপানের পর কোন্ সোপানে উন্নয়ন করিতে হইবে, জননী সে সমস্ত শিশুকে শিক্ষা দিবেন। ইহা না করিয়া তিনি যদি কেবল শিশুর কান্তি পুষ্টিসাধনে যত্ন করেন, তাহা হইলে ঠিক জাতি রক্ষার যে পরিমাণ গুরুত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা তিনি যথোচিত বহন করিলেন না এবং কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখতার জন্য তিনি ঈশ্বরসমক্ষে দায়ী। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে জননী যদি স্বয়ংই

অজ্ঞ থাকেন, তবে কি করিয়া শিশুর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য সম্পাদন করিবেন? কিন্তু কার্য্যভার কাহারও উপর অর্পিত হইয়াছে অথচ তাহাকে যথোচিত শক্তি প্রদত্ত হয় নাই, সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরের রাজ্যে এইরূপ অদূরদর্শিতার পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। তবে কি না মানুষ নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ অনেক স্থানে "কাঁচা কাঁটাল পাকাইতে" নিরর্থক প্রয়াস পান। দশ বৎসরের বালিকা জননী হইবে, ইহা কি ঈশ্বরের দোষ, না মানুষের অজ্ঞতার ফল? বালিকা জননী, শরীরতত্ত্ব, মনস্তত্ব, নীতিতত্ব এবং ধর্ম্মতত্ত্বের কি জানে? কাজেই তাহার পক্ষে জননীর আসন গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র—কেবল বিড়ম্বনা নহে, অসাধু কার্য্য, যেহেতু তিনি অজ্ঞতা নিবন্ধন জাতি রক্ষার অন্তরায় হইয়া ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য করিতেছেন। অবলাগণ অশিক্ষিত থাকিয়া সন্তানের জীবন নাশের কারণ হইবে, ইহা কি ঈশ্বরের দোষ না স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী লোকদিগের দোষ? স্ত্রীগণ শরীরতত্ব শিক্ষা করুন, মনস্তত্ব অভ্যাস করুন, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে আদর্শ হউন, তাহা হইলেই তাঁহারা বাস্তবিক গুরুর কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন। বাস্তবিক মায়ের গুরুত্ব কেবল গর্ভধারণ ও সন্তানের শরীর পোষণ কার্য্যে নহে। মা সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করিয়া জাতি রক্ষা করিতে বাধ্য এবং এই কার্য্যেই তাঁহার গুরুত্ব। উল্লিখিত টীকাকার "মাতরৌ" পদের পোষকতা করিতে যাইয়া মায়ের গুরুত্বের ঠিক কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। আমরা ও "মাতরৌ" পদের সম্পূর্ণ পোষকতা করি, কিন্তু আমাদের পোষকতা কেবল গর্ভধারণ ও পোষণজন্য নহে, সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য। যদি কোন মাতা এই বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোন ক্রমেই পিতা হইতে উচ্চতর আসন পাইবার উপযুক্তা নন। কারণ পিতা যেরূপ সন্তানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উন্নতি সাধনের জন্য অধিক কিছু করেন না, সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে তাঁহার কোন কার্য্যে সন্তানের অমঙ্গলের কারণ গূঢ়ভাবে নিহিত থাকে না। কিন্তু মাতা স্নেহবিকৃতি বশতঃই হউক অথবা অজ্ঞতা বশতঃই হউক, সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করিয়া জাতিরক্ষার কথঞ্চিৎ অন্তরায় হইয়া পড়েন। কাজেই আমরা উল্লিখিত টীকাকারের মত একদেশদর্শী হইতে পারি না। আমরা বলি মায়ের গুরুত্ব সমভাবে শিশুর শরীর, মন, নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনে।

প্রেসিডেণ্ট গার্ ফিল্ডের জীবনের দুই একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা।

প্রেসিডেণ্ট গার্ফিল্ড কে, তাহা আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেই জানেন। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নানা গোলযোগবশতঃ তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই রহিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা সুবিধামতে তাঁহার জীবনের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে আমরা তাঁহার জীবনের দুই একটী ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র ক্রমে ক্রমে পাঠিকাগণের গোচর করিব। যদি কেহ বলেন, তাহাতে লাভ কি? তাহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনের সামান্য ঘটনার মধ্যেও তাঁহাদের মহত্ত্বের অনেকটা আভাস পাওয়া যায় এবং তাহা পাঠ করিয়া অপরের যথেষ্ট উপকারলাভের সম্ভাবনা।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আপত্তি ব্যতীত তাঁহার জীবন চরিত পাঠ সম্বন্ধেও আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। কেহ হয়ত বলিতে পারেন, প্রেসিডেণ্ট গার্ফিল্ডের জীবনচরিত পড়িয়া বামাবোধিনীর পাঠিকাদের কি উপকার হইবে? আমরা স্বকর্ণে কোন শিক্ষিতা মহিলার মুখে এরূপ আপত্তি শ্রবণ করিয়াছি। অতি অল্পদিন হইল আমরা তিন চারিজন বন্ধু একত্রে বসিয়া উইলিয়ম টেয়ার সাহেবের রচিত প্রেসিডেণ্ট গারফিল্ডের জীবন-চরিত বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে তাহা বঙ্গ মহিলাদের কোন উপকারে আসিতে পারে কি না এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলাম। তৎকালে আমাদের পূর্ব্বোক্ত মহিলাবন্ধু বলিলেন, "গার্ফিল্ডের জীবনচরিত পড়িয়া স্ত্রীলোক-দের কি হইবে? স্ত্রীলোকেরা ত আর প্রেসিডেণ্ট হইতে যাইতেছে না," আমরা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। কারণ, তাঁহার নিকট আমরা এরূপ আপত্তির প্রত্যাশা করি নাই। কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এরূপ কথা শোভা পায় না। কোন মহৎলোকের জীবন-চরিত পাঠের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে তিনি যাহা ছিলেন, আমাকে অবিকল তাহাই হইতে হইবে। আমাকে সেনাপতি হইতে হইলেই যে কোন বিখ্যাত সেনাপতির জীবনচরিত পড়িতে হইবে, নতুবা তাহাতে আমার কোন রূপ উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই, এ কোন্ কথা? যে সকল সদ্গুণের প্রভাবে এক ব্যক্তি কোন বিশেষ বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, সেই সকল সদ্গুণের সাহায্যে আর এক জন আর এক বিষয়ে

শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন, ইহা জানিয়া হৃদয়ে সেই সকল সদ্‌গুণ উপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা উৎপাদনের চেষ্টা করাই জীবনচরিত পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন একজন প্রেসিডেণ্ট, কি সেনাপতি, বৈজ্ঞানিক কি দার্শনিক বলিয়াই যে তিনি মহৎলোক ও তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যাঁহার চরিত্রে প্রকৃত মহত্ত্ব আছে, যাঁহার জীবনে যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, তিনি উন্নত পদবীর লোক হউন আর না হউন, তিনিই যথার্থ মহৎ এবং তাঁহার জীবনচরিত পাঠে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরই উপকারের সম্ভাবনা আছে। প্রেসিডেন্ট গারফিল্‌ডের জীবনে সেই মহত্ত্ব ছিল। সুতরাং তাঁহার জীবনচরিত পাঠে যিনি প্রেসিডেণ্ট হইবার আশা বা ইচ্ছা রাখেন না, অথচ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের প্রয়াস করেন, তাঁহার যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

এতদ্ব্যতীত গারফিল্ডের জীবনচরিত পাঠে যে মহিলাগণের বিশেষ উপকার হইতে পারে এরূপ আশা করিবার আর একটী কারণ আছে। তাঁহার মাতা একজন উচ্চদরের স্ত্রীলোক। গারফিল্ডের চরিত লেখক তাঁহাকে "(Wisest of mothers)" "জননীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানবতী" বলিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবে ও উপদেশের গুণে গারফিল্ডের জীবন অনেক পরিমাণে গঠিত হইয়াছিল। গারফিল্‌ডের বাল্য-জীবনের আখ্যায়িকার মধ্যে তাঁহার মাতার সদ্বিবেচনা, সহিষ্ণুতা, ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর প্রভৃতি সদ্‌গুণের এমন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় যে কেবল তাহার অনুরোধেই প্রত্যেক স্ত্রীলোকের গারফিল্‌ডের জীবনচরিত পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ভূমিকাটী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইল। কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের বন্ধুর যে ভ্রমের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, আর কেহ পাছে সেই ভ্রমে পতিত হন, সেই ভয়ে এত কথা বলিতে হইল। সুখের বিষয় আমাদের পূর্ব্বোক্ত বন্ধু শীঘ্রই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

গারফিলড বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত আত্ম-নির্ভরশীল ছিলেন। অথচ তাঁহার বিন্দু মাত্র অহঙ্কার অথবা নিজের ক্ষমতার উপর অযথা বিশ্বাস ছিল না। তাঁহার যে অহঙ্কার করিবার কিছু আছে, তাহা তিনি জানিতেনই না। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত সরল ছিল। অতি অল্পবয়স হইতেই তাঁহাকে কৃষি-কর্ম্মের সহায়তা করিতে হইত। কিন্তু "অমুক কর্ম্ম পারিব না"—এরূপ কথা তাঁহার মুখে কখনও শুনা যায় নাই। এই জন্যই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার মাতার মনে বিশেষ আশা হইয়াছিল। তিনি কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পর একদিন তাঁহার মস্তকে অনেক কঠোর ভার পড়িয়াছিল।

সেই দিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন ;—

"জেম্‌স্! কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে, তাহা পারিবে কি না তাহা স্থির করাতেই, অর্দ্ধেক কাজ সমাধা হইয়া যায়। আমার পিতা প্রায়ই একটী অতি প্রাচীন প্রবাদবাক্য বলিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিতেন যে, 'ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়।'"

জেম্‌স্ তাঁহার মাতার কথা শেষ হইতে না হইতেই বলিয়া উঠিলেন, "ঐ প্রবাদ বাক্যের অর্থ কি?"

মাতা বলিলেন "উহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে বাস্তবিক ইচ্ছুক হয়, সে সেই কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পাদন করিবে অর্থাৎ, যে বালক নিজের উপর নির্ভর করে, এবং বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, সে তাহার কার্য্য নিশ্চয়ই সমাধা করিবে। তুমি সেরূপ করিতে পারিবে ত?" এই বলিয়া মাতা পুত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

জেমস্ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "পারিব।" জেম্‌সের মাতা বলিতে লাগিলেন,—

"নিজের উপর নির্ভর করিবে। তোমার হাতে যে কাজ আছে, তাহা করিবার সামর্থ্য তোমার আছে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে; তাহা হইলে সে কাজ সহজেই সম্পাদিত হইবে। লোকে কথায় বলে, 'যে আপনার উপায় আপনি দেখে, ঈশ্বর তাহার সাহায্য করেন'; এবং আমি এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করি। তোমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে পরমেশ্বর আমাকে আশ্চর্য্য রূপে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। আমি এই অরণ্যে কিরূপে প্রাণ ধারণের উপায় করিব তাহা বুঝিতে পারি নাই; অথচ কেমন করিয়াই বা এখান হইতে অন্যত্র জীবন রক্ষা করিব তাহারও উপায় দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যখনই আমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিজের উপায় নিজে দেখিতে আরম্ভ করিলাম, তখন হইতেই আমি অনায়াসে সকল কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ হইলাম। আমি যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা অনেক সুখে আমাদের দিন কাটিয়াছে; এবং তাহার প্রধান কারণ এই যে আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে 'ইচ্ছা থাকিলেই তাহার উপায় হয়।' আমরা যদি সাধ্যমত চেষ্টা করি, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

জেম্‌স্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা যদি সাধ্যমত চেষ্টা না করি, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন?"

মাতা উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে আমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইব; এবং তাহাই আমাদের পক্ষে

সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক বিপদ্। তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিন্ন আমরা কোন কার্য্যই ভালরূপে করিতে পারি না।"

জেম্‌স্ বোধ হয় এই কথা শুনিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন যে, পরমেশ্বর কৃষকদিগকে সাহায্য করেন কি না। তিনি মাতাকে বলিলেন, "আমি মনে করিতাম, পরমেশ্বর মানুষকে কেবল ভাল হইতেই সাহায্য করেন।"

জেম্‌সের মাতা বলিলেন, "পরমেশ্বর মানুষকে সকল বিষয়েই ভাল হইতে সাহায্য করেন—ভাল ছেলে, ভাল মানুষ, ভাল কর্ম্মকার, ভাল চিত্রশীল, ভাল কৃষক, ভাল শিক্ষক, সকল প্রকার কার্য্যেই ভাল হইতে সাহায্য করেন এবং তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা কোন বিষয়েই ভাল হইতে পারি না।"

জেম্‌স্ একাগ্রচিত্তে মাতার প্রত্যেক কথা শুনিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগল, যেন তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে তিনি ও পরমেশ্বর দুই জনে মিলিয়া আবশ্যক সমস্ত কৃষিকার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

তাঁহার মাতা বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি যদি একটা কাজ ভাল করিয়া করিতে পার, তাহাহইলে আর একটা কাজও ভাল করিয়া করিতে পারিবে, এবং এইরূপে সকল কাজই ভাল করিয়া করিতে পারিবে। তুমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে যে যে কার্য্যই সমাধা করিতে চাও, তাহাতে তোমার নিজের চেষ্টা আবশ্যক এবং এইরূপে তুমি নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখিবে। ইহাই তোমার নিজের শক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবার একমাত্র উপায়।"

যে বয়সে আত্মনির্ভর সম্বন্ধে উপদেশ দ্বারা বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা, সেই সময় হইতেই জেম্‌স্ তাঁহার গুণবতী মাতার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি আত্ম-নির্ভরের পথে চালিত হইয়াছিলেন এবং পরেও সমস্ত জীবন সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়া ছিলেন। তাঁহার উন্নতির সহায়তা করিবার কেহ ছিল না এবং কেহ তাঁহার সাহায্য করে, এরূপ ইচ্ছাও তিনি করিতেন না। যাহারা জীবন পথে চলিবার প্রথম উদ্যমেই ধনী পিতা বা আত্মীয়ের মুখ চাহিয়া অথবা বিশেষ অনুকূল অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, জেম্‌স্ তাহাদের মত ছিলেন না। তিনি বেশ বুঝিয়া ছিলেন যে যদি তাঁহাকে উন্নতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে আপনার উপায় আপনিই দেখিতে হইবে। বোধ হয় তিনি বাল্যকাল হইতে যদি তাঁহার গুণবতী ও ধর্ম্মনিষ্ঠা মাতার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ সদুপদেশ লাভ না করিতেন, তাহাহইলে হাজার বুদ্ধিমান হইলেও তিনি কখনই এতদূর

উন্নত হইতে পারিতেন না। সুমাতার উপদেশের ও বাল্য জীবনে সুশিক্ষার মূল্য যে কত তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় না।

বৈষ্ণব চরিত্র।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

তৃণ হইতে নীচ হইয়া, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, নিজের মান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্যের মান বর্দ্ধন করিয়া সর্ব্বদা হরি সংকীর্ত্তন করিবেক। উপরের শ্লোক বৈষ্ণব চরিত্রের আদর্শরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ চরিত্রের কয়েকটী মহাত্মার আখ্যায়িকা আমরা নিম্নে বর্ণনা করিব।

রূপ, সনাতন ও জীব এই তিন গোস্বামীর নাম, বোধ হয়, অনেকেই শুনিয়াছেন। রূপ ও সনাতন দুই সহোদর, সনাতন জ্যেষ্ঠ এবং জীব তাঁহাদিগের ভ্রাতুষ্পুত্র ও রূপ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য। সনাতন মালদহের অন্তর্গত রামকেলি গ্রামে ১৪১০ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৮০ শকে প্রাণত্যাগ করেন। ৭০ বৎসর পরিমিত জীবিত কালের মধ্যে ২৭ বৎসর মাত্র সংসারে ছিলেন, অবশিষ্ট ৪৩ বৎসর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। রূপ-গোস্বামী ১৪১১ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৮৬ শকে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ৭৫ বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে ২২ বৎসর গৃহে অবস্থান, অবশিষ্ট ৫৩ বৎসর ব্রাহ্মধামে বাস করিয়াছিলেন। জীব-গোস্বামী ১৪৫৫ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৫৪০ শকে মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮৫ বৎসর ব্যাপী জীবন-কালের মধ্যে ২০ বৎসর মাত্র গৃহে অবস্থান করেন, অবশিষ্ট ৬৫ বৎসর সন্ন্যাসীর অবস্থায় বৃন্দাবনে থাকিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মানুশীলন করিয়াছিলেন। তিন গোস্বামীরই—বিশেষতঃ জীবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল,—তিনজনেরই গ্রন্থাবলী ভক্তিরাজ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই তিন মহাপুরুষের আনুপূর্ব্বিক জীবনচরিত বর্ণন করা অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কেবল তাঁহাদের চরিত্রগত দুই একটী ঘটনা বিবৃত করিব, যদ্দ্বারা বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ বৈষ্ণব চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন এবং বৈষ্ণবতার বর্ত্তমান অবস্থা বা তৃতীয় সংস্করণটী কেমন হইতেছে, তাহা বিচার করিবারও কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইবেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের নূতন সংস্করণকে তৃতীয় বলিয়া উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাচীন সংস্করণ নারদাদি মহর্ষিগণ দ্বারা

প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রীচৈতন্য দেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই জন্যই বর্ত্তমান সংস্করণকে তৃতীয় বলা গেল, কিন্তু এই সংস্করণ প্রকাশকের নাম অদ্যাপি বাহির হয় নাই।

সনাতন চৈতন্য চরণে শরণ লইবার জন্য গৌড়েশ্বরের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বারাণসী উদ্দেশে বনপথে যাত্রা করিতেছেন। সঙ্গে ঈশান নামক একটী মাত্র সহচর। একদা প্রদোষকালে কোন গিরিসন্নিহিত কাননপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া রাত্রি যাপনার্থ আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছেন, এমন সময়ে কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে স্বকীয় অদূরবর্ত্তী ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। সনাতন অপরিচিত আগন্তুকের আগ্রহাতিশয় দর্শনে তাহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নিত্যসঙ্গী ঈশানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঈশান, তোমার নিকট কিছু সম্পত্তি আছে কি?" ঈশান কহিল,—"পনরটী স্বর্ণমুদ্রা আছে।" সনাতন কহিলেন,—"তুমি কি জন্য এই যমকিঙ্করী স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে আনিয়াছ?" বলিয়া ঈশানের নিকট হইতে পঞ্চদশটী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহার চৌদ্দটী আগন্তুককে প্রদান করিলেন, অবশিষ্ট একটী ঈশানকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন আগন্তুক কহিলেন,—"আমি গণনা দ্বারা তোমাদের নিকটস্থ এই স্বর্ণ মুদ্রার বিবরণ জানিতে পারিয়াছিলাম,—এই মুদ্রার জন্য অদ্য তোমাদিগকে হত্যা করিতাম। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুদ্রা প্রদান করিলে, ভালই হইল; আর তোমাদের প্রাণহানির শঙ্কা নাই। কিন্তু এখনও একটী মুদ্রা তোমাদিগের নিকট আছে। সনাতন অবশিষ্টটীও দিতে উদ্যত হইলে, ছদ্মবেশী দস্যু কহিল—"না, আমি তোমাদের মুদ্রা লইব না।" বলিয়া প্রদত্ত চৌদ্দটী মুদ্রাও ফিরাইয়া দিল। তখন সনাতন সমস্ত মুদ্রা ঈশানকে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন,—"তোমার এখনও ধন তৃষ্ণা দূর ও কৃষ্ণের চরণে আত্ম নিবেদন শিক্ষা হয় নাই, অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর। আমি একাকীই গমন করি।" ঈশান সনাতনের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া রোদন করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। সনাতন সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রভাতে নিঃসঙ্গ হইয়া লক্ষিত স্থানোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যাকালে হাজিপুরে উপনীত হইয়া রাত্রি যাপনার্থ তত্রত্য কোন উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক আন্তরিকে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই সনাতনের ভগিনীপতি অশ্ব ক্রয় করিবার উদ্দেশে হাজিপুর আগমন করিয়া ঐ উদ্যানে আহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গভীর নিশায় একটী পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার

র্ণ বিবরে প্রবেশ করায়, তিনি সেই স্বরের অনুসরণে সনাতনের সম্মুখীন হইলেন। তিনি রাজমন্ত্রী সনাতনকে ফকির বেশে তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া অতি কাতরভাবে হরিনাম করিতে দেখিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন দারুণ শীতকাল। শীত নিবারণার্থ সনাতনের রাজোচিত অঙ্গে চীর মাত্র দেখিয়া তাঁহার শোকাবেগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। তিনি সনাতনকে অবলম্বিত পন্থা পরিত্যাগ করাইবার জন্য যথোচিত যত্ন করিলেন। সনাতনের কৃষ্ণানুরাগ জলধির ন্যায় গভীর ও অচলের ন্যায় অটল। সুতরাং ভগিনীপতি মহাশয় নিজ অভীষ্ট সাধনে বিফল হইলেন। তখন সনাতনের ব্যবহার জন্য কয়েক খান শাল ও বনাত উপস্থিত করিলেন এবং তাহা সনাতকে গ্রহণ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সনাতন সে সকল সামগ্রী সন্ন্যাসীর অব্যবহার্য্য বলিয়া কোন প্রকারেই গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন আত্মীয় ব্যক্তি অনেক যত্নে একখানি ভোট কম্বলে সনাতনের অঙ্গ আবৃত করিয়া দিলেন। সনাতন আত্মীয়ের মনে ক্লেশ হইবার শঙ্কায় অগত্যা সে খানি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। পর দিন প্রভাতে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে বারাণসী উপস্থিত হইয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইলেন। সনাতন ব্রাহ্মণবংশে জাত হইয়াও গৌড়েশ্বরের সপ্রতাপ প্রবর্ত্তনায় ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও সনাতনের ম্লেচ্ছ ভাব। এই জন্য প্রথম সাক্ষাতে আপনাকে নীচাধম যবন বলিয়া চৈতন্য দেবের সম্মুখীন হইতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহার উৎকট হরিপ্রেম দর্শনে তাঁহাকে একেবারে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সনাতন দূরে পলায়ন করিলেন। চৈতন্য সনাতনের এইরূপ দৈন্য দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। কিন্তু ভোট কম্বলের প্রতি দৃষ্টি পতিত হওয়ায় "এখনও বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবশেষ আছে" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভোট কম্বলের প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন মহাপ্রভুর এ ইঙ্গিত বুঝিলেন। পরে গঙ্গাস্নানে গমন করিয়া দেখিলেন, একটী বৈষ্ণব একখানি ছিন্ন ও মলিন কন্থা তটে রাখিয়া স্নান করিতেছেন। সনাতন ভোট কম্বলখানির বিনিময়ে সেই কন্থা খানি গ্রহণ ও গাত্রে ধারণ করিয়া চৈতন্য দেবের নিকট গমন করিলেন। চৈতন্যদেব সনাতনের গাত্রে ছিন্ন কন্থাদর্শন করিয়া প্রচুর আনন্দাশ্রু বর্ষণ ও সনাতনকে নির্ভর আলিঙ্গন করিলেন। তখন সনাতন গৌরাঙ্গের অঙ্গস্পর্শে আপনাকে পবিত্র ও কৃতার্থ বোধ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রার্থী হইলেন।

চৈতন্যদেব তাঁহাকে বৃন্দাবনে অবস্থান ও অদ্বৈতবাদ নিরসন পূর্ব্বক ভক্তিতত্ত্ব স্থাপনার্থে গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আদেশ করিলেন। সনাতন সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বৃন্দাবন আশ্রয় করিলেন।

সনাতন বৃন্দাবনে গমন করিয়া প্রতিদিন এক এক বৃক্ষমূলে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। আজ যে বৃক্ষমূলে অবস্থান করেন, কল্য আর তথায় গমন করেন না। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। মধুকরের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পক্কান্ন সংগ্রহ করার নাম মাধুকরী বৃত্তি। এই সময়ে একদা পূর্ব্বাহ্নে যমুনাস্নানের পর কোন আশ্রমাভিমুখে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে পতিত একটী স্পর্শমণি দেখিতে পাইলেন। স্পর্শমণির গুণ সম্বন্ধে এ দেশে প্রাচীন প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ঐ মণির স্পর্শে অন্যান্য সমস্ত ধাতু স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এ কথায় যাঁহাদের অবিশ্বাস হইবে, স্পর্শমণিকে এক প্রকার বহুমূল্য রত্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে বোধ হয়, তাঁহাদের আপত্তি হইবে না। সনাতন সেই স্পর্শমণিকে স্পর্শ করিবেন না, কোন দরিদ্রকে দান করিবেন বলিয়া তাহা খর্পর খণ্ড দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলেন। ইহার পর বহুদিন গত হইল, স্পর্শমণির কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এমন সময়ে একদা মানকর নিবাসী জীবন নামক কোন সুদরিদ্র ব্রাহ্মণ সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু ধন প্রার্থনা করিলেন। সনাতন কহিলেন,—"ঠাকুর, আমি গাছতলার ফকির, দৈনিক ভিক্ষা আমার উপজীবিকা,—আমার নিকট ধন প্রার্থনা করিয়া আমাকে বিড়ম্বিত করেন কেন?" ব্রাহ্মণ কহিলেন—"আমি ধন প্রার্থনায় মহাদেবের আরাধনা করিলে, তিনি আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।" সনাতন এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর, আমার সহিত আসুন" বলিয়া ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া সেই খর্পর খণ্ডাবৃত স্পর্শমণির নিকট উপস্থিত হইলেন। বাম হস্তের তর্জ্জনী সঙ্কেতে দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ স্থানে অমূল্য নিধি আছে, গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করুন।" ব্রাহ্মণ প্রথম অনুসন্ধানে প্রাপ্ত না হইয়া সনাতনকে কহিলেন,—"আপনি হস্তে লইয়া আমাকে প্রদান করুন।" সনাতন কহিলেন,—"আমি স্নান করিয়াছি,—এখন উহা স্পর্শ করিব না। আপনি উত্তমরূপে সন্ধান করুন, ঐ স্থানেই পাইবেন।" ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার সন্ধান করিয়া নিধি পাইলেন। তখন অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া প্রস্থান করিলেন। সনাতন আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। বিপ্রবর স্বদেশ গমন করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"যে নিধি স্পর্শ মাত্রে অন্য ধাতু সুবর্ণ হইয়া যায়, সনাতন গোস্বামী সেই মণি স্পর্শ করা

দূরে থাকুক, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। আমি নরাধম, দেব আরাধনা করিয়া সেই ধন লাভ করিলাম। স্পর্শমণি পাইলে লোকে যেরূপ ধনী হয়, সনাতন তদপেক্ষা অধিক ধনী; নতুবা অমূল্য ধনকে কেমন করিয়া তুচ্ছ করিলেন?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বটেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়া পুনরায় তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনরায় সনাতনের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"প্রভো, আমি আপনার অভয়চরণে শরণ লইলাম,—আমাকে কৃপা করুন। আপনি যে ধনের গরিমায় স্পর্শমণি তুচ্ছ করিলেন,—আমাকে সেই কৃষ্ণ প্রেমধন প্রদান করুন,—আমি আপনার চরণে চির বিক্রীত হইলাম।" সনাতন ব্রাহ্মণের দৈন্য দর্শনে প্রীত হইয়া কহিলেন,—"ঠাকুর, সে ধন বড় দুঃখের ধন, আপনি তাহা পাইবেন না,—আপনি এই নিধি লইয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক আত্মীয় কুটুম্ব সহ পরম সুখে বিষয়রস ভোগ করুন।" ব্রাহ্মণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন,—"আপনি আমাকে বিষয় কূপ হইতে উদ্ধার করুন,—আমি বড় দীন।" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সনাতনের বিপ্রের প্রতি দয়া হইল। কহিলেন,—আপনি যদি এই স্পর্শমণি ত্যাগ করিতে পারেন, তবে আপনার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি।" বিপ্র এই কথা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্পর্শমণি যমুনা জলে নিক্ষেপ করিলেন। তখন সনাতন পরম প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে ব্রাহ্মণকে নির্ভর আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া আপনার সহচর করিলেন। সনাতন বৃন্দাবনে অবস্থান কালে কুব্জা মহিষীর প্রতিষ্ঠিত মদনমোহন নামক বিগ্রহের সেবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একজন ধনী বণিক ঐ মদনমোহনের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সনাতন জীবনের শেষভাগ সেই স্থানেই অতিবাহিত করেন।

(ক্রমশঃ।)

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে মহারাণী বিক্টোরিয়া ৬৬ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া ৬৭ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে কুশলে রাখুন।

২। এ বৎসর এলাহাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম* বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৩। মাদাগাস্কারের রাজ্ঞী রানা ভোলোনা দেশ হইতে মদ উঠাইয়া দিবার জন্য কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। ইঁহার সাধুচেষ্টাকে ধন্যবাদ।

৪। জাহাজে চড়িলে বমনাদি হইয়া এক প্রকার সামুদ্রিক রোগ হয়, প্রায় কেহই ইহার হাত এড়াইতে পারেন না। আমেরিকার এক ডাক্তার এই রোগ নিবারণের এক অতি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ছিপি দিয়া কর্ণের ছিদ্র বন্ধ করত সমুদ্রপথে চলিলে আর কোন অসুখের সম্ভাব থাকে না। নৌকা যাত্রীরাও ইহা পরীক্ষা করিতে পারেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কৃষি গেজেট—কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা। গত বৈশাখ হইতে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে এই পত্রিকাখানি মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে চাষবাস, শিল্প ও বাণিজ্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বিষয় লিখিত হইতেছে, এরূপ পত্রিকা সাধারণের আদরের সামগ্রী।

২। প্রকৃতি চর্চ্চা—শ্রীযুক্ত উমানাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে অনেকগুলি সার কথা অতি সরল ও সুন্দর ভাবে লিখিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। ইহা ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে।

বামাগণের রচনা।

স্ত্রীলোকদিগের নিকট একটী উপদেশ পূর্ণ কথা।*

আজি তোমাকে একটী গল্প লিখিয়া পাঠাইতেছি। গল্পটী আমার রচিত নয়, ইহা সেক্ষপীয়র নামক ইংরাজী কবির "মুখরার দমন" নামক এক খানি নাটক হইতে সংগৃহীত। মূলগ্রন্থে ইহা অনেক বড়। অনুবাদ করা সকলের পক্ষেই দুঃসাধ্য, আমি দুই চারিটী কথায় গল্পটী বলিয়া কেবল শেষ ভাগের একটি স্থান মাত্র অনুবাদ করিব।

প্রসিদ্ধ ইতালি দেশের পেডুয়া নামক নগরে ব্যাপটিস্টা নামক কোন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার ষোড়শ ও অষ্টাদশ বর্ষীয়া অতি সুন্দরী দুই কন্যা ছিল। বড়টীর নাম কেট, ও ছোটটীর নাম বিয়াঙ্কা। তাহাই

* কোন মহিলা স্বামীর নিকট সেক্ষপিয়ার নাটকের উপন্যাস পড়িয়া আপনার কোন আত্মীয়াকে তাহার সার মর্ম্ম লেখেন, তাহাই প্রকাশিত হইল। বা, বো, স।

বিবাহ হয় নাই, তাহার কারণ এই যে বড় কন্যাটী পিতার আদর পাইয়া অত্যন্ত বিগড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার স্বভাব অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সে অত্যন্ত একগুঁয়ে ও রাগী ছিল এবং যাকে তাকে কটুকথা বলিয়া গালি দিত ও তাহাদের সহিত কলহ করিত। সুতরাং কেহ বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিলে উহার স্বভাব দেখিয়া বিবাহ করিতে চাহিত না। তাহার ছোট ভগ্নী বিয়াঙ্কা অতি ধীর ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে ছিল। যাহারা বিবাহ করিতে আসিত, তাহারা বিয়াঙ্কাকেই বিবাহ করিতে চাহিত। কিন্তু জ্যেষ্ঠার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠার বিবাহ কি প্রকারে হইবে ?

কিছুদিন পরে দুইজন ভদ্রলোক উহাদিগের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়েই বিবাহের প্রার্থী। ব্যাপটিসা প্রথমে কেট্‌কে দেখাইতে আনিলেন। কেট্ ভদ্র লোকদিগের সম্মুখে আসিয়াই, তাঁহাদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। ভদ্রলোকেরা তাহার ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন, তাহার পিতা বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। তৎপরে তাঁহার অপর কন্যা বিয়াঙ্কাকে আনাইলেন। তাহার ধীর ও মৃদু স্বভাব দেখিয়া উভয়েই বিমুগ্ধ হইলেন এবং আমার সহিত ইহার বিবাহ দিন বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ব্যাপটিসা বলিলেন আপনাদিগের মধ্যে যিনি আমার বড় কন্যার বিবাহ দিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহারই সহিত আমার ছোট কন্যার বিবাহ দিব। আর যে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করিবে, তাহাকে আমার অর্দ্ধেক বিষয় দিব। ইহা শুনিয়া ভদ্রলোকদ্বয় উহাকে বিবাহ করে, এমন লোক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন।

কেটের মনোগত ভাব বিবাহ হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। যদিও সে এরূপ মুখরা ও কটুভাষিণী ছিল কিন্তু তাহার মন বড় উচ্চ। সে অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিল। যদিও তাহার ছোট ভগিনী বিয়াঙ্কা মৃদুস্বভাবের ছিল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ এরূপ সরল ছিলনা। বিয়াঙ্কা নিজের স্বার্থ বেশি বুঝিত, অন্যের নিকট ভাল হইয়া যাহাতে নিজের কার্য্য সাধিয়া লইতে পারে, ইহাই তাহার মনোগত ভাব। কিন্তু কেট উদার প্রকৃতির ছিল, সকলকে সমান ভাবে দেখিত, যাহাকে যাহা উচিত, তাহা ভালই হউক, আর মন্দই হউক, বলিবেই বলিবে। এই জন্য তাহাকে সকলেই ঘৃণা করিত। তাহার অন্তঃকরণের উচ্চাশয়তা কেহই বুঝিত না। কেট্ নিজের গুণ নিজে জানিত এবং অন্তরে এই অভিমান করিত যে তাহার এমন অন্তঃকরণ লোকে বোঝে না, লোকে তাহার অসদ্‌গুণের প্রতিই দৃষ্টি করে। এই জন্যই সে ক্ষুব্ধ হইত। কিছু দিন ক্রোধ পরবশ হইতে হইতে ক্রোধ

তাহার স্বভাব হইয়া গেল। সে অল্পেতেই রাগিয়া উঠিত, ও লোককে কটু কহিত। এই কারণেই তাহার বিবাহ হয় নাই।

এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে ক্রমে পিট্রুকিও নামে এক যুবা উহাদিগের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বেই কেটের কথা শুনিয়াছিলেন এবং বলিলেন আমি, কেট্‌কে বিবাহ করিব। ব্যাপটিসা কেট্‌কে দেখাইতে আনিলেন। কেট্‌, আসিয়াই গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। পিট্রুকিও হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, বড়ই মিষ্ট কথা বলিতেছ। কেট্‌ যতই কটু কথা বলেন, পিট্রুকিও ততই আমোদ করেন। পরিশেষে কেট্‌ রাগে অন্ধ হইয়া পিট্রুকিওকে এক ঘুঁসি মারিল, পিট্রুকিও তৎপরিবর্ত্তে উহাকে আদর করিতে লাগিলেন। ব্যাপটিসা উঠিয়া কোন কার্য্যের জন্য অন্য ঘরে গেলেন। উহারা নির্জ্জনে সেই স্থানে রহিলেন। পিট্রুকিও জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন কেট্‌, আমাকে বিবাহ করিবে?" কেট্‌ বলিল "তুমি যমের বাড়ী যাও।" ব্যাপটিসা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন কেট তোমাকে বিবাহ করিতে চাহে? কেট্‌ বলিয়া উঠিল যম উহাকে বিবাহ করিবে। পিট্রুকিও বলিলেন কেট্‌ আমাকে বিবাহ করিবে, আপনার সম্মুখে লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না। আমি কল্য আসিয়া উহাকে বিবাহ করিব। এই বলিয়া পিট্রুকিও প্রস্থান করিলেন।

পর দিবস ব্যাপটিসা বিবাহের আয়োজন করিলেন। নিরূপিত সময় অতিবাহিত হইয়া গেল, তবু পিট্রুকিও আসেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে পিট্রুকিও অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত। যতক্ষণ পিট্রুকিও না আসিয়াছিলেন, কেট অত্যন্ত ভাবিত ছিল। তাহার কারণ এই যে, যদিও এ বিবাহে তাহার অনিচ্ছা ছিল, কিন্তু এক ব্যক্তি বিবাহ করিব বলিয়া বিবাহ করিল না, ইহা তাহার প্রাণে সহ্য হইবে না। এই বলিয়া সে অগত্যা পিট্রুকিওকে বিবাহ করিল। আশ্চর্য্য ঈশ্বরের মহিমা, বিবাহের পর হইতে কেট্‌ পিট্রুকিওকে ভাল বাসিল, কিন্তু প্রকাশ করিল না।

বিবাহ হইয়াছে বটে, কিন্তু কেটের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেট্‌ যে কেট্‌, সেই কেট্‌ই আছে। পিট্রুকিও কেটকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কেট্‌ কিছুতেই যাইবে না। পিট্রুকিও চাকরকে ঘোড়া আনিতে বলিলেন। ঘোড়া সজ্জিত হইয়া আসিল। হঠাৎ কেটকে ঘোড়ার উপর উঠাইয়া দিয়া সেই ঘোড়াতে নিজে উঠিয়া, বেগে চালাইয়া দিলেন। আট ক্রোশ অন্তরে নিজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেটের পিতা কেট্‌কে লইয়া যাইবার সময় কোন বাধা দেন নাই। ভাবিয়া-

ছিলেন ছুষ্টা সরস্বতী বিদায় হইলেই বাঁচি।

এখানে পিটুকিও বাটীতে আসিয়াই চাকরদিগকে আহারীয় দ্রব্য আনিতে কহিলেন। (ইংরাজেরা স্ত্রী পুরুষে একত্রে আহার করে বোধ করি তাহা জান)। টেবিলের উপর উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকল স্থাপিত হইল। পিটুকিও কেটকে কতই আদর করিতে লাগিলেন, কহিলেন, আহা! ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া তোমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে। তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা লাগিয়াছে, আহার কর। কেট্ দুই চারি গ্রাস খাইতে না খাইতেই পিটুকিও চাকরদিগকে ধমকাইতে লাগিলেন, বলিলেন, মাংস সুসিদ্ধ হয় নাই, উঠাইয়া লইয়া যাও। কেট্ বলিল, কই কাঁচা নাই তো, অতি উত্তম রন্ধন করিয়াছে। পিটুকিও বলিলেন, আমি দেখিতে পাইতেছি উহা কাঁচা আছে, খাইলে অসুখ করিবে। খাবার উঠাইয়া লইয়া গেল। কেট্ ক্ষুধায় রহিল। রাত্রিতে কেট্‌কে ঘুমাইতে দিলেন না। প্রত্যহই খাবার সময়েও নিদ্রার সময়ে এইরূপ করেন। কিছু দিনের মধ্যে কেট্ কাতর হইয়া পড়িল। কেটের আর সে তেজ নাই, আর সে ক্রোধ নাই। কেট্ আর সে কেট্ই নয়। কেট্ নিরীহ ভাল মানুষ হইয়া পড়িল। কোন কথায় সমান উত্তর করে না, স্বামী যাহা বলেন তাহাই করে। এমন কি চেঁচাইয়া কথা কহে না।

কেটের পরিবর্ত্তন দেখিয়া পিটুকিও সন্তুষ্ট হইলেন। একদিন বলিলেন চল কেট তোমাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাই। বেলা দুই প্রহরের সময় উভয়ে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে পিটুকিও বলিলেন, দেখ কেট, ঐ যে চন্দ্র দেখিতেছে উহা কেমন সুন্দর। কেট্ বলিল ওতো চন্দ্র নয়, ওযে সূর্য্য। পিটুকিও বলিলেন আমি বলিতেছি উহা চন্দ্র, অতএব উহা চন্দ্র, তুমিও বল উহা চন্দ্র, নতুবা চল বাটী ফিরিয়া যাই। কেট বলিলেন বুঝিয়াছি, উহা চন্দ্র, আমি আর কখনও তুমি যাহা বলিবে তাহার বিপরীত বলিব না।

(ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৬ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯২—জুলাই ১৮৮৫। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িকপ্রসঙ্গ।

স্ত্রীব্যায়ামশালা—প্রায় ২০ বৎসর হইল ইহা লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার ছাত্রীসংখ্যা প্রায় ৫০টী। ব্যায়াম-দ্বারা ছাত্রীদের "শরীরের অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাঁহারা সুস্থকায়া ও বলবতী হইয়া সুখী হইয়াছেন।" গত মার্চ্চ মাসে সমারোহে ইহাদিগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। সুন্দর ও বলিষ্ঠ সন্তানের মাতা হইতে হইলে স্ত্রীলোকদের ব্যায়ামচর্চ্চা নিতান্ত আবশ্যক।

সুরাদলনী—আমেরিকায় দেড়লক্ষ রমণী সুরাপান নিবারণার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহারা শ্বেত ফিতা ধারণ করেন। ইহাদের যত্নে শত সহস্র মদের দোকান বন্ধ হইয়াছে এবং মাদকতার বিরুদ্ধে আইন হইয়াছে।

রুসীয় নাইটিঙ্গেল— সেনাপতি কোমারফের অনুরোধে ওডেসা হইতে ১৫টী, মস্কো হইতে ২৫টী এবং সেণ্ট পিটসবর্গ হইতে ৩০টী রমণী পীড়িত ও আহত সৈন্যদিগের শুশ্রূষার জন্য মধ্য আসিয়ায় আসিয়াছেন।

রাজকুমারী বিট্রিস— জর্ম্মণির প্রিন্স হেনরী অব ব্যাটেনবর্গের সহিত এই কনিষ্ঠা রাজকুমারীর বিবাহ জুলাই মাসেই স্থির আছে। পার্লিয়ামেণ্ট ইহাকে ৭২০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিবেন স্থির করিয়াছেন।

মে মাসিক সভা—বিলাতে ধর্ম্ম ও সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্বন্ধীয় যত সভা আছে, মে মাসে তাহাদিগের সাংবৎসরিক অধিবেশন হয়। গত মে মাসের দুই একটী সভার বিবরণ উল্লেখ যোগ্য :—

(১) লণ্ডন মিসনরী সোসাইটী—ভারত, চীন ও আফ্রিকায় ইহাদিগের কার্য্যক্ষেত্র আছে। ভারতে ইহাদিগের অধীনস্থ বিদ্যালয় সকলে ১,৩০,০০০ বালক ও ৪৭০০০ বালিকা পাঠ করিতেছে। বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকা। ইহারা মাদাগাস্কর ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কার্য্য খুলিবার চেষ্টায় আছেন।

(২) র‍্যাগেড স্কুল ইউনিয়ন—দরিদ্রদিগের জন্য এই সভার ১৮৭টী স্কুল ও প্রচার গৃহ ও ২০৩টী রবিবাসরীয় বিদ্যালয় আছে, ছাত্রসংখ্যা ৪০,২০৯, দৈনিক বিদ্যালয় ৪৬টী ছাত্রসংখ্যা ৫৩১২, নৈশ বিদ্যালয় ১৫০, ছাত্রসংখ্যা ৯২১৬, শ্রমজীবী বিদ্যালয় ৯৭, ছাত্রসংখ্যা ৩০১৩ জন। এই সকল বিদ্যালয়ে ১৫৪ জন বেতনভোগী শিক্ষক, ৩২৯১ জন বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়া থাকেন। গত বর্ষে ৭৭৩ জন ছাত্র কার্য্য পাইয়াছে। ৬০ হাজার টাকার অধিক দাতব্য আদায় হইয়াছে।

(৩) ট্রাক্ট সোসাইটী—ইহার ৮৩ সাংবৎসরিক হইয়া গিয়াছে। এই সভা হইতে ১৭২টী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ৮ কোটীর অধিক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচারিত হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি—লণ্ডনে অল্পদিন হইল, একটী তৃতীয়তল গৃহে আগুন লাগিয়া একটী পরিবারের পিতামাতা পুড়িয়া মরেন। তাঁহাদিগের ৩টী পুত্র, সর্ব্বকনিষ্ঠের বয়স ৩ বৎসর মাত্র। আলিস এরিস নাম্নী এক যুবতী সেই বাটীতে থাকিতেন, মৃতদিগের কোন সম্পর্কীয় নন। তিনি শিশু তিনটীকে বাঁচাইবার জন্য দহ্যমান গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কয়েকটী মাদুর নীচের তলে ফেলিয়া দেন, পরে এক একটী শিশুকে ধরিয়া সেই মাদুরের উপর ফেলেন, অবশেষে গৃহ হইতে নিজে লাফাইয়া পড়েন। তিনি পা ভাঙ্গিয়া মরিয়া যান, সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুটীরও মৃত্যু হয়; কিন্তু অপর ২টী শিশু বাঁচিয়া গিয়াছে। এই রমণীর সৎসাহস ও ত্যাগশীলতার স্মরণচিহ্ন স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

কাশ্মীরে ভূমিকম্প—কস্মিন্‌কালে এ প্রদেশে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা হয় নাই। গত ৩০এ মে প্রথম কম্পনে সোপার ও বারামূলা নামক দুইটী নগর ধ্বংস ও তাহাতে ৪০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। শেষোক্ত নগরের নিকট এক প্রসিদ্ধ বুদ্ধমন্দির ছিল, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হয়, তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। অনেক গ্রাম নষ্ট হইয়াছে। জল ও কর্দ্দমের প্লাবন। ভূমি সকল কোথায়ও ১৫।২০ ফিট উচ্চ, কোথায়ও গভীর গহ্বরে পরিণত। মৃত্যুসংখ্যা এ পর্য্যন্ত ২২৮১ হইয়াছে, আজিও মধ্যে মধ্যে ভূ-কম্পন হইতেছে। কাশ্মীরের মহারাজ হাঁস-পাতাল আদি করিয়া আহত ও বিপন্ন-দিগের শুশ্রূষা করিতেছেন।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে— ১লা

জুলাই হইতে খুলিবার কথা। ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ প্রায় ১০০ মাইল, ৪৫ ঘন্টায় যাওয়া যাইবে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে সম্বন্ধে বিলাতে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়—নূতন রেলওয়ের জন্য ১০ কোটী টাকা মঞ্জুর হইয়াছে, ইহার ৫ কোটী বেলুচিস্থানের বোলান পাসের রেল-কার্য্যে ব্যয় হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতের এত অর্থশ্রাদ্ধ কেন? সিন্ধুনদ ও সলিমান পর্ব্বতকে পশ্চিম সীমা করিয়া রাজপুরুষেরা কি আপনাদিগের শক্তি দৃঢ় ও ভারতের কল্যাণসাধনে মনোযোগ করিতে পারেন না?

রুষ ইংরাজ যুদ্ধ—আর হইবার সম্ভাবনা নাই। সন্ধি-প্রস্তাবে উভয় জাতিই সম্মত হইয়াছেন। সন্ধির নিয়ম সকল স্থির হইতেছে। চীন ও জাপান এই সন্ধির জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত।

মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন—ইংলণ্ডে ৬ বৎসর অন্তর নূতন পার্লেমেণ্ট ও তৎসহ নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়া থাকে। মহাত্মা গ্লাডষ্টোন ও তাঁহার উদারনৈতিক সহচরগণ ৫ বৎসর ৩ মাস কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগের প্রণীত আবকারী সংক্রান্ত একটী আইনের পাণ্ডুলিপি পার্লিয়ামেণ্টে অগ্রাহ্য হওয়াতে, পদত্যাগ করিতেছেন। মহারাণী রক্ষণশীল দলকে আগামী নবেম্বর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট চালাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছেন। উদারনৈতিক গবর্ণমেণ্ট হইতে ভারতের অনেক কল্যাণের সূত্রপাত হইয়াছে। রক্ষণশীল দলের নামে আমাদের ভয় হয়। আমরা আশা করি, নূতন পার্লেমেণ্ট গঠনকালে প্রথমোক্ত দলেরই জয় হইবে।

শিল্পাদি প্রদর্শন—(১) ২০ বৎসর হইল বিলাতে নূতন উদ্ভাবিত শিল্পকার্য্যের প্রথম প্রদর্শন হয়। এতদিন পরে সম্প্রতি আর একটী প্রদর্শন হইয়াছে, তৎসঙ্গে বাদ্যযন্ত্রাদিরও একটী বিভাগ প্রদর্শিত হয়। যুবরাজ ইহা খুলিয়াছেন। আহ্লাদের বিষয়, এক জন আইরিস রমণী অনেকগুলি স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া যে আশ্চর্য্য জরীর কাজ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। (২) Royal Academy রাজকীয় চিত্রশালিকায় বৎসর বৎসর নূতন ছবি প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এ বৎসরও হইয়াছে। যুবরাজ কেম্ব্রিজের ডিউক ও বিদেশীয় রাজদূত প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় কত যে সুন্দর ছবি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। (৩) মান্দ্রাজে শুচিকার্য্য প্রদর্শনী তত্রত্য গবর্ণরের পত্নী খুলিয়াছেন, বিজয়নগরমের ও ত্রিবোঙ্কুরের মহারাণী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহিলারা দেখিতে যান। ৪০টী পারিতোষিক ছিল, ২৮টী নমুনা বিশেষ প্রশংসিত

হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের শিল্প কার্য্য প্রতি বৎসর প্রদর্শিত হইবার ব্যবস্থা হইলে বড়ই উপকার হয়।

মহতের প্রতিহিংসা।

এক সময়ে অর্দ্ধসভ্য ও উদ্ধত মুসলমান বীরেরা জয়পতাকা হস্তে লইয়া সুদূর ইউরোপ খণ্ডে গমন করতঃ স্পেন সাম্রাজ্যের দ্বার দেশে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে স্পেনে ফরাসীদিগের প্রভুত্ব অটুট ভাবে বিরাজিত ছিল। মুসলমানেরা তথায় সৈন্য সামন্ত সহ উত্তীর্ণ হইলে, মেশীলার নামে এক জন ফরাসী বীর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু শেষে পরাজিত হইয়া যবন-সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক কোন দূর প্রদেশে নির্ব্বাসিত হয়েন। এই ফরাসী বীর দেখিতে যেমন সুন্দর, বিদ্যা এবং সচ্চরিত্রতাতেও তেমনি মহৎ ছিলেন। তাঁহার মানসিক বল ও হৃদয়ের মহত্ব আজিও ফরাসী দেশে তাঁহার নামটীকে পারিবারিক বাক্য-মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, মেশীলার নির্ব্বাসিত হইয়া কোন সুদূর প্রদেশে মুসলমান-অধীনে বন্দী হইলেন, এবং তত্রত্য কঠোর নিয়মাবলীর বশবর্ত্তী হইয়া যৎসামান্য মাত্র আহারে উদর পরিপূরণ করতঃ, প্রভাত হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত একটি রাজকীয় উদ্যানে দাসের ন্যায় মৃত্তিকা খনন, বীজ বপন, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা কালাতিপাত করিতেন। তিন বৎসরের জন্য তাঁহার নির্ব্বাসনের আদেশ হয়; এবং তিন বৎসর পরে তাঁহাকে পুনরায় মুসলমান শাসনকর্ত্তার সম্মুখে আনয়ন করিবার অনুজ্ঞা দেওয়া হয়।

ইহার কিছুকাল পরে মুসলমান শাসনকর্ত্তা এক দিন তরণীযোগে নদীতে বায়ুসেবন জন্য জলবক্ষে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ প্রতিকূল বাত্যা আসিয়া তরণীকে বিপদাক্রান্ত করিয়া তুলিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা জলমগ্ন হইয়া গেল। বাদসাহ সন্তরণে সুপটু ছিলেন, সুতরাং তরঙ্গ সহিত ভাসিতে ভাসিতে গিয়া সন্তরণকৌশলে শেষে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন; নাবিকেরা বাঁচিয়া উঠিল, কিন্তু বাদসাহের জানিরিবি নাম্নী এক সুরূপা কন্যা কোথায় ভাসিয়া গেল, কেহই বলিতে পারিল না। বাদসাহ ঐ কন্যাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং সঙ্গে লইয়া তরণীযোগে ভ্রমণ করিতে যাইতেন। কন্যার অনেক অনুসন্ধান হইল, কিন্তু মিলিল না।

পাঠিকারা বোধ হয়, শুনিয়া সুখানুভব করিবেন, কন্যাটী মরে নাই। তরঙ্গের বেগে বহুদূরে ভাসিয়া গিয়া এক খানি

ভাসমান কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়াছিল, এবং কয়েকজন নাবিক তাহা দেখিতে পাইয়া কন্যাটিকে নৌকায় তুলিয়া লইল। ঐ নৌকা ক্রমে যে দেশে উপস্থিত হয়, তথায় মেশীলার নামক ফরাসী-বীর নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন। অপরিচিতা বালিকাকে তত্রত্য অধ্যক্ষ বন্দীদিগের মধ্যে রাখিয়া দিলেন, এবং জানি না, কি অপরাধে, তাহারও উপর খাটুনীর আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু বালিকা নিতান্ত শ্রম-কাতরা, বিশেষতঃ—বাদসাহের মেয়ে—সুতরাং কোন কার্য্য করিতেই সক্ষম হইল না। অথচ কার্য্য করিতে না পারিলে, আহার্য্য দ্রব্য পাইবে না, ইহাও হুকুম ছিল। যাহা হউক, মেশীলার সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া নিজের ও ঐ বালিকার খাটুনী খাটিয়া দিতেন, এবং অতি যত্নে (ছোট ভগ্নীর ন্যায়) মেয়েটিকে নিজের কাছে রাখিয়া লালন পালন করিতেন। মেশীলার ইতিপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন, ইনি বাদসাহের কন্যা। বাদসাহ তাঁহার যে পরম শত্রু, তাহা তিনি জানিতেন; মেয়েটির পিতা কর্তৃক তিনি বন্দী ও তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ অপমানিত হইয়াছেন, তাহাও তিনি জানিতেন, কিন্তু তাই ভাবিয়া মেয়েটির উপর কখনও কোন ক্রোধ বা অযত্ন প্রকাশ করিতেন না।

ক্রমে তিন বৎসর কাল অতীত হইল, মেয়েটি এবং মেশীলার বাদসাহের রাজ্যে পুনরানীত হইলেন। মেয়েটির চেহারা তখন এত খারাপ হইয়াছিল যে, তাহাকে কেহ দেখিয়া বাদসাহ-কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিল না। উভয়ে রাজাজ্ঞা-মতে বাজারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চতুর্থ দিবসে মেশীলার, মুসলমান শাসনকর্ত্তার সমীপে আনীত হইলে, বাদসাহ কহিলেন, "তুমি আমার সহিত অথবা আমার জাতির আর কাহারও সহিত কখন কোন প্রকার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না, এই নিয়মে যদি শপথ করিয়া রাজকীয় বিশ্বাস-পত্র লিখিয়া দিতে পার, এবং তজ্জন্য প্রতিভূ দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইবে।" মেশীলার এই কথায় সম্মত হইল না, সুতরাং প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। বাদসাহ কহিলেন, "যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তবে এই সময়ে বল।" মেশীলার কহিলেন, "মৃত্যুর সময়ে বলিব।" ক্রমে "শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন" সমাগত হইল; কুঠার-হস্তে ঘাতক উপস্থিত; সম্মুখে অসংখ্য লোক দণ্ডায়মান এবং অতি উচ্চ মণ্ডপে বাদসাহ স্বয়ং উপস্থিত। বজ্রগম্ভীর স্বরে বাদসাহ কহিলেন, "মেশীলার! যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, তবে শীঘ্র বল। তোমার মৃত্যু নিকট।" মেশীলার বলিলেন "রাজন্! বহুদিন হইতে আপনি আমার নানা প্রকারে